সিএসএস (৩)

পরবর্তী ভার্সন : ২.০ [আরো কিছু বেশি]

সম্পাদনায়

বুকবিডি

www.bookbd.info

"আমাদের প্রবল ই'ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা বইটির সম্পুর্ন কপি আপলোড করতে পারলাম না এজন্য খুবই দুঃখিত । কেননা বইটি প্রিন্ট কপি বাজারে আছে আপনারা চাইলে বইটি বাংলাদেশের যে কোন লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। "

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক : শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন- ৭১১৮৪৪৩, ৮৬২৩২৫১, ৮১১২৪৪১
E-mail : gyankoshprokashoni@gmail.com
gk_tarafder@yahoo.com

প্রকাশকাল : মে ২০১৩ ইংরেজি

প্রচ্ছদ : মোঃ মোজাম্মেল হুসাইন (সজল)

মেকাপ : বিশ্বজিৎ দাস

কম্পোজ : কমপিউটার লিট্যারেসি হাউস

মুদ্রণ : *নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স*
১৫/বি, মিরপুর রোড ঢাকা-১২০৫।

www.boookbd.in

ফোন ঃ ৯৬৬৭৯১৯

ISBN : 00

মূল্য : টাকা মাত্র ।

www.bookbd.info

উৎসর্গ

আম্মু মিসেস সাফিয়া বেগম

আব্বু মোঃ শহীদ উল-্যা পাটোয়ারী

www.bookbd.info

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
সেকান্দার বাদশা
CEO, Bongo Communications
Founder, 9ledge.com

বইটি লিখতে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন

মো: শরিফ হোসেন (শিহাব)
Senior Developer
South Asian ICT

সালমান জুনায়েদ
Senior Developer
South Asian ICT

ইমরান হোসেন
Senior Developer, Strategic consultant
South Asian ICT

তানভীর ইসলাম
Senior Developer
South Asian ICT

www.bookbd.info

এই বইটির সাথে ফ্রি যা রয়েছে

ফ্রি সিডি

১. বইটির সাথে একটি ফ্রি সিডি আছে।

২. বইয়ে ব্যবহৃত সকল কোডসমূহ উক্ত সিডিতে দেয়া আছে।

৩. বইয়ে ব্যবহৃত সকল প্রজেক্টসমূহ উক্ত সিডিতে দেয়া আছে।

৪. এছাড়া সিএসএস এডিটর হিসেবে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও বিভিন্ন ব্রাউজার আপনারা সিডিতে পাবেন।

www.bookbd.info

ভুমিকা (Introduction)

কম্পিউটার বর্তমান বিজ্ঞানের এক স্বার্থক অবদান। আজ আমরা এই কম্পিউটার এর কারণেই নতুন এক যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি। যা কিনা আজ তথ্য প্রযুক্তির যুগ নামে পরিচিতি পেয়েছে। এই তথ্যকে কত দ্রুত এবং স্বার্থকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়, তা নিয়ে এখন বিজ্ঞানের এত আয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় ইন্টারনেট হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি সফল প্রয়োগ।

বর্তমানে তথ্য আদান প্রদান এর একটি অন্যতম মাধ্যম হলো ওয়েবসাইট। আজ এ এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে যোগাযোগ থেকে শুরু করে পণ্য ক্রয় বিক্রয় এর কাজটিও করা হয়ে থাকে। আর ওয়েবসাইট তৈরির জন্য দরকার ওয়েব ডিজাইনের। ওয়েব ডিজাইনারের মূল কাজ হচ্ছে যে কোন একটা সাইটের জন্য টেমপে-ট তৈরি করা, এখানে থাকবেনা কোন অ্যাপি-কেশন। যেমন লগইন সিস্টেম, নিউজলেটার, সাইনআপ, পেজিনেশন, ফাইল আপলোড করে ডেটাবেজে সেভ করা, ইমেজ ম্যানিপুলেশন, যদি সাইটে বিজ্ঞাপন থাকে তাহলে প্রতিবার পেজ লোড হওয়ার সময় বিজ্ঞাপনের পরিবর্তন এগুলি অ্যাপি-কেশন, ওয়েব অ্যাপি-কেশন ইত্যাদি। এসব তৈরি করতে হবে প্রোগ্রামিং ভাষা দ্বারা। যে কোন ধরনের অ্যাপি-কেশন ছাড়া একটা সাইট তৈরি করাই হল ওয়েব ডিজাইন মুলত, এই ধরনের ডিজাইনকে বলা হয় স্ট্যাটিক ডিজাইন। এখন পর্যন্ড় এই ধারনা নিয়ে ওয়েব ডিজাইন ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আর এই বইটি লেখা হয়েছে ওয়েব ডিজাইন এর একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ড় যত প্রকার সৌন্দর্যবর্ধন তথা ডিজাইন করা যায়, তার উপর। বর্তামানে সব সাইট-ই ডিজাইন করা হয়ে থাকে CSS এর মাধ্যমে। যার ফলে আজ অধিকাংশ সাইট এর বাহ্যিক রূপ বা দৃশ্যমান অংশ (Outlook) সুন্দর হয়ে থাকে। আর তাইতো, এই বইটিতে CSS এর প্রপার্টি, ভ্যালিউ, এইচটিএমএল এ সিএসএস এর সাথে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করা থেকে শুরু করে এর বিভিন্ন নতুন ফিচারসমূহ সম্পর্কে বিস্ড়রিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.bookbd.info

লেখকের কথা

মহান আল-াহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া, বাংলাদেশে মাতৃভাষায় **"*সিএসএস এন্ড ডিভ*"** বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দেবার জন্য। দেশের অগণিত পাঠকদের চাহিদা আর অনুরোধই আমাকে এই বইটি লেখার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

দিন দিন প্রযুক্তি এগিয়ে চলেছে। সেই সাথে পরিবর্তিত এর এর কার্যক্রম ও কৌশলে। প্রতিদিন-ই নিত্যনতুন সুবিধা যোগ হচ্ছে। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এর বাজারেও যোগ হচ্ছে নানান রকম সুযোগ সুবিধা। তাই সকলকে এই পরিবর্তনশীল বাজার, সুযোগ সুবিধা ও কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত করার আমার এই প্রয়াস।

বইটিতে CSS সম্পর্কে বিস্ড়রিত আলোচনা করার পাশাপাশি পেশাদারী কাজের উপায় এবং টেকনিকগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, যা একজন নতুন শিক্ষার্থীর পেশাদারী মনোভাব তৈরিতে ব্যাপক ভুমিকা পালন করবে। বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রত্যেক উপাদানসমূহ উদাহরণের সাহায্যে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও এই বইয়ের শেষে বাস্ড়বমুখী শিক্ষার জন্য কয়েকটি প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে। এই প্রজেক্টগুলো মূলত বাস্ড়ব কাজ (Real Life Projects) সম্পর্কিত, যেখানে একজন ওয়েব ডিজাইনার গ্রাহকের চাহিদা পূরণে ব্রত হতে পারেন।

আশা করছি, এই বইটির মাধ্যমে ওয়েব ডিজাইনের একজন নতুন শিক্ষার্থী থেকে শুর" করে প্রফেশনাল ব্যক্তিবর্গের জন্য কাজের সহায়ক হবে।

আপনাদের সকলের কর্মজীবন সফল ও সুন্দর হোক। এই কামনায়

মোঃ মিজানুর রহমান
infobook7@gmail.com
mmr.sinha@yahoo.com(facebook)
facebook.com/Ebookbd
facebook.com/mijanurrahmanbd

www.bookbd.info

বই সম্পর্কে যে কোন ধরনেন তথ্য ও সমস্যার জন্য যোগাযোগ করুন :
01712901842 (Shihab)
Email: infobook7@gmail.com

www.bookbd.info

বুকবিডি হ'ছে বাংলাদেশী প্রফেশনাল বাংলা বই সমূহের ওয়েবসাইট। যেখান থেকে আপনি ই-বুক বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন। যে বইগুলো আপনাকে আইটি আউটসোর্সিং-এ প্রফেশনাল ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এ ছাড়াও নিজে নিজে কোন প্রকার ট্রেনিং ছাড়াই যে কোন বিষয়ের উপর প্রফেশনাল দক্ষতা অর্জন করতে পারেন এই বইগুলো পড়ে। আর আপনাদের কোন পরামর্শ থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন, এই ঠিকানায় ঃ-

infobook7@gmail.com.

সুচিপত্র এক নজরে

মডিউল-১

অধ্যায় ০১: ইন্টারনেট এবং ওয়েব ডিজাইন এর প্রাথমিক ধারনা.....১৫

১.১ ঃ ইন্টারনেট এর ইতিহাস.....১৬
১.২ ঃ ইন্টরনেট এর শুর.....১৬
১.৩ ঃ ওর্য়াল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর ইতিহাস.....১৭
১.৪ ঃ কিভাবে কাজ করে ?.....১৭
১.৫ ঃ ইন্টারনেটের Browser বলতে কি বুঝি?.....১৭
১.৬ ঃ ইন্টারনেট এ অ্যাড্রেসবার বা URL বলতে কি বুঝি? ১৭
১.৭ ঃ ওয়েব সাইট বা ওয়েব পেজ বলতে কি বুঝি?.....১৮
১.৮ ঃ ওয়েব ডিজাইন কি? ১৮
১.৯ ঃ ওয়েব ২.০ ডিজাইন কি?.....১৮

অধ্যায় - ০২ ঃ **CSS** *এর প্রাথমিক ধারনা*.....২১

২.১ ঃ CSS কি ?.....২২
২.২ ঃ কেন CSS ব্যবহার করবো ?.....২২
২.৩ ঃ CSS এর উপকারিতা.....২২
২.৪ ঃ বর্তমান পরিস্থিতি.....২৩

অধ্যায়- ০৩ ঃ **DIV***এর প্রাথমিক ধারনা*.....২৪
৩.১ ঃ DIV কি ?.....২৫
৩.২ ঃ Div ব্যবহার করার সুবিধা.....২৫
৩.৩ ঃ DIV ও CSS এর সম্পর্ক.....২৫

অধ্যায়-০৪ ঃ **HTML**.....২৬
৪.১ ঃ HTML কি ?.....২৭
৪.২ ঃ বাজার চাহিদা.....২৭
৪.৩ ঃ HTML Format.....২৭
৪.৪ ঃ HTML file তৈরি করা.....২৮
৪.৫ ঃ Adobe Dreamweaver CS6.....৩০
৪.৬ ঃ Web Browser.....৩৮

অধ্যায়-০৫ঃ কিছু অতি প্রয়োজনীয় **HTML TAGS**.....৪৪
৫.১ ঃ রচনা/নিবন্ধ (Article) লেখা.....৪৫
৫.২ ঃ ছবি ব্যবহার.....৪৬
৫.৩ ঃ ভিডিও, গান অথবা অন্য যেকোনো ফাইল ব্যবহার.....৪৭

www.boiboi.info

অধ্যায়- ০৬ ঃ বেসিক সি এস এস.....৪৯
৬.১ ঃ CSS কি ৫০
৬.১.১ ঃ Inline CSS ৫০
৬.১.২ ঃ Internal CSS.....৫০
৬.১.৩ ঃ External CSS.....৫২

মডিউল ২: CSS ১ এবং ২

***অধ্যায় - ০৭ ঃ* Font Size**.....৫৫
৭.১ ঃ Font size ৫৬
৭.২ ঃ % দিয়ে ফন্ট সাইজ দেওয়া.....৫৬
৭.৩ ঃ Pt দিয়ে ফন্ট সাইজ দেওয়া.....৫৮
৭.৪ ঃ Em দিয়ে ফন্ট সাইজ দেওয়া.....৫৮
অধ্যায় - ০৮ ঃ বিভিন্ন প্রকার ফন্ট ব্যাবহার করা.....৬১
৮.১ ঃ Font ৬২
৮.২ ঃ Font family এর প্রকারভেদ.....৬২
৮.৩ ঃ Generic font family.....৬৩
৮.৪ ঃ Font style এর ব্যবহার.....৬৫
৮.৫ ঃ Font variant এর ব্যবহার.....৬৬
৮.৬ ঃ Font Weight এর ব্যবহার ৬৭
৮.৭ ঃ @ font-face.....৬৮
***অধ্যায়-০৯ ঃ* Text Align**.....৭২
৯.১ ঃ Text-Alignment.....৭৩
***অধ্যায়-১০ ঃ* txeT Decorations**.....৭৯
১০.১ ঃ Text decoration.....৮০
***অধ্যায়-১১ ঃ* Text Overflow**.....৮৪
১১.১ ঃ Clip ৮৫
১১.২ ঃ Ellipsis ৮৬
***অধ্যায়-১২ ঃ* Color**.....৮৯
১২.১ ঃ color প্রোপার্টি এর কাজ ৯০
***অধ্যায় -১৩ ঃ* Text Shadow**.....৯২
১৩.১ ঃ Text-Shadow.....৯৩
***অধ্যায় - ১৪ ঃ* Text transform**.....৯৫
১৪.১ ঃ Text-Transform.....৯৬

***অধ্যায়-১৫ ঃ* Background**.....১০০
১৫.১ ঃ Background.....১০১
১৫.২ ঃ Background Color.....১০১
***অধ্যায়-১৬ ঃ* mI dnuorgkcaBage**.....১০৬
১৬.১ ঃ ব্যকগ্রাউন্ডে ছবি ব্যবহার.....১০৭
***অধ্যায়-১৭ ঃ* dnuorgkcaB position**.....১০৯
১৭.১ ঃ ব্যাকগ্রাউন্ডের অবস্থান নির্ধারণ.....১১০
১৭.২ ঃ background position: center center.....১১০
১৭.৩ ঃ background position: center top.....১১১
১৭.৪ ঃ background position: center bottom.....১১২
১৭.৫ ঃ background position: right bottom.....১১৩
১৭.৬ ঃ background position: right top.....১১৪
১৭.৭ ঃ background position: right center.....১১৫
১৭.৮ ঃ background position: left center.....১১৬
১৭.৯ ঃ background position: left top.....১১৭
১৭.১০ ঃ background position: left bottom.....১১৮
১৭.১১ ঃ % / inch/pixel/em/ব্যবহার করে ব্যকগ্রাউন্ডের অবস্থান নির্ণয়.....১১৯
***অধ্যায়-১৮ ঃ* background repeat**.....১২২
১৮.১ ঃ ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট কি?.....১২৩
১৮.২ ঃ background repeat: x.....১২৩
১৮.৩ ঃ background repeat: y.....১২৬
১৮.৪ ঃ background repeat: repeat.....১২৭
১৮.৫ ঃ background repeat: no-repeat.....১২৮
***অধ্যায়-১৯ ঃ* Background Size**.....১৩০
১৯.১ ঃ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কি?.....১৩১
১৯.২ ঃ background-size: px দিয়ে.....১৩১
১৯.৩ ঃ background-size: % / px দিয়ে.....১৩১
***অধ্যায়-২০ ঃ* List**.....১৩৩
২০.১ ঃ লিষ্ট স্টাইল এর প্রকারভেদ।.....১৩৪
২০.২ ঃ অনুক্রমিক তালিকার সংজ্ঞা ও উদাহরন।.....১৩৪
২০.৩ ঃ ক্রমবিহীন তালিকার সংজ্ঞা ও উদাহরন।.....১৩৪
২০.৪ ঃ list-style:.....১৩৪
অধ্যায়-২১ ঃ লিঙ্ক.....১৪৪
২১.১ ঃ Link কি?.....১৪৫
২১.২ ঃ a:link / a:visited / a:hover / a: active.....১৪৫

www.bookbd.info

***অধ্যায়-২২ ঃ* CSS Box Model** ১৫৩

২২.১ ঃ Box-Model এর ব্যাখ্যা.....১৫৪
২২.২ ঃ Margin.....১৫৪
২২.৩ ঃ Padding.....১৫৫
***অধ্যায়-২৩ ঃ* Margin**.....১৫৬

২৩.১ ঃ margin-top.....১৫৭
২৩.২ঃ margin-right.....১৫৮
২৩.৩ ঃ margin-bottom.....১৬০
২৩.৪ ঃ margin-left.....১৬১
২৩.৫ ঃ shorthand margin.....১৬২

***অধ্যায়-২৪ ঃ* Padding**.....১৬৪

২৪.১ ঃ Padding এর ব্যবহার.....১৬৫
***অধ্যায়- ২৫ ঃ* Border**.....১৬৬

২৫.১ ঃ None বা border-style: none.....১৬৮
২৫.২ ঃ Dotted বা border-style: dotted.....১৭০
২৫.৩ ঃ Hidden বা border-style: hidden.....১৭১
২৫.৪ ঃ Dashed বা border-style: dashed ১৭২
২৫.৫ ঃ Solid বা border-style: solid ১৭২
২৫.৬ ঃ Double বা border-style: double.....১৭৫
২৫.৭ ঃ Groove বা border-style: groove ১৭৪
২৫.৮ ঃ Ridge বা border-style: ridge.....১৭৫
২৫.৯ ঃ Inset বা border-style: inset ১৭৬
২৫.১০ ঃ Outset বা border-style: outset ১৭৮
২৫.১১ ঃ Inherit বা border-style: inherit.....১৭৯
২৫.১২ ঃ Shorthand Border.....১৮৪

***অধ্যায়-২৬ ঃ* Outline**.....১৮৭

২৬.১ ঃ Outline কি? ১৮৮
***অধ্যায়-২৭ ঃ* Grouped *এবং* Nested Selectors**.....১৮৯

২৭.১ ঃ grouping and selector.....১৯০
***অধ্যায়-২৮ ঃ* External Style Sheet**.....১৯৪

২৮.১ ঃ External style sheet কি ? ১৯৫
২৮.২ ঃ External style sheet ব্যবহার করার নিয়ম.....১৯৫

***অধ্যায়-২৯ ঃ* Id, Class *ও* Comments**.....১৯৭

www.bookbd.info

২৯.১ ঃ Id ব্যবহারের নিয়ম ১৯৮
২৯.২ ঃ Class ব্যবহারের নিয়ম.....১৯৯
২৯.৩ ঃ Comments.....২০১

***অধ্যায়-৩০ ঃ* Position**.....২০৩

৩০.১ ঃ position কি ? ২০৪
৩০.২ ঃ position:static ২০৪
৩০.৩ ঃ position:absolute.....২০৫
৩০.৪ ঃ position:fixed.....২০৫
৩০.৫ ঃ position:relative.....২০৫

***অধ্যায়-৩১ ঃ* CSS Dimension**.....২০৬

৩১.১ ঃ Dimension কি ?.....২০৭
৩১.২ ঃ Dimension Property ২০৭

***অধ্যায়-৩২ ঃ* Opacity**.....২১৩
৩২.১ ঃ Opacity কি ? ২১৪
৩২.২ ঃ ছবিতে Opacity ব্যবহার করা.....২১৪
৩২.৩ ঃ Opacity active by hover.....২১৬
৩২.৪ ঃ opacity দিয়ে লেখার রঙ পরিবর্তন.....২১৯
৩২.৫ ঃ paragraph এর ব্যাকগ্রাউন্ড opacity.....২২১

***অধ্যায়-৩৩ ঃ* Image Spirites**.....২২৪

৩৩.১ ঃ Image Spirites সম্পর্কে কিছু বর্ণনা.....২২৫
৩৩.২ ঃ Image Spirites ব্যবহারের কৌশল.....২২৬
৩৩.৩ ঃ হোভারের সাথে Image Spirites ব্যবহার.....২২৬

***মডিউল-৩* SSC3**

***অধ্যায়-৩৪ ঃ* Cross Browser Compatibility**.....২৩৪

৩৪.১ ঃ ব্রাউজার কমপ্যাটিবিলিটি কি ? ২৩৫
৩৪.২ ঃ মোজিলা ফায়ারফক্স.....২৩৫
৩৪.৩ ঃ গুগল ক্রোম ও সাফারি.....২৩৫
৩৪.৪ ঃ অপেরা.....২৩৫
৩৪.৫ ঃ ইন্টারনেট
এক্সপে- ারার.....২৩৬

***অধ্যায় - ৩৫ ঃ* CSS3 Borders ও dnuorgkcaB**.....২৩৮

৩৫.১ ঃ CSS3 এ নতুন যেসব border প্রোপার্টি এসেছে। ২৩৯
৩৫.২ ঃ Rounded Corners.....২৩৯
৩৫.৩ ঃ CSS Box Shadow.....২৪০

www.bookbd.info

৩৫.৪ ঃ Border Image.....২৪৩
৩৫.৫ ঃ Round property.....২৪৩
৩৫.৬ ঃ Stretch.....২৪৩
৩৫.৭ ঃ border-image.....২৪৩

***অধ্যায়-৩৬ ঃ* CSS3 Text Effects**.....২৪৭

৩৬.১ ঃ Text-Shadow.....২৪৮
৩৬.২ ঃ Word-Wrap.....২৪৯

***অধ্যায়-৩৭ ঃ* 2D and 3D**.....২৫০

৩৭.১ ঃ Transform.....২৫৪
৩৭.২ ঃ rotate ().....২৫৪
৩৭.৩ ঃ translate ().....২৫৬
৩৭.৪ ঃ scale ().....২৫৭
৩৭.৫ ঃ skew ().....২৫৮
৩৭.৬ ঃ matrix().....২৬০
৩৭.৭ ঃ The rotateY() Method.....২৬৩
৩৭.৮ ঃ Transform Properties.....২৬৪
৩৭.৯ ঃ 3D Transform Methods.....২৬৫

***অধ্যায়-৩৮ ঃ* CSS3 Transitions**.....২৬৭

৩৮.১ ঃ transition property.....২৬৭

মডিউল-৪ CSS এবং Div প্রজেক্ট

প্রজেক্ট-১ ঃ Box Model.....২৭৩
প্রজেক্ট-২ ঃ টেবিল (Table) ২৭৪
প্রজেক্ট-৩ ঃ Layout-1.....২৮৫
প্রজেক্ট-৪ ঃ Layout-2 Adobe Dreamwaver CS6.....৩০০
প্রজেক্ট-৫ ঃ নেভিগেশন (Navigation).....৩১২
প্রজেক্ট-৬ ঃড্রপ ডাউন মেন্যু ৩২৫
প্রজেক্ট-৭ ঃ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম.....৩৩২
প্রজেক্ট-৮ ঃ ইমেজ গ্যালারি-১.....৩৪২
প্রজেক্ট-৯ ঃ ইমেজ গ্যালারি-২.....৩৪৫
প্রজেক্ট-১০ ঃ সিএসএস-৩ Box-Shadow.....৩৮৫

www.bookbd.info

অধ্যায় ০১

ইন্টারনেট এবং ওয়েব ডিজাইন এর প্রাথমিক ধারনা

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১ ইন্টারনেট এর ইতিহাস সর্ম্পকে

২ ওর্য়াল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর ইতিহাস সর্ম্পকে

৩ ইন্টারনেটের Browser সর্ম্পকে ধারনা

৪ ইন্টারনেট এ অ্যাড্রেসবার বা URL সর্ম্পকে ধারনা

৫ ওয়েব সাইট বা ওয়েব পেজ সম্পর্কে জানা

৬ ওয়েব ডিজাইন কি, তা সম্পর্কে ধারনা

৭ ওয়েব ২.০ ডিজাইন কি, তা সম্পর্কে ধারনা

১.১ ঃ ইন্টারনেট এর ইতিহাস

ইন্টারনেট যাকে সংক্ষেপে 'দ্যা নেট' হিসেবে ডাকা হয়। ইন্টারনেট হলো ওর্য়াল্ড ওয়াইড সিস্টেম অফ কম্পিউটার নেটওর্য়াক, যে নেটওয়ার্ক ব্যাবহার করে একজন ব্যবহারকারী অপর সংযুক্ত ব্যবহারকারীর সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে। ইন্টারনেট আসলে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সবচেয়ে বড় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, যেটিতে আমাদের কম্পিউটারটি সাধারনত যুক্ত হয়ে ভার্চুয়ালি কিছু কাজ করার অনুমতি পায়। আর একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ইন্টারনেট হচ্ছে কম্পিউটার নির্ভর বৈশ্বিক তত্ত্ব পদ্ধতি। পরস্পর এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার কেন্দ্রিক নিরবিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কের সমষ্টিই হচ্ছে ইন্টারনেট। প্রতিটি নেটওয়ার্কের সাথে শত শত অথবা হাজার হাজার কম্পিউটার যুক্ত থাকে, এগুলোর একটি অন্যটির সাথে বিভিন্ন তথ্য আদার প্রদান করে থাকে। ইন্টারনেট বিশ্বব্যাপী মানুষকে ফলপ্রসূভাবে এবং সূলভে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করেছে। সনাতনী প্রচার মাধ্যম সমূহ যেমন রেডিও, টেলিভিশনের মতোই ইন্টারনেটের কোন কেন্দ্রীভূত সরবরাহ পদ্ধতি নেই। তার পরিবর্তে যে কোন ব্যক্তি যারা ইন্টারনেটে সংযুক্ত আছে সে সরাসরি অন্য যে কোন ব্যাক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে, অন্যের জন্য তথ্য সরবরাহ করতে, অন্যের দেয়া তথ্য সংগ্রহ করতে অথবা উৎপাদিত পন্যসমূহ কম মুল্যে ক্রয় বিক্রয় করতে পারে। তথ্য খোঁজার জন্য যে পাতা আমরা দেখি সেটি হচ্ছে একটি প্রোগ্রাম যেমন মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের ইন্টারনেট এক্সপে-ারার, ফায়ারফক্স, অপেরা, গুগল ক্রোম ইত্যাদি যা কম্পিউটারের তথ্যাদির পৃষ্ঠা, চিত্র, রেখাচিত্র, শব্দ চলমান ছবি ও মডেলসমূহ ভিজিটরদের সামনে উপস্থাপন করে থাকে।

১.২ ঃ ইন্টরনেট এর শুর"!

১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি Advanced Research Project Agency গঠন করে যেটি পরবর্তীতে ARPANet হিসেবে পরিচিতি পায়। এটির উদ্দেশ্য ছিল একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা যার মাধ্যমে এক ইউনির্ভাসিটির ব্যবহারকারীরা অন্য ইউনির্ভাসিটির ব্যবহারকারীদের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এই সময় এই প্রোজেক্টের মুল লক্ষ্য ছিল গবেষকদের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন তথ্য আদান প্রদান করা। পরর্বতী সময়ে কিছু কম্পিউটার এক্সপার্ট, ইঞ্জিনিয়ার এবং লাইব্রেরিয়ানরা ARPANet এর ব্যবহার শুর" করে। সে সময় নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে যোগাযোগ এতটা সহজ ছিলো না।

পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে ARPANet এর জন্য সর্বপ্রথম টম লিনসন ই-মেইল আবিস্কার করেন এবং ঐসময় প্রথম @ symbol ব্যাবহার করা হয়।

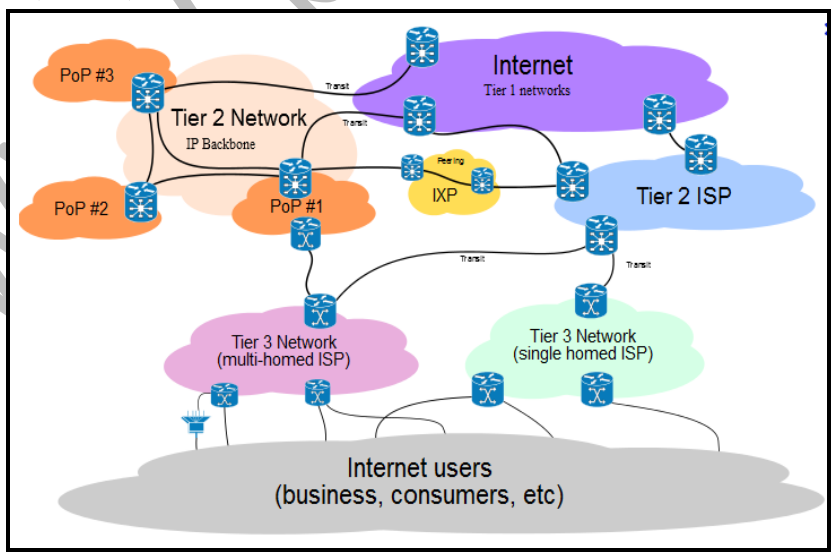

চিত্র (১.১) : ইন্টারনেট কানেকশন প্রসেস

১.৩ ঃ ওর্য়াল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর ইতিহাস

ওর্য়াল্ড ওয়াইড ওয়েব একটি গে-াবাল ইনফরমেশন মিডিয়াম যার মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা লিখতে ও পড়তে পারে। অনেকে ভুল করে www কে ইন্টারনেট এর প্রতিশব্দ মনে করে থাকেন। আসলে ডবি-উ ডবি-উ ডবি-উ একটি সার্ভিস যেটি অপারেট হয় ইন্টারনেট এর মাধ্যমে যেমন : ই-মেইল। ডবি-উ ডবি-উ ডবি-উ রির্সোস ইউজার দেরকে অনুমতি দেয় এক রিসোর্স থেকে অন্য রিসোর্স এ যেতে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব অ্যাপি-কেশন যেটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ব্রাউজার ক্লায়েন্ট নামে পরিচিত। এই ব্রাউজার ফরম্যাটেড টেক্সট, ই-ম্যাজেস, সাউন্ড অন্যান্য অবজেক্ট যেমন হাইপারলিংক কম্পিউটার স্ক্রিন এ উপস্থাপন করে। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট অফিসিয়ালি স্যার টিম বার্নার্স-লি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www) কে পরিচিত করান। এই প্রোজেক্ট এ তার লক্ষ্য ছিল: "To allow links to be made to any information anywhere"

১.৪ ঃ কিভাবে কাজ করে?

আমি আবার ও বলছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এবং ইন্টারনেট একই বিষয় না। ইন্টারনেট হলো সবগুলো কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক আর ওয়েব হলো ইন্টারনেটে যুক্ত কম্পিউটারের একটি সার্ভিস। ওয়েবের তথ্যগুলো বিভিন্ন পাতায় সন্নিবেশিত আকারে থাকে এবং প্রতিটি আলাদা পাতায় বা লিংকে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি লিংকই ইউনিক হয়। এই তথ্যসমুহ ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে। আর যে সব কম্পিউটার থেকে তথ্যগুলো দেখা হয় তাদেরকে বলে ওয়েব ক্লায়েন্ট। ওয়েবপেজগুলো ব্রাউজারের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। আধুনিক ওয়েবে টেক্সট, ছবি, এনিমেশন, অডিও, ভিডিওসহ নানান ধরনের মিডিয়া সম্মিলিত আকারে দেখা যায়। লেখকের লেখা একটি বই রয়েছে যার নাম ''বিগীনিং জুমলা''। এই বইয়ের মধ্যে আপনি কি করে কোন রকম প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই একটি ডাইনামিক ওয়েব সাইট তৈরি করবেন, তা শিখতে পারবেন।

১.৫ ঃ ইন্টারনেটের Browser বলতে কি বুঝি?

ওয়েব ব্রাউজার হল কম্পিউটারের একটি প্রোগ্রাম, যার মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেট এ কোন ওয়েব পেজ ভিজিট করতে পারি। একটি "ওয়েব ব্রাউজার" কে শুধুমাত্র "ব্রাউজার"ও বলা হয়ে থাকে। আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুকসমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info।

আপনি কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য যে কোন উইন্ডোজই ব্যবহার করেন না কেন (windows xp,windows vista,windows 7) সব উইন্ডোজেই একটি Browser ডিফল্ট ভাবে ইন্সটল করা থাকে, তার নাম হলো Internet explorer,এখানে Internet Explorer হলো একটি ব্রাউজার, যার মাধ্যমে আপনি কোন ওয়েবপেজ ভিজিট করতে পারেন। বাজারে অনেক ধরণের ব্রাউজার পাওয়া যায়। কম বেশি সব ব্রাউজার একই রকম সুবিধা প্রদান করে থাকে। তবে ওয়েব ব্রাউজারের বর্তমান বাজার হাতেগোনা কয়েকটির দখলে রয়েছে। আর আমরা সবসময় এই কয়টিকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ করব। এগুলো হলঃ Internet Explorer (যেটি আপনি কম্পিউটার এর সাথে এমনিতেই পাবেন), Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ইত্যাদি।

১.৬ ঃ ইন্টারনেট এ অ্যাড্রেসবার বা URL বলতে কি বুঝি?

অ্যাড্রেসবার হল ওয়েব ব্রাউজারের উপরের অংশে থাকা একটি টেক্সট লেখার জায়গা, যেখানে বর্তমান ওয়েব পেজের ইউআরএল (URL) প্রদর্শিত হয়,আর URL হল অ্যাড্রেসবারের ভিতর যে লেখা গুলো থাকে তাকে URL বলা হয়।

অ্যাড্রেসবারে ইউজার ম্যানুয়্যালি ইউআরএল বসাতে পারেন। যখন আমরা নতুন ওয়েবপেজ এ প্রবেশ করি তখন অ্যাড্রেসবারের ইউআরএলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। কোন একটি ওয়েবপেজের ইউআরএল দেখার জন্য

www.bookbd.info

অ্যাড্রেসবারে লক্ষ্য করা হয়। যদি ইউজার কোন নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেজ ভিজিট করতে চায় তাহলে অ্যাড্রেসবারে ওয়েব অ্যাড্রেসটি (URL) বসিয়ে এন্টার চাপ দিলে ব্রাউজারে ওয়েবপেজটি খুলবে।

১.৭ ঃ ওয়েব সাইট বা ওয়েব পেজ বলতে কি বুঝি?

ওয়েব পেজ আর ওয়েব সাইট এক কথা নয়। যেমন- www.metanvir.weebly.com একটি ওয়েব সাইট। কিন্তু এই ওয়েব সাইটটি অনেকগুলো ওয়েব পেজএর সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। ওয়েব সাইট হল স্বতন্ত্র HTML ডকুমেন্ট। ওয়েব সাইট হল অনেকগুলো ওয়েব পেজের সমাহার।
আর ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটই হল প্রান কেন্দ্র। এখানেই সকল তথ্য জমা থাকে। ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রয়োজনীয় ফাইল, তথ্য সংগ্রহ এবং আদান প্রদান করতে পারে। তাহলে যা বুঝলাম তা হলো, ওয়েব সাইট হচ্ছে কোন এক সাইট এর নাম আর ওয়েবপেজ হল ঐ সাইট এর ভিতর যে পেজ গুলো আছে সেগুলো।

১.৮ ঃ ওয়েব ডিজাইন কি?

এই লেখা মূলত তাদের জন্য যারা ওয়েব ডিজাইনিং শিখতে চান বা ওয়েব ডেভেলপার হতে চান ঃ ওয়েব ডিজাইন হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের জন্য বাহিরের কাঠামো তৈরি করা।

ওয়েব ডিজাইনারের মূল কাজ হচ্ছে যে, কোন একটি সাইটের জন্য টেমপে-ট তৈরি করা,এখানে থাকবেনা কোন অ্যাপি-কেশন। যেমন লগইন সিস্টেম, নিউজলেটার, সাইনআপ, পেজিনেশন, ফাইল আপলোড করে ডেটাবেজে সেভ করা, ইমেজ ম্যানিপুলেশন, যদি সাইটে বিজ্ঞাপন থাকে তাহলে প্রতিবার পেজ লোড হওয়ার সময় বিজ্ঞাপনের পরিবর্তন এগুলি অ্যাপি-কেশন, ওয়েব অ্যাপি-কেশন ইত্যাদি। এসব তৈরি করতে হবে প্রোগ্রামিং ভাষা দ্বারা। যে কোন ধরনের অ্যাপি-কেশন ছাড়া একটি সাইট তৈরি করাই হল ওয়েব ডিজাইন। মূলত, এই ধরনের ডিজাইনকে বলা হয় স্ট্যাটিক ডিজাইন। এখন পর্যন্ড় এই ধারনা নিয়ে ওয়েব ডিজাইন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ওয়েব ডিজাইন শিখতে যেসব জানতে হবে ঃ

এইচটিএমএল : এটি একটি মার্ক আপ ল্যাংগুয়েজ। এটি কোন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নয়, শেখা খুব সহজ।

সিএসএস : এটিও মার্ক আপ ল্যাংগুয়েজ।

ফটোশপ : এখানে যে মুল কাজটি শিখতে হবে তা হলো পিএসডি থেকে এইচটিএমএল টেম্পলেট (PSD to HTML) বানানো। এছাড়া ব্যানার, বাটন, এনিমেশন তৈরি করা এসব জানতে হবে।

১.৯ ঃ ওয়েব ২.০ ডিজাইন কি ?

আমাদের মধ্যে অনেকেই জানি আবার এখনো অনেকেই জানি না ওয়েব ২.০ ডিজাইন সম্পর্কে। আসলে বিষয়টি কি? ওয়েব ২.০ ডিজাইন বলতে সাধারন কোন ডিজাইনকে বুঝায় না। ওয়েব ২.০ ডিজাইন এতটাই প্রশস্থ একটি বিষয় যে, কার্যত একে গুছিয়ে বা এক কথা বলে শেষ করা যাবে না। তো চলুন, ওয়েব ২.০ ডিজাইন বলতে আমরা কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ দিবো, তার জন্য একটু বিস্ড়রিত আলোচনায় আসা যাক:

১. ***মান সম্পন্ন ডিজাইন:*** ওয়েব এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে লিখা ও ডিজাইনের স্কীন রেজুলেশন হবে প্রশস্থ।

২. ***সাধারন বৈসাদৃশ্য:*** ওয়েব ২.০ ডিজাইন হবে সাধারন বৈশিষ্ট্য মানের এবং যেন কোন কিছুর প্রবনতা বোধ প্রকাশ করবে। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, বেশির ভাগ ওয়ের ২.০ মানের ডিজাইনে সাদা রং এর ব্যবহার পাওয়া যায়।

৩. ***আকর্ষনীয় নেভিগেশন:*** শক্তিশালী ও আকর্ষনীয় নেভিগেশন এবং পাঠক মানোযোগ আকর্ষন তৈরি করার মানষে ভুলেও অন্যের ডিজাইন কপি-পেষ্ট করবেন না। এতে আপনার সাইট বা ডিজাইনে বির"প প্রতিক্রিয়া পরবে। তার চেয়ে বরং সাদামাটা নেভিগেশন ব্যবহার করলেই ভাল দেখাবে। মনে করি, একটি সাইটের নেভিগেশনে ৩টি ট্যাব আছে, প্রত্যেকটি সাইটের গুর"ত্বপূর্ণ বিভাগ ধারন করছে, যেখানে আপননি ক্লিক করলেই বিভাগের সব পোষ্ট বা ডিজাইন দেখতে

পারবেন। আবার দেখুন, একটি সাইটের সাইডবারে ২০টা বিভিন্ন বিভাগের লিংক আছে, নেভিগেশন বাদেই। এখন সিদ্ধান্ড় নিন, কোনটি আপনার জন্য উত্তম এবং সহজে ব্যবহাব উপযোগী ? যদি আপনি আপনার সাইটের ডিজাইন-কে এলোমেলো লিংক দেখানোর থেকে নেভিগেশন দিয়েই দৃষ্টিগোচর করতে পারেন, তাহলে এটিই হবে সাথর্ক ধারনা/কর্মকান্ড।

৪. ***আকর্ষনীয় লোগো:*** "Branding Is Everything" ইন্টারনেট জগতে এই কথাটি ১০০% সত্য। আপনার সাইটটি যদি প্রথম দেখাতেই ভিজিটরকে আকর্ষন করাতে না পারে, তবে দ্বিতীয়বার সে আর আপনার সাইটে আসবে না। এক্ষেত্রে শুধু ডিজাইন না, আপনার সাইটের কন্টেন্টও বিশাল ভুমিকা রাখে। তাই, একটি ইউনিক ব্রান্ড নাম, লোগো সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ। উদাহরন স্বরূপ Mashable (http://mashable.com)। লক্ষ্য কর"ন তাদের লোগো এবং নেভিগেশন।

৫. ***আকর্ষনীয় হোমপেজ:*** আমরা জানি Apple সবসময় তার ক্রেতা বা ভিজিটরদের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য তাদের হোমপেজে আর্কষনীয় সব ডিজাইন-এর প্রাচুর্য্য রাখে। যা কিনা ওয়েব ২.০ ডিজাইন সাইটের বড় উদাহরন।

৬. ***গ্রাডিয়েন্ট, ফ্লাট কালার:*** কিছু কিছু ওয়েব ২.০ সাইট ফ্লাট কালার ব্যবহার করে। আবার অনেকেই অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রাডিয়েন্ট কালার ব্যবহার করে। এই কালার গুলোর অতিরিক্ত ব্যবহার যদিও সাইটের আউটলুককে কলুষিত করে। তবে যদি পরিমানমত ব্যবহার করা হয়, তখন দেখতে ভাল লাগে।

৭. ***আইকন:*** ওয়েব ২.০ এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইকন এর ব্যবহার। প্রতিটি ডিজাইন এর সাথে সাথে মিল রেখে আইকনের ব্যবহার করার অধ্যায়টা ওয়েব ২.০ থেকেই শুর" হয়েছে। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ পিএইচপিতে হাতেখড়ি নেয়া থেকে শুর" করে প্রফেশনালী কাজ করতে লেখকের ''পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

প্রশ্নপর্ব ঃ

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা তৈরি করেছি Book Support center। আর এই Book Support center-এর ই-মেইল অ্যাড্রেস হলো infobook7@gmail.com, যা আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান এবং এই বই সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি আছে সবসময়। তাই আপনাদের যদি এই বইয়ে কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে মেইল কর"ন এই ঠিকানায় infobook7@gmail.com.

www.bookbd.info

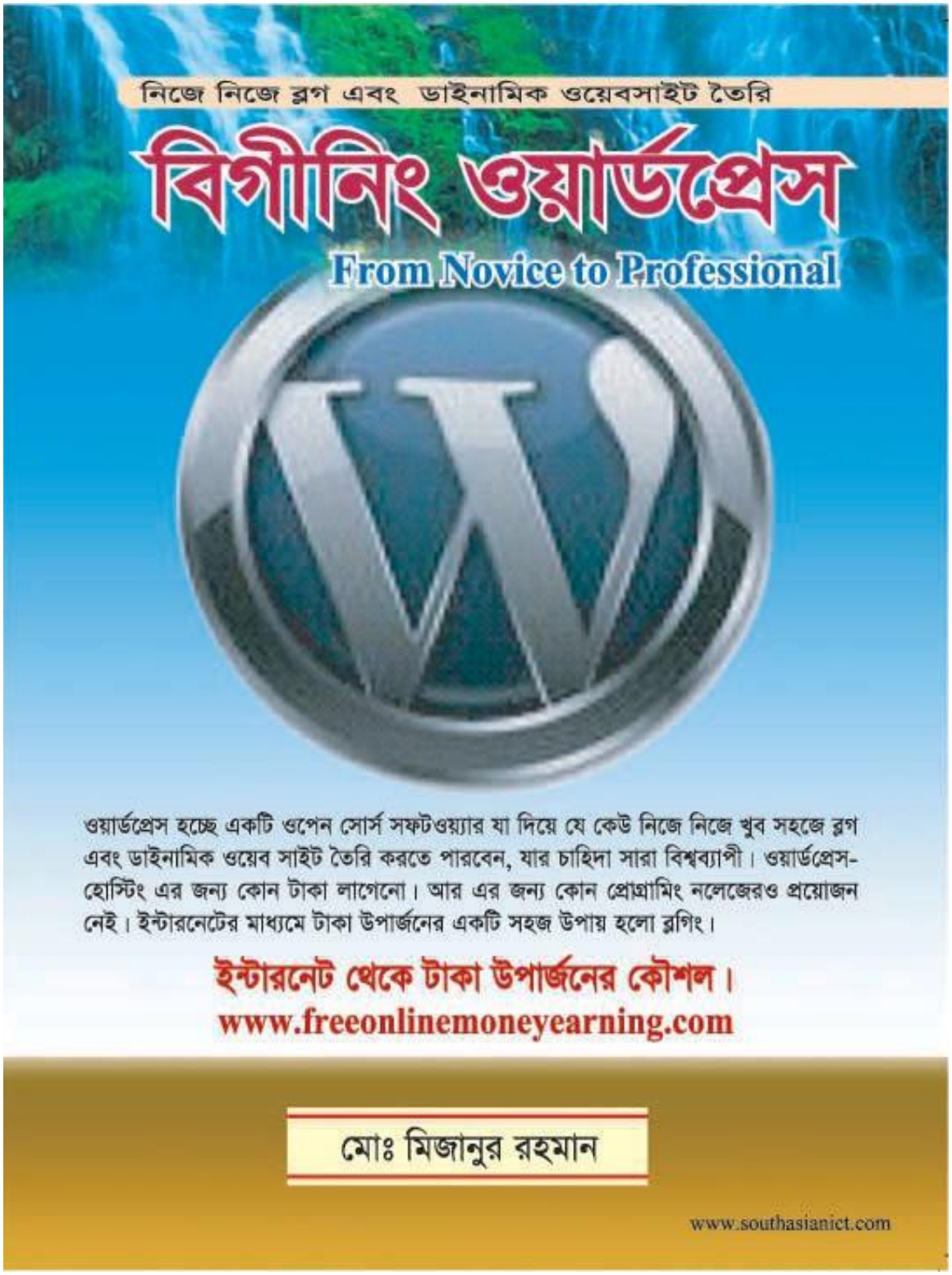
নিজে নিজে ব্লগ এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি
বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস
From Novice to Professional
ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে একটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার যা দিয়ে যে কেউ নিজে নিজে খুব সহজে ব্লগ এবং ডাইনামিক ওয়েব সাইট তৈরি করতে পারবেন, যার চাহিদা সারা বিশ্বব্যাপী। ওয়ার্ডপ্রেস-হোস্টিং এর জন্য কোন টাকা লাগেনো। আর এর জন্য কোন প্রোগ্রামিং নলেজেরও প্রয়োজন নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে টাকা উপার্জনের একটি সহজ উপায় হলো ব্লগিং।
ইন্টারনেট থেকে টাকা উপার্জনের কৌশল।
www.freeonlinemoneyearning.com
মোঃ মিজানুর রহমান
www.southasianict.com

অধ্যায় ০২

CSS এর প্রাথমিক ধারনা

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১ CSS এর প্রাথমিক ধারনা

২ কেন CSS ব্যবহার করব

৩ CSS ব্যবহারের উপকারীতা

৪ বর্তমান বাজারে CSS এর গুরুত্ব

www.bc

২.১ CSS কি ?

প্রথমত CSS সৌন্দর্য বা স্টাইলিং করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এর সম্পূর্ণ রূপ হচ্ছে Cascading Style Sheet অর্থাৎ যেই ফাইল এর মধ্যে আমাদের HTML ফাইল এর সৌন্দর্যবর্ধন এর কাজ করব।

আসলে CSS ছাড়া HTML বৃথা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন দর্জি যখন কাপড় কাটেন শার্ট বানানোর জন্য, তখন তা কেবলমাত্র কিছু কাপড়ের টুকরা হিসেবেই থাকে; এটি তখনি একটি পরিপূর্ণ শার্ট হয়, যখন সবগুলো টুকরো একসাথে করে সেলাই করা হয়। সহজ ও স্বল্প সময়ে প্রোগ্রাম লিখার জন্য লেখকের ''ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

এখানে, HTML বা DIV হচ্ছে সেই কাপড়ের টুকরো। এগুলোকে সুবিন্যস্ড় ও সুন্দর (In Right Order With Proper Styling) ভাবে উপস্থাপন করে CSS। সেলাই বিহীন কাপড়ের টুকরোকে যেমন ভাল দেখাবে না, ঠিক তেমনি CSS ছাড়া আপনার HTML পরিপূর্ণতা পাবে না।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি সাইট CSS ব্যবহার করে। একজন ওয়েব ডেভেলপারের সর্বপ্রথম শিক্ষণীয় বিষয়-ই হচ্ছে HTML ও CSS। কারন এটি একেবারে সাধারন একটি চাহিদা (Basic or Mandatory Requirement) তাই CSS অবশ্যই জানতে হবে। এটি ছাড়া বর্তমানে পৃথিবীতে কোন সাইট করা হয় না। আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুকসমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info।

২.২ কেন CSS ব্যবহার করব ?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি যে CSS ছাড়া কাজ কোন ভাবেই চলবে না। তারপর ও নিচের উদাহরণটি দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন CSS ছাড়া সাইট দেখতে কেমন হয়, আর CSS থাকলে দেখতে কেমন হয়।

২.৩ CSS এর উপকারিতা ঃ

আসলে CSS এর উপকারিতা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। কারন আমাদের HTML এর লেখার আকার থেকে শুরু করে লেখার রঙ, ফন্ট, ছবির আকার, ছবির স্টাইল, বিভিন্ন প্রকার মেনু তৈরি, লিস্ট তৈরি, লিস্ট গুলো দেখতে কেমন হবে, লিঙ্কগুলো দেখতে কেমন হবে ইত্যাদি সকল প্রকার কাজই নির্ভর করবে CSS এর উপর। এই ভাষা-ই হবে মুলতঃ আমাদের DIV এবং CSS শেখার ভিত্তি। CSS ছাড়া আমাদের DIV গুলো ঠিকমত কাজ করতে পারবে না। কারন DIV এর আকার, স্টাইল, রঙ, স্থান নির্ধারণ ইত্যাদি সব-ই করতে হবে CSS দিয়ে।

আর আপনি সবসময় সবার সাথে তাল মিলিয়ে তো কাজ করবেন-ই, পারলে চেষ্টা করবেন সবার থেকে এগিয়ে থাকার। আর এগিয়ে থাকতে হলে নিজেকে সবসময় আপডেটেড রাখতে হবে। আর সেজন্যই আপনার অ্যাডভান্সড CSS শিখতেই হবে এবং ব্যবহার করতে হবে। আপনি যত বেশি অ্যাডভান্সড লেভেলের কাজ জানবেন এবং ব্যবহার করবেন, আপনার কাজ তত সুন্দর হবে এবং তার সাথে সাথে প্রফেশনাল লুকও আসবে।

২.৪ বর্তমান পরিস্থিতিঃ

বর্তমানে যেসব সাইট চালু অবস্থায় আছে, এখনও তার বেশির ভাগই চলছে CSS2 দিয়ে। খুব কম সাইটই CSS3 ব্যবহার করছে। এখন CSS3 তে অনেক বেশি সুবিধা রয়েছে। যা আগে অনেক ঝামেলা ছিল তা এখন মাত্র এক লাইন এর কোড লিখলেই সুন্দরভাবে হয়ে যায়। তাই বেশির ভাগ সাইট-ই নিজেদেরকে পেজগুলোতে CSS3 (UPGRADE) ব্যবহার শুর" করেছে। তাই এখনই সর্বোৎকৃষ্ট সময় Advanced CSS শেখার।

আমাদের এই বইতে আপনি সব হালনাগাদ তথ্য পাবেন। তাই এই বইটি আপনাকে অবশ্যই সবচেয়ে ভাল সুযোগ দিচ্ছে। আপনি যদি খুব ভালভাবে এই বইয়ে বর্ণনা করা Terems গুলো রপ্ত করতে পারেন, তবে এই নতুন Upgrading মার্কেট এর কাজগুলো খুব সহজেই ধরতে পারবেন।

www.bookbd.info

অধ্যায় ০৩

DIVএর প্রাথমিক ধারনা

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১ DIV কি?

২ DIV ব্যবহারের সুবিধা কি ?

৩ DIV ও CSS এর সম্পর্ক কি ?

www.boi

৩.১ DIV কি ?

Div এর সম্পূর্ণ রূপ হচ্ছে Division বা ভাগ। অর্থাৎ আমরা যে পেজ নিয়ে কাজ করব, তাকে ছোট ছোট ভাগে ভেঙ্গে নিয়ে কাজ করব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেমন ধরুন আমরা যেকোনো একটি রুমকে সাজাব। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন যেকোনো একপাশ থেকে শুরু করতেঃ Div আপনাকে ঠিক সেই সুবিধাটাই দিবে।

এটিকে চাইলে আপনি একটি অনেক বড় ফ্ল্যাট এর একটি রুম এর সাথেও তুলনা করতে পারেন। তবে এখানে আপনার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই রুম গুলোর দৈর্ঘ্য/প্রস্থও আপনি ঠিক করে দেবেন এবং এগুলোর কোনটা ফ্ল্যাটের কোনদিকে থাকবে, তাও আপনি ঠিক করে দেবেন।

৩.২ Div ব্যবহার করার সুবিধা

HTML markup এর ক্ষেত্রে Div হচ্ছে একটি যুগান্তকারী উপাদান। এর ফলে আমাদের কাজের কত যে সুবিধা হয়েছে, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ব-গিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করার জন্য লেখকের লেখা ''বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস'' ও ''অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস'' বই দুটি পড়ে নিতে পারেন।

DIV কে এক হিসেবে ওয়েব এর প্রাণ বলা যায়। কারণ এখন DIV ছাড়া HTML এ কোন কাজ হয় না। আগে এই ট্যাগটি না থাকায় TABLE দিয়ে কাজ করতে হত। আর TABLE ট্যাগটি সম্পূর্ণ পেজ এ ব্যবহার করতে হত। কোন নির্দিষ্ট একটি এলাকায় কাজ করা যেত না। সম্পূর্ণ পেজটিকে ROW এবং COLLUMN দিয়ে ভাগ করে কাজ করতে হত। আর এগুলোর আকার ঠিক রাখা ছিল আরও দুরূহ কাজ। কিভাবে আপনি একটি ওয়েবসাইটকে খুব সহজে সার্চ ইঞ্জিন বা সার্চ রেজাল্ট এর শীর্ষে নিয়ে আসবেন এবং সকলের নিকট আপনার সাইটটিকে কিভাবে পরিচিত করে তুলবেন তা ''সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' বইটি থেকে জানতে পারবেন।

কিন্তু এখন DIV থাকাতে আমাদের আর সেসব ঝামেলা পোহাতে হবে না। এখন আমরা DIV গুলোকে যেখানে চাই সেখানে দেখাতে পারব, যেকোনো আকার দিতে পারব। বাকি আরও যা যা সুবিধা আছে, তা তো আমরা সামনের অধ্যায়গুলোতে দেখতেই পাব।

৩.৩ DIV ও CSS এর সম্পর্ক

আমি যদি বলি পানির সাথে আমাদের জীবনের কি সম্পর্ক ? আপনারা অবশ্যই বলবেন পানি আমাদের জীবন। ঠিক তেমনি DIV এর জীবন হচ্ছে CSS। এই CSS বিনা DIV হচ্ছে প্রাণহীন এলাকা। CSS ছাড়া DIV ব্যবহার করা আর না করা সমান কথা। কারন DIV এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থেকে শুরু করে, এর রঙ, লেখার রঙ, কোথায় অবস্থান করবে, কার পাশে থাকবে, অন্য কোন স্টাইল হবে কিনা ইত্যাদি সবই বলে দিতে হবে CSS দিয়ে।

তাহলে এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন DIV এর সাথে CSS কত জরুরি।

www.boiRboi.info

অধ্যায় ০৪

HTML

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১ HTML কি

২ HTML ৫ এর বাজার চাহিদা

৩ HTML ফরম্যাট

৪ HTML ফাইল তৈরি করা

www.boo

৪.১ HTML কি ?

HTML এর সম্পুর্ণ রূপ হচ্ছে Hyper Text Markup Language. প্রত্যকটি প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার লেখার আলাদা আলাদা ভাষা রয়েছে। ঠিক তেমনি ওয়েব এর সবচেয়ে পরিচিত একটি ভাষা হচ্ছে HTML. এই ভাষা ব্যবহার করেই আমরা আমাদের সকল কাজ সম্পন্ন করব।

সকল প্রোগ্রামেই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা ক্রমানুসারে লিখতে হয়। কিন্তু এই Hyper এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার ক্রম বা Serial বজায় না রাখলেও সমস্যা হয় না। তাই এটি আমাদের জন্য বেশি সুবিধাজনক। আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুক সমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info।

৪.২ বাজার চাহিদা

যেহেতু HTML একটি Basic markup language বা সাধারন সনাক্তকরন/চিহ্নিতকরন ভাষা, তাই অন্য যেকোনো প্রকার ওয়েব সংশি-ষ্ট ভাষা (যেমনঃ CSS, php ইত্যাদি) শেখার আগে আপনাকে অবশ্যই HTML জানতে হবে। আর তাই HTML শেখার গুরুত্ব ব্যাপক। প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় এমনকি প্রতি মিনিটে বিভিন্ন ফ্রীল্যান্সিং সাইটে (যেমনঃ http://www.freelancer.com ইত্যাদি) হাজার হাজার কাজের অর্ডার পোস্ট হচ্ছে। আপনি যদি ঠিকঠাক ভাবে শুধু HTML এবং CSS এর কাজ শিখতে পারেন, তবে আপনি সহজেই যেকোনো ফ্রীল্যান্সিং সাইটে কাজ করতে পারেন। এ ধরনের উন্মুক্ত বাজারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আপনি আপনার সুবিধা মতো কাজ করতে পারবেন এবং আপনার কাজের উপযুক্ত দাম এবং স্বীকৃতি (Reasonable price and Recognition) পাবেন।

এছাড়া আপনি চাইলে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য আইটি কোম্পানি গুলোতেও অনেক ভাল সম্মানিতে কাজ করতে পারবেন।

আর নিজের একটি আইটি ফার্ম খোলার সুযোগ তো রয়েছেই।

৪.৩ HTML Format:

যেহেতু আমরা HTML file তৈরি করব, তাই ফাইল এর শুরুতে অবশ্যই HTML লিখতে হবে। আর সবসময় মনে রাখতে হবে যে, যেই tag শুরু করব, তা অবশ্যই শেষ করতে হবে। অর্থাৎ, শুধু <HTML> দিয়ে শুরু করলেই হবে না; একে </HTML> লিখে শেষ হয়েছে বোঝাতে হবে। কারন কম্পিউটারকে সবসময় বলে দিতে হবে যে, কোন কাজ কোথায় শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে। নতুবা সে বুঝতে পারবে না। আর এজন্যই প্রতিটি ট্যাগ জোড়া হিসেবে লিখতে হবে।

<tag> ….. </tag>

*এখানে কিছু ব্যাতিক্রমও রয়েছে। </br> , <img../>, <link…> P ইত্যাদি জোড়া হিসেবে লিখতে হয় না।

যেমনঃ আমরা কোন লেখাকে Bold (গাঢ়/মোটা) করে দেখাতে চাইলে যতটুকু লেখাকে Bold করতে চাই, তা বলতে হলে, যেখান থেকে লেখা Bold হওয়া শুরু হবে সেখানে লিখতে হবে এবং যেখানে শেষ হবে, সেখানে লিখতে হবে . বোঝার সুবিধার জন্য আমরা নিচের উদাহরণটি দেখি।

My name is Tanvir Ahmed

দেখুন, আমরা যতটুকু লেখাকে Bold করতে চেয়েছি, ততটুকু লেখাকে … ট্যাগ এর ভেতর রেখেছি। তাহলে এবার আমরা পরিপূর্ণ HTML ফাইল এর ফরম্যাটটি দেখি।

www.bookbd.info

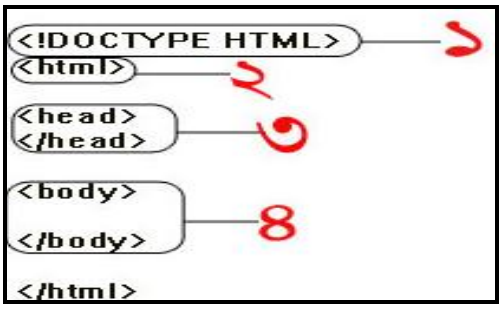

body ট্যাগ এর আগ পর্যন্ড় আমরা যতকিছুই লিখি না কেন, Browser তা দেখাবে না।

শুধুমাত্র Body ট্যাগ এর মধ্যস্থিত লেখাগুলোই Browser show করবে।

কিন্তু head ট্যাগ এর প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

১। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডকুমেন্ট টাইপ বলা হয়েছে।

২। এখানে ফাইল এর টাইপ বলা হয়েছে।

৩। এই ট্যাগ এর মধ্যে আমরা স্টাইল লিখব, CSS link করব, SEO করার জন্য এবং Redirect করার জন্য <meta> এবং Javascript link করব।

৪। এই ট্যাগ এর মধ্যে আমরা আমাদের Div ট্যাগগুলো লিখব।

অতএব আমরা HTML ফাইল এর একেবারে সাধারন অবস্থা (Basic format) দেখলাম। আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুকসমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info

৪.৪ HTML file তৈরি করা

এখন আমরা একটি HTML ফাইল তৈরি করব। এটি আমরা দুইভাবে করতে পারি।
১। Notepad বা Wordpad দিয়ে।

২। যেকোনো HTML editor (যা HTML ফাইল তৈরি এবং সম্পাদন এর কাজে ব্যবহার করা হয়) যেমন-Adobe Dreamweaver, NetBeans ইত্যাদি দিয়ে।

যেহেতু আমরা এখন মাত্র শুরু করছি, তাই আমরা কাজের সুবিধার জন্য Notepad দিয়ে কাজ করব।

• HTML ফাইল তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমে ডেস্কটপ এ গিয়ে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি। এরপর সেখানে একটি তালিকা (Menu) আসবে। সেখান থেকে New > Text Document নির্বাচন করি।

এরপর Desktop এ দেখতে পাব যে নতুন একটি Text Document তৈরি হয়ে গেছে

www.bookbd.info

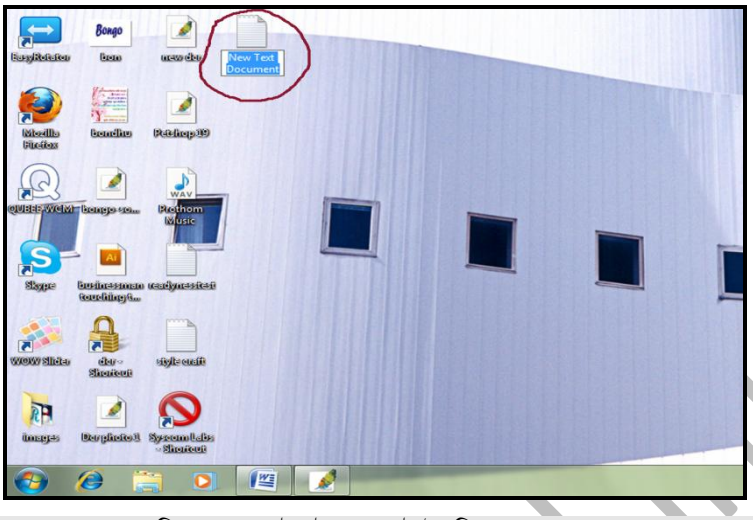

চিত্র ঃ নতুন টেক্সট ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে।

এখন double click করে text file টি খুলি। তারপর আমরা নিচের প্রোগ্রামটি লিখি।

```
<html>
<body>
Bangladesh is my homeland
</body>
</html>
```

যেহেতু, এখানে <head> এর কোন কাজ নেই, তাই আমরা এখানে <head> ব্যবহার করিনি।

প্রোগ্রাম লেখা শেষে এখন আমরা একে save করব। এজন্য আমরা বামপাশে উপরে File–এ ক্লিক করি। তারপর save as -এ ক্লিক করলে নিচের মতো একটি চিত্র আসবে।

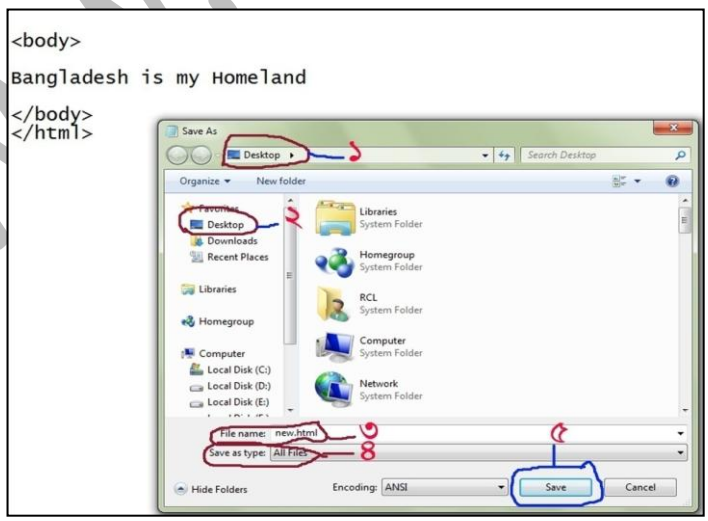

১। এটি হচ্ছে আমাদের ফাইল এর লোকেশন। অর্থাৎ ফাইলটি যেখানে Save হবে।

২। যদি আমরা ফাইল এর লোকেশন পরিবর্তন করতে চাই, তাহলে এখন থেকে নির্দিষ্ট (select) করে দিতে হবে। আমরা সুবিধার জন্য ডেস্কটপ এ রাখব।

৩। এখানে আমরা আমাদের ফাইল এর নাম লিখব new.html আর যেহেতু আমরা html নিয়ে কাজ করছি, তাই ফাইল এর শেষে (extension) .html অবশ্যই লিখতে হবে।

৪। এখানে আমরা Save as type হিসেবে All files রাখব।

৫। সব কাজ ঠিকঠাক হয়ে গেলে এখানে (Save) ক্লিক করলেই আমাদের কাঙ্খিত ফোল্ডার (Desktop) এ সেভ হয়ে যাবে।

এবার Desktop এ দেখতে পাব যে new.html নামে একটি নতুন ফাইল তৈরি হয়ে গেছে। এখন মাউস পয়েন্টার সেই ফাইলটির উপর রেখে ডবল ক্লিক করলে এটি ব্রাউজার এ চালু হবে। সহজ ও স্বল্প সময়ে প্রোগ্রাম লিখার জন্য লেখকের ''ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

লেখাটি Chromeব্রাউজারে এমন দেখাবে ঃ

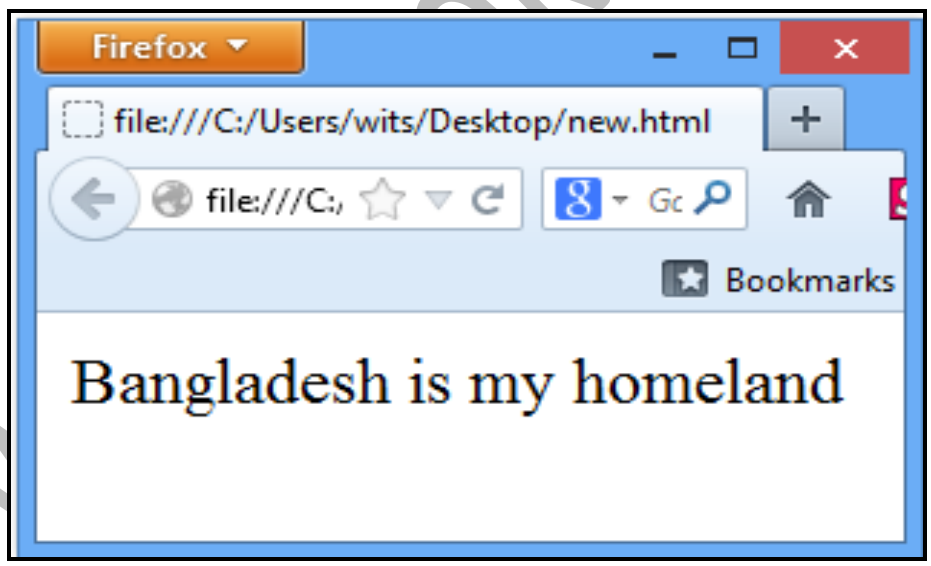

৪.৫ ঃ Adobe Dreamweaver CS6

ওয়েব ডেভেলপারদের জন্য Adobe Dreamweaver হচ্ছে একটি অসাধারন টেক্সট এডিটর। এককথায় এটি ব্যবহার করলে আমাদের আর অন্য কোন এডিটর ব্যবহার করতে মন চাইবে না। কারন এই একটি সফটওয়্যার দিয়ে Web Development জগতের মোটামুটি সব ধরনের Language-ই এডিট করা যায়। আর এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এর code hinting সুবিধা। অর্থাৎ যখন আপনি <html> লিখতে চাইবেন, তখন মাত্র <ht লিখলেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে

আমাদের কার্সরের সাথে <html> লেখা নিয়ে আসবে। তখন যদি আমরা কী-বোর্ডে Enter চাপি, তাহলে সেই <html> লেখাটি চলে আসবে। এতে করে আমাদের কোড লেখার গতি আরও বেড়ে যাবে।

তবে প্রতিটি সফটওয়্যার বা গেম ইন্সটল এর জন্য যেমন কিছু হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন এর প্রয়োজন হয়, তেমনি এরও কিছু চাহিদা রয়েছে। তো দেখে নেই এইচমৎকার সফটওয়্যারটি ইন্সটল করার জন্য আমাদের কম্পিউটারে কি ধরনের মোটামোটি হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন থাকতে হবে।

Windows

- Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor
- Microsoft® Windows ® XP with Service Pack 3 or Windows 7 with Service Pack 1. Adobe® Creative Suite® 5.5 and CS6 applications also support Windows 8. Refer to the CS6 FAQ for more information about Windows 8 support.*
- 512MB of RAM
- 1GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
- 1280x800 display with 16-bit video card
- Java™ Runtime Environment 1.6 (included)
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7.6.6 software required for HTML5 media playback (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

Mac OS

- Multicore Intel processor
- Mac OS X v10.6.8 or v10.7. Adobe Creative Suite 5, CS5.5, and CS6 applications support Mac OS X Mountain Lion (v10.8) when installed on Intel based systems.**
- 512MB of RAM
- 1.8GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on a volume that uses a case-sensitive file system or on removable flash storage devices)
- 1280x800 display with 16-bit video card
- Java Runtime Environment 1.6
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7.6.6 software required for HTML5 media playback (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

www.bookbd.info

Adobe Dreamweaver CS6 install করার জন্য প্রথমে সিডিতে থাকা Adobe Dreamweaver CS6 ফোল্ডারটি খুলি।

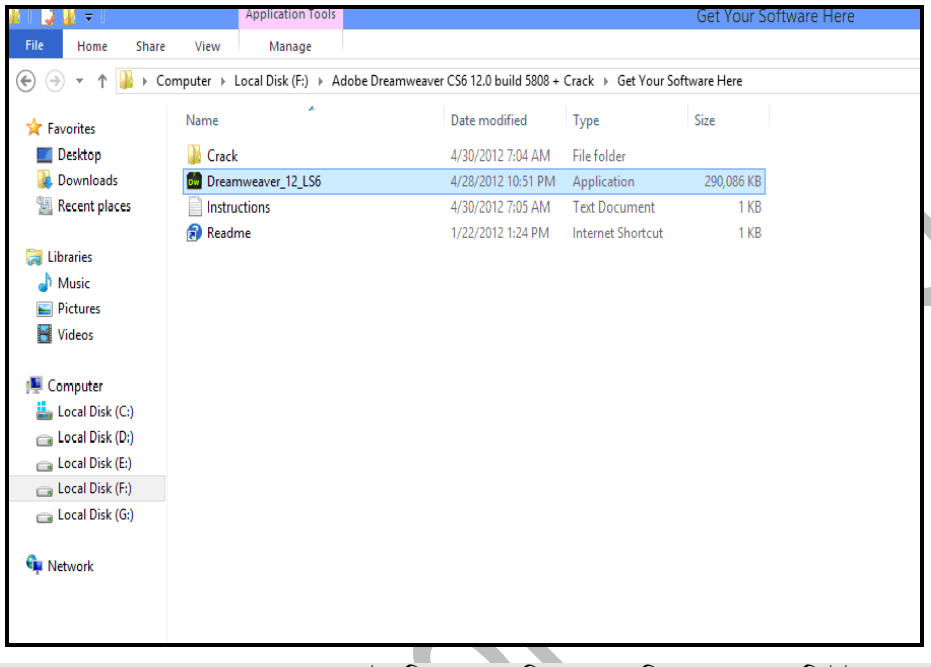

এর ভেতরে থাকা Dreamweaver লেখা ফাইলটিতে ডাবল ক্লিক করলে নিচের মতো একটি উইন্ডো আসবে।

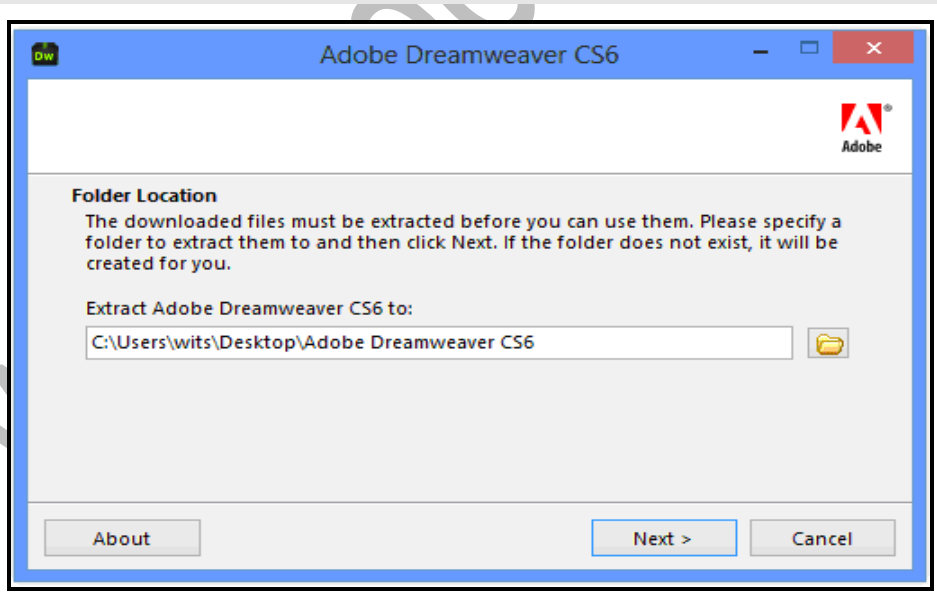

এখানে ফাইলটিকে আনজিপ করে নিতে বলবে। এজন্য একটি ফোল্ডারের লোকেশন বলে দিতে হবে, যেখানে ফাইল গুলো জমা হবে। এখানে আমরা আপাতত ডেস্কটপ ফোল্ডারটি দেখিয়ে দিয়েছি। ফাইল এর লোকেশন দেখানোর পর Next এ ক্লিক করলে এটি আনজিপ হওয়া শুর" করবে। এরপর এটি আনজিপ হয়ে গেলে আমরা যে ফোল্ডারের কথা

বলেছিলাম, সে ফোল্ডারে গেলে setup.exe নামে একটি ফাইল পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটে অধিক পরিমাণে ভিজিটর নিয়ে আসার জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হয়। আর এক্ষেত্রে লেখকের লেখা ''সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' ও ''অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' বই দুটি আপনাকে সাহায্য করবে।

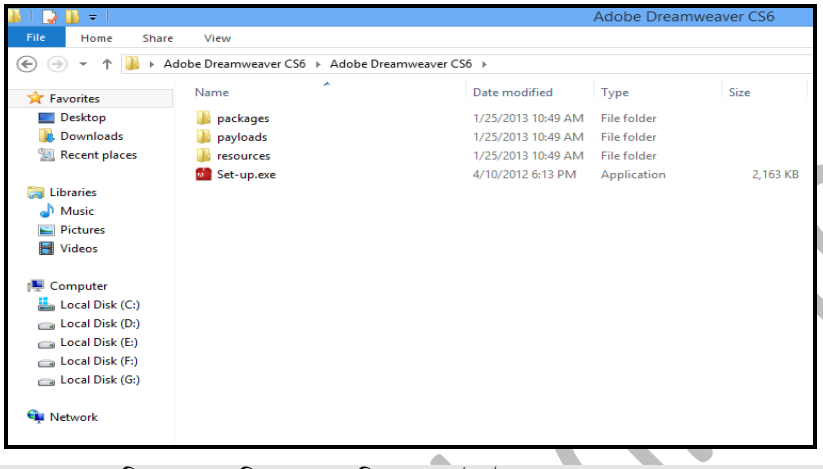

সেটিতে ডাবল ক্লিক করলে নিচের মত ইন্সটল হওয়া শুর করবে।

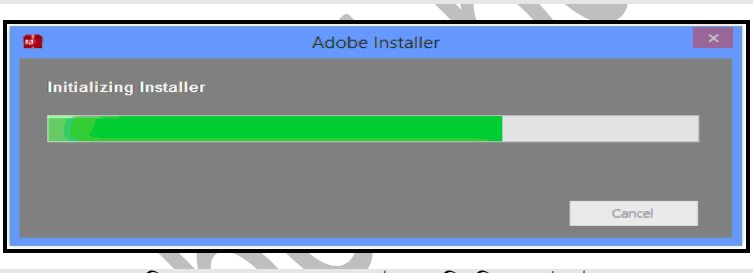

তারপর জিজ্ঞেস করবে, আমরা এটাকে কি হিসেবে ইন্সটল করব।

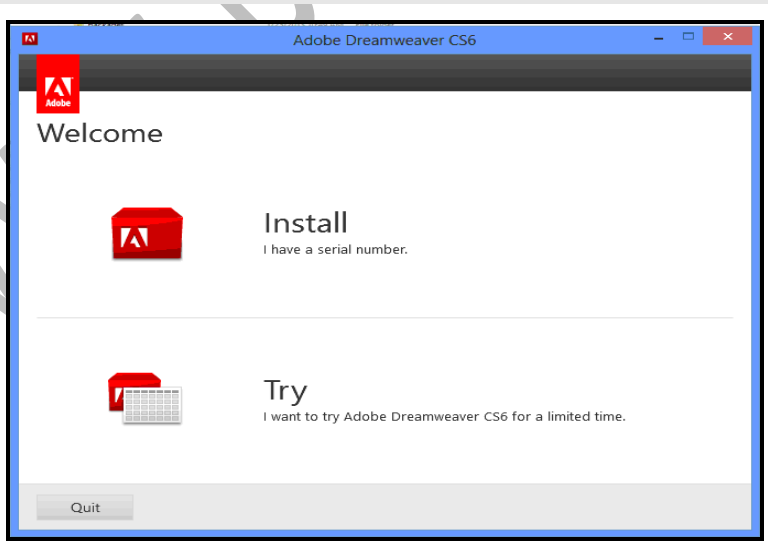

যদি এটি আমাদের কেনা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা এটিকে সরাসরি ইন্সটল করব। আর ইন্সটল এ ক্লিক করলেই সে একটি নির্দিষ্ট সিরিয়াল নম্বর চাইবে। সিরিয়াল নম্বরটি ঠিকঠাক দিলেই সফটওয়্যারটি ইন্সটল হওয়া শুর করবে।

আর যদি আমাদের কাছে কোন সিরিয়াল নাম্বার না থাকে, তাহলে আমরা Try লেখার উপর ক্লিক করব। তারপর নিচের মতো একটি সম্মতি পত্র (License Agreement) আসবে এখানে Accept এ ক্লিক করতে হবে। সহজ ও স্বল্প সময়ে প্রোগ্রাম লিখার জন্য লেখকের ''ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

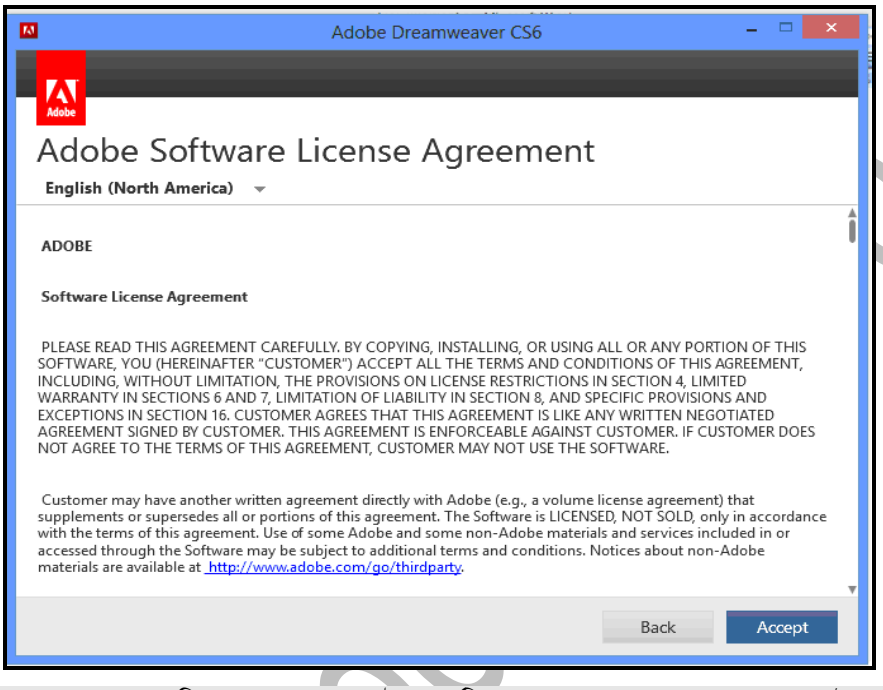

এরপর আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে সফটওয়্যারটিকে আমরা কোথায় সংরক্ষন করতে চাই।

www.boi

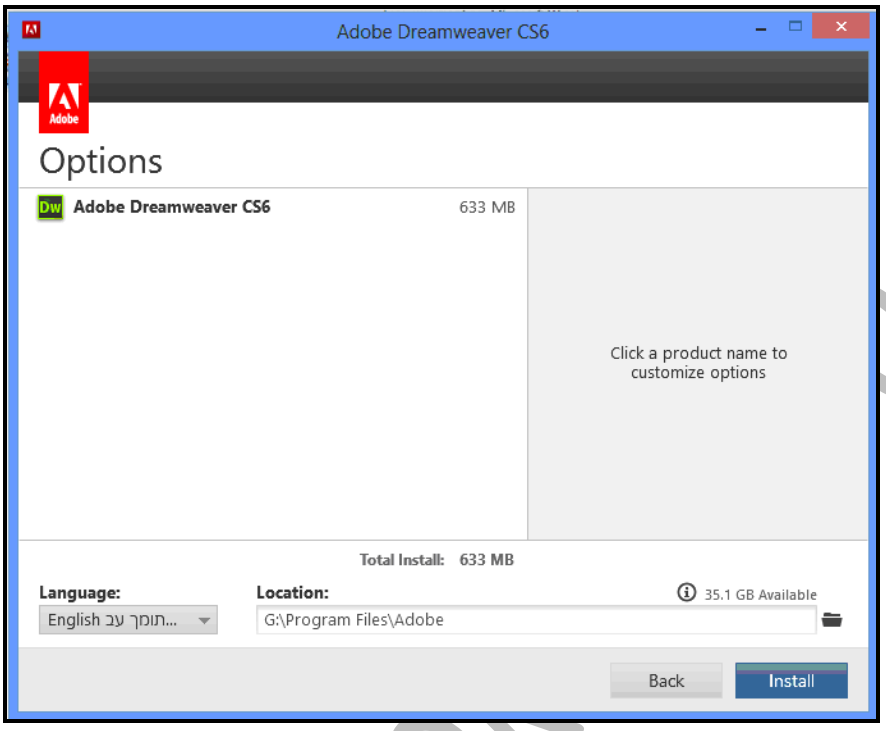

এটি সাধারনত C:/ ড্রাইভের Program Files এর মধ্যে ইন্সটল করা হয়ে থাকে; তবে আপনি চাইলে অন্য যেকোনো ড্রাইভে ইন্সটল করতে পারেন।

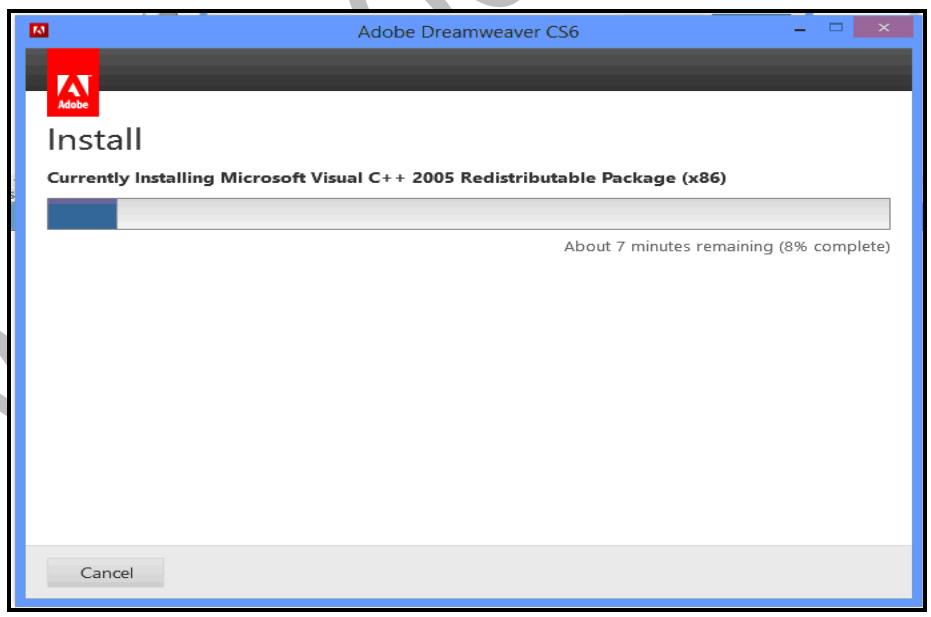

এরপর আমাদের সফটওয়্যারটি ইন্সটল হওয়া শুর" হবে এবং উপরের মত অগ্রগতি সূচক (Progress Bar) দেখাবে। যখন এটি চলতে থাকবে তখন ইন্সটল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে আর কত সময় বাকি আছে, তা প্রদর্শন করবে। এটি অনেক

সময় ১০ মিনিট বললেও বেশিরভাগ সময় ৫-৬ মিনিটেরও কম সময়ে ইন্সটল হয়ে যায়। Installation প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে নিচের মতো একটি উইন্ডো আসবে। আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুকসমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info।

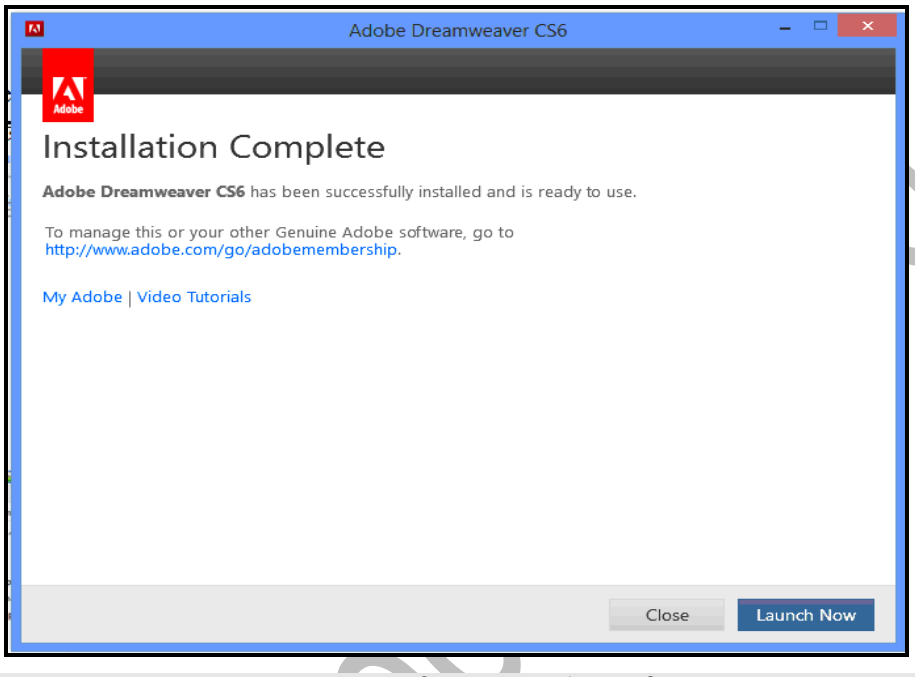

এখান থেকে Launch Now এ ক্লিক করলে সফটওয়্যারটি চালু হয়ে যাবে।

কিন্তু আমরা যেহেতু এটি Trial বা পরীক্ষামূলক ভাবে ইন্সটল করেছি, তাই এটি আমাকে একটি সতর্কবার্তা দেখাবে যে ইন্সটল করার দিন হতে আমি এর পরের ৩০ দিন পর্যন্ড় সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারব। সহজ ও স্বল্প সময়ে প্রোগ্রাম লিখার জন্য লেখকের ''ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

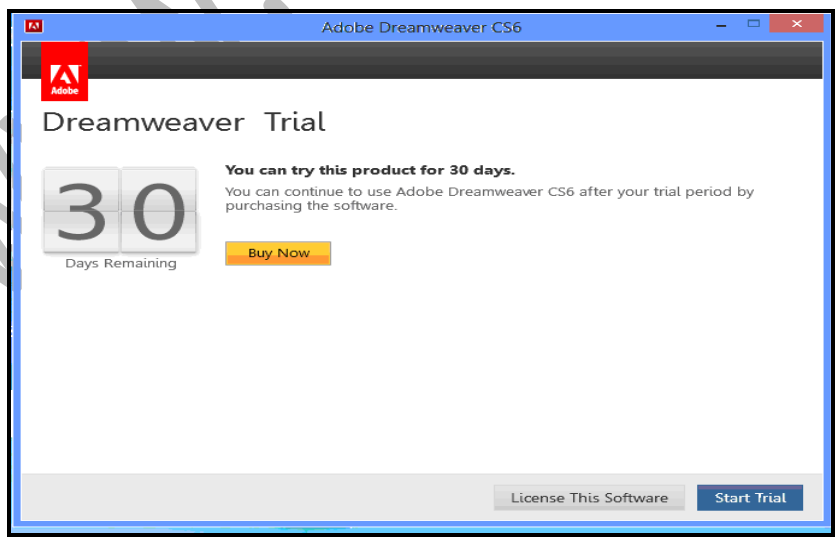

এখান থেকে Start Trial এ ক্লিক করতে হবে। তারপর আবার একটি উইন্ডো আসবে, যেখানে জানতে চাওয়া হবে যে আমরা কি কি ধরনের কোড এডিটর হিসেবে সফটওয়্যারটিকে ব্যবহার করব এবং এই সফটওয়্যারটি কোন কোন এক্সটেনশন যুক্ত ফাইল এর এডিটর হিসেবে কাজ করবে।।

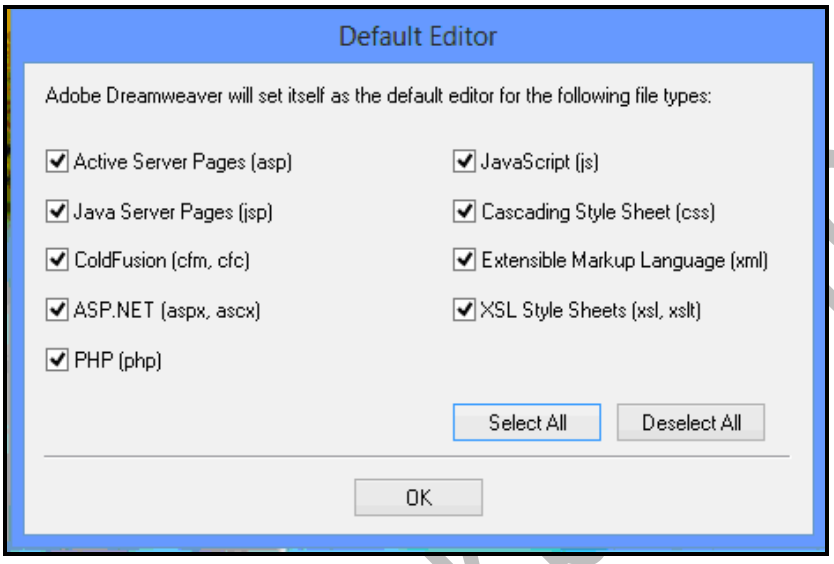

আমাদের সুবিধার জন্য আমরা সবগুলোও বাছাই করতে পারি, অথবা চাইলে আমাদের ইচ্ছামতো যে কয়টি প্রয়োজন নির্বাচন করে দিতে পারি। তবে এটি আমাকে সবসময় জিজ্ঞেস করবে না। শুধু মাত্র প্রথমবার যখন চালু হবে, তখন-ই একবার জিজ্ঞেস করবে। আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুকসমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info।

এখান থেকে Select All এ ক্লিক করে ok ক্লিক করি। তাহলেই আমাদের এ পর্যন্ড় installation প্রক্রিয়া সমাপ্ত।

এরপর Dreamweaver CS6 চালু হয়ে যাবে। এবং Welcome Screen প্রদর্শিত হবে।

www.bookbd.info

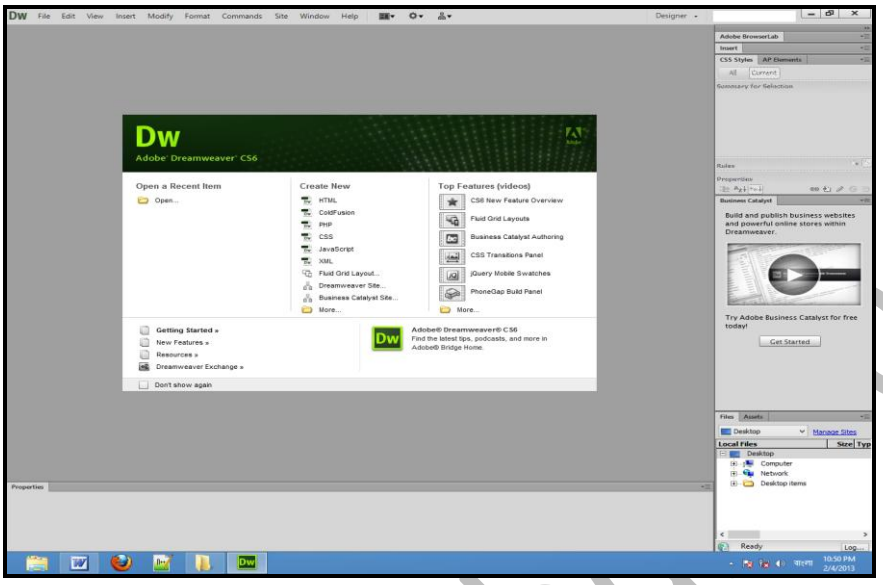

এটি প্রতিবার সফটওয়্যারটি চালু হওয়ার সময় প্রদর্শিত হবে। তবে আপনার কাছে যদি বিরক্তিকর মনে হয় তাহলে এটিকে বন্ধ করেও রাখতে পারবেন।

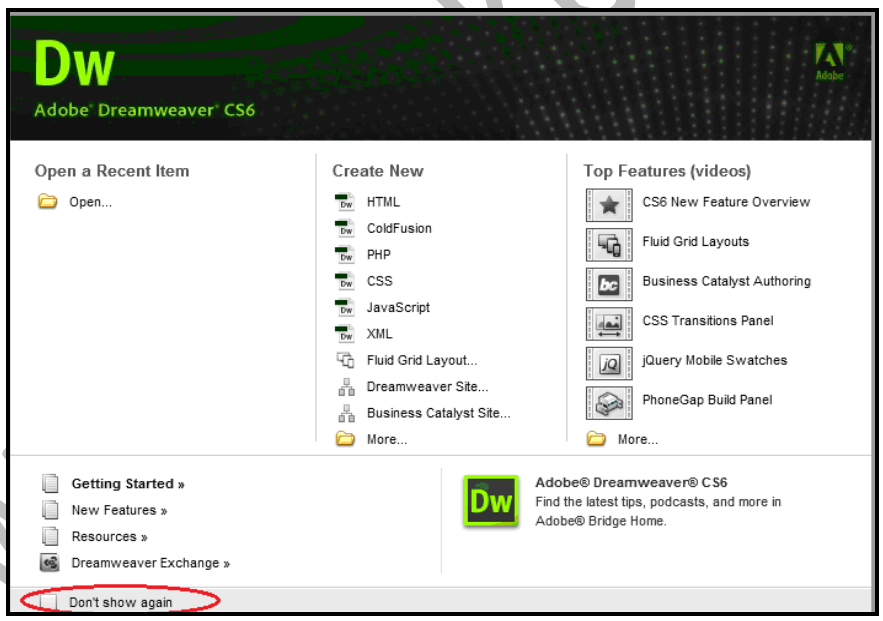

বন্ধ করে রাখার জন্য Welcome Screen টির বাম কোনায় লক্ষ্য করুন, Don't Show Again নামে একটি চেকবক্স রয়েছে। এটিতে একবার টিক দিয়ে দিলে কখনো আর দেখাবে না। তবে আমরা চাইলে এই Welcome Screen টিকে Window থেকে ফেরত আনতে পারব।

৪.৬ ঃ Web Browser

Opera download করা যাবে তাদের অফিসিয়াল সাইট http://www.opera.com থেকে। ব-গিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করার জন্য লেখকের লেখা ''বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস'' ও ''অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস'' বই দুটি পড়ে নিতে পারেন।

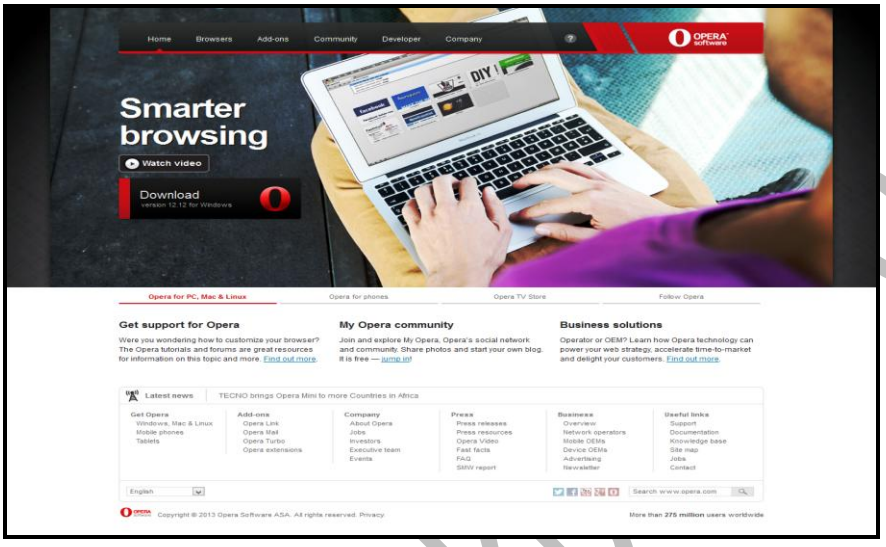

এটি ডাউনলোড করার জন্য সাইটটির মেন্যু বারে অবস্থিত Browsers মেনুর উপর মাউস পয়েন্টার রাখলে একটি ড্রপডাউন মেন্যু আসবে। এবং এই মেন্যুটির শেষেই লেখা রয়েছে Download Opera

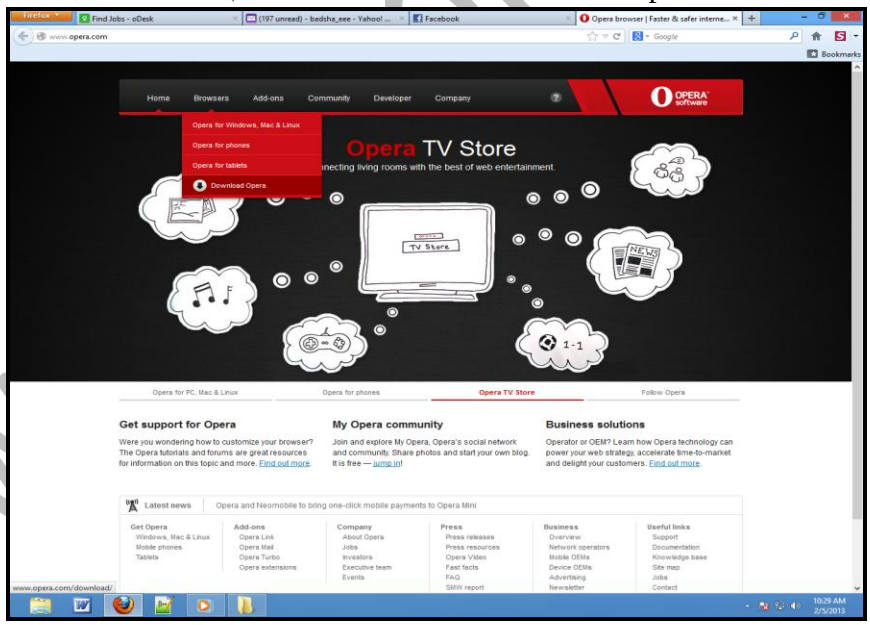

এখানে ক্লিক করলে নতুন একটি পাতা লোড হওয়া শুর" করবে। এখানে দুটি অপশন পাওয়া যাবে। প্রথমটি কম্পিউটারের জন্য এবং দ্বিতীয়টি মোবাইল ডিভাইসের জন্য। এখান থেকে Opera for PC, Mac & Linux এ ক্লিক করলে ব্রাউজারটির executable file (.exe) ডাউনলোড হওয়া শুর" হবে।

আমরা সবচেয়ে বেশি যে ব্রাউজারটি ব্যবহার করে থাকি, তার মধ্যে ফায়ারফক্স অন্যতম। তবে এটি যে মোজিলা ফাউন্ডেশনের তৈরি তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। এটি ডাউনলোড করা যাবে মোজিলার অফিসিয়াল সাইট http://mozilla.org থেকে।

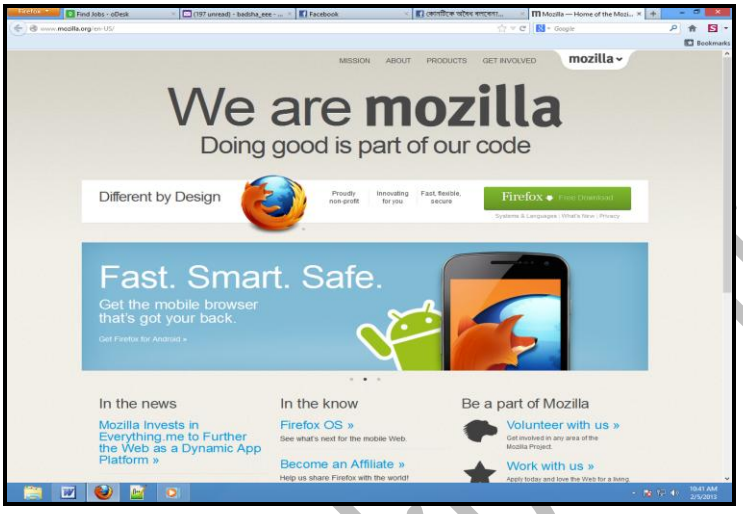

সাইটটিতে ঢুকলেই ডান পাশে ফায়ারফক্স ব্রাউজার ডাউনলোড করার বাটন পাওয়া যাবে। এখানে ক্লিক করলেই ডাউনলোড হওয়া শুর" হবে। এর সাথে সাথে নতুন আরেকটি পাতা আসবে, যেখানে তাদের নতুন নতুন পণ্য ও উন্নয়ন সম্পর্কে জানার জন্য আপনার মেইল ঠিকানা চাইবে। তবে এটি ঐচ্ছিক (optional) আপনি চাইলে দিতেও পারেন। নাও দিতে পারেন। কোন প্রকার প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই এখন বিভিন্ন সিএমএস এর মাধ্যমে যেকোন ধরণের ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। এসকল সিএমএস এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল জুমলা। আর জুমলা ব্যবহার করে সহজেই ওয়েবসাইট তৈরি করতে লেখকের ''বিগীনিং জুমলা'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

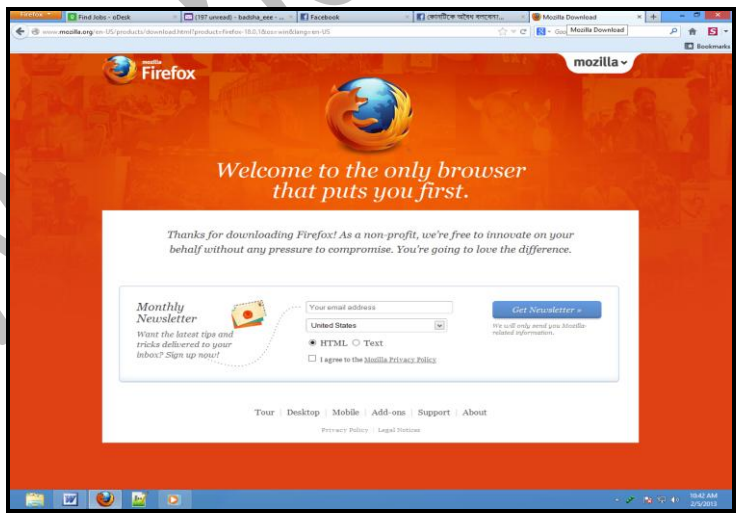

ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করেন অথচ "গুগল ক্রোম" ব্যবহার করেন না এমন মানুষ খুব কম-ই পাওয়া যাবে। আমি নিজেও ব্যাক্তিগত ভাবে এটির ডেভেলপার টুলস এর জন্য পছন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এটি ডাউনলোড করা যাবে http://google.com/chrome এই ঠিকানা থেকে। মোঃ মিজানুর রহমান এর ''বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস"। এই বইটির

মাধ্যমে আপনি নিজে নিজে কোন প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই কিভাবে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেসের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইট বা ব-গ তৈরি করতে পারবেন সে সম্পর্কে লেখা হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি বিষয় সহজ ও সাবলীল ভাষায় ছবির সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।

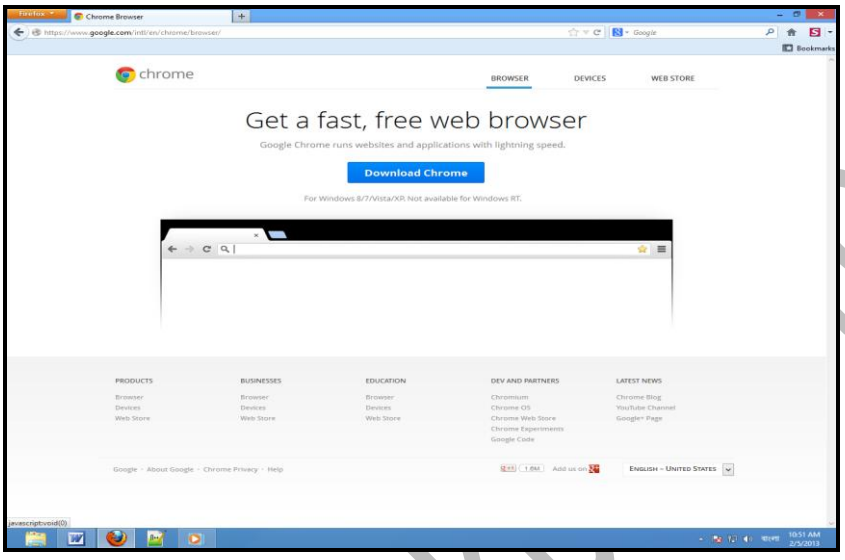

এখানে ঢুকলে ঠিক মাঝখানে ডাউনলোড করার জন্য একটি নীল বোতাম দেখা যাবে। এখানে ক্লিক করলে একটি পপ-আপ বক্সে সম্মতি পত্র প্রদর্শিত হবে।

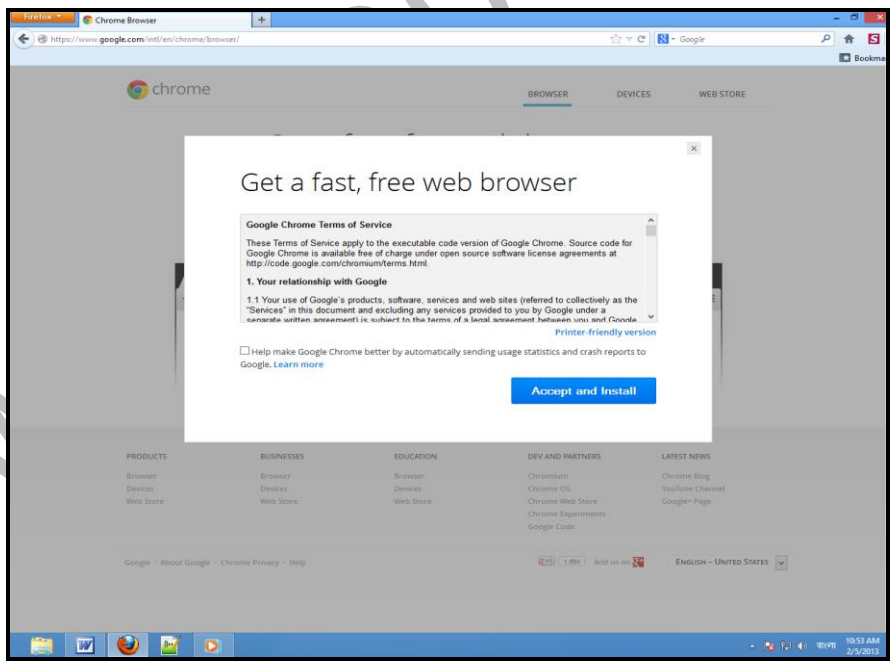

এখান থেকে Accept and Install এ ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর একটি executable file install হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করবে।

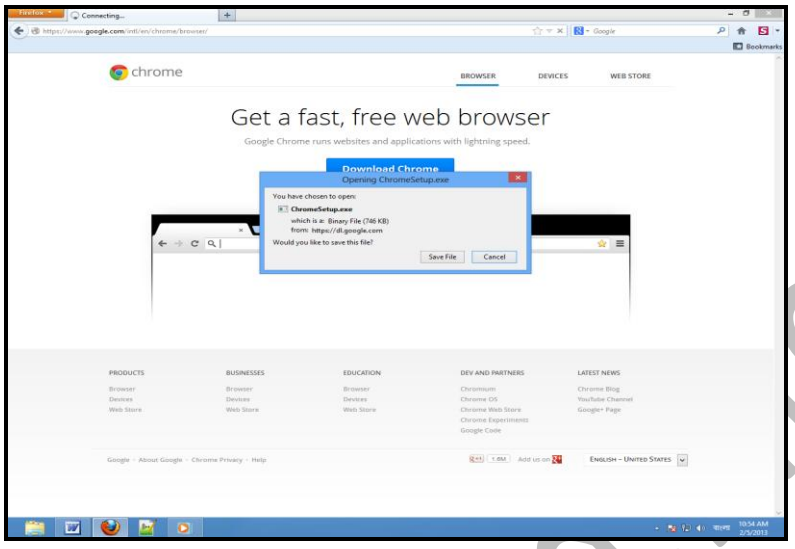

কিন্তু এটি সরাসরি ব্রাউজারের ইন্সটলেসন ফাইল নয়। এটি আলাদা একটি ইন্সটলার। অর্থাৎ এটিকে আমরা যখন চালু করব, তখন এটি Google Chrome ব্রাউজার ডাউনলোড শুর" করবে এবং পরবর্তীতে ইন্সটল করবে।

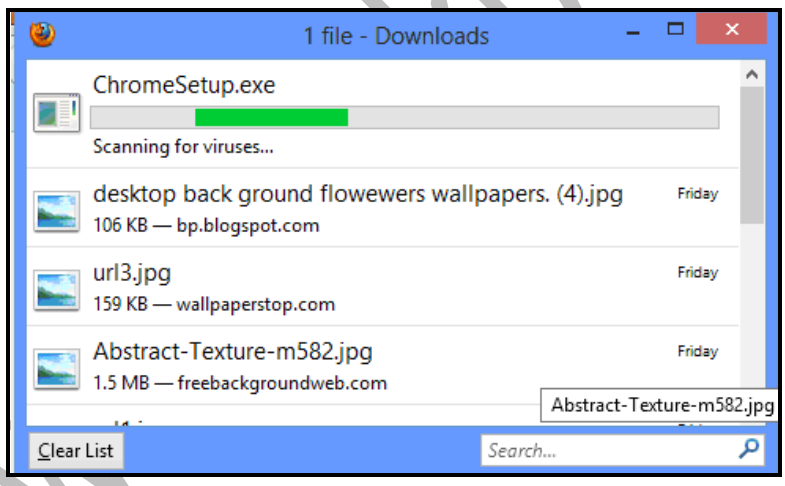

তাই ডাউনলোড শেষ হয়ে গেলে আমরা ইন্সটলারটিকে ডাবল ক্লিক করে চালু করলেই এটি ব্রাউজার ডাউনলোড শুর" করে দিবে।

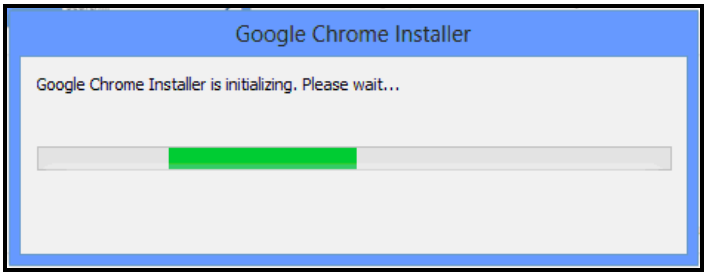

যখন এটি ডাউনলোড হতে থাকবে তখন নিজের মতো বাকি থাকা সময় প্রদর্শন করবে।

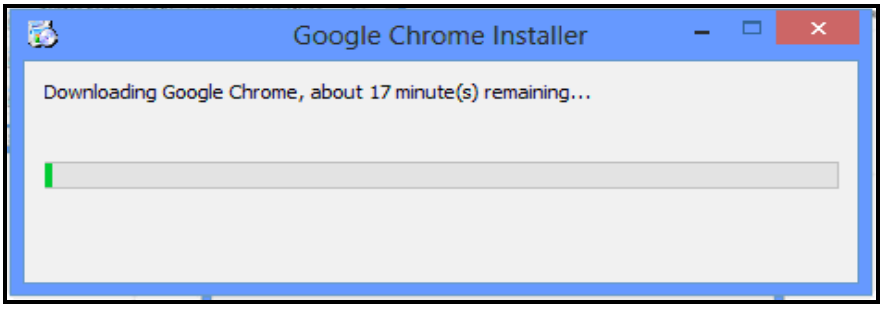

ডাউনলোড শেষে নিচের মত একটি উইন্ডো খুলবে। এখান থেকে Next এ ক্লিক করতে হবে।

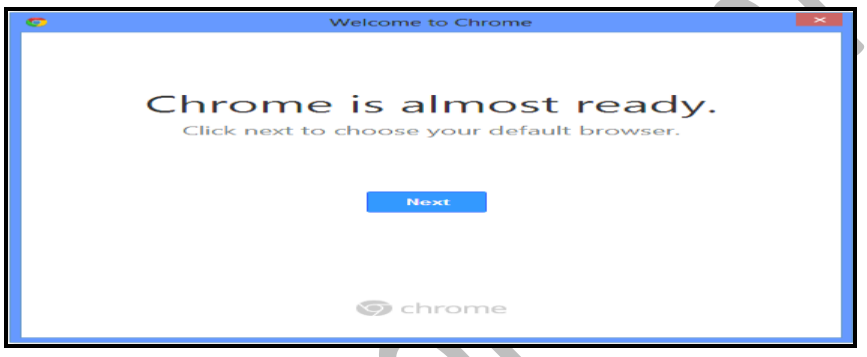

Next এ ক্লিক করলেই ব্রাউজার চালু হয়ে যাবে।

অন্যান্য ব্রাউজারের মত Google Chrome I Syncronizing ও ব্যাকআপ সুবিধা দিয়ে থাকে। syncrnize and backup হচ্ছে এমন একটি সুবিধা, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সকল Bookmark, History I Settings me জায়গায় সব T.N.R পাব। তবে এই সুবিধার পূর্বশর্ত হচ্ছে sign in করতে হবে। Signed In থাকা অবস্থায় আপনার সকল তথ্য Google Chrome Server-এ সংরক্ষিত হতে থাকবে। এবং আপনি আবার যখন অন্য কোন উরাাইস থেকে লগ ইন করবেন, তখন আপনার সকল তথ্য সেই ডিভাইসে চলে আসবে।

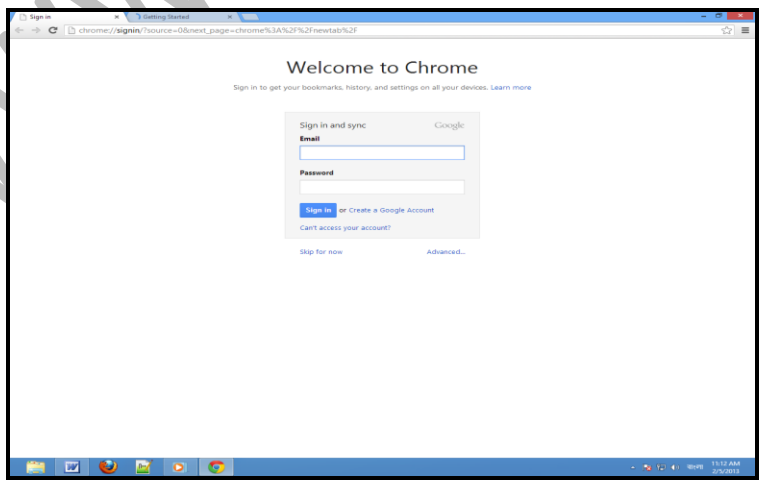

- বিগীনিং জুমলা
- অ্যাডভান্সড জুমলা
- প্রফেশনাল জুমলা
- জুমলা টেম্পলেট মেকিং
- বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস
- অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস
- প্রফেশনাল ওয়ার্ডপ্রেস
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-১
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২
- ই-কমার্স অ্যান্ড জুমলা! ভার্চুমার্ট
- ই-কমার্স
- ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- প্রফেশনাল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- ফরেক্স ট্রেডিং
- ই-মার্কেটিং
- এইচ টি এম এল-৫
- অ্যাডভান্সড এইচটিএমএল
- পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অ্যাডভান্সড পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অবজেক্ট অরিয়েন্টেড পি.এইচ.পি
- ডেটাবেস মাই এসকিউএল
- সি প্রোগ্রামিং
- জাভা প্রোগ্রামিং
- জাভাস্ক্রিপ্ট
- জুমলা! টেমপে- ট মেকিং
- অ্যাডভান্সড ফটোশপ
- অ্যাডভান্সড ইলাস্ট্রেটর
- প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন
- প্রফেশনার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং
- ওডেস্ক এবং আউটসোর্সিং
- অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

www.bookbd.info

অধ্যায় ০৫

কিছু অতি প্রয়োজনীয় HTML TAGS

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো :

১ HTML এর অতি প্রয়োজনীয় ট্যাগ সমূহ

২ শুধু মাত্র HTML ব্যবহার করে একটি পূর্নাঙ্গ ওয়েব পেজ তৈরি

৩ HTML এ ছবির ব্যাবহার করা

৪ ভিডিও, গান এবং অ্যানিমেশনের ব্যবহার করা

www.boo

৫.১ ঃ রচনা/নিবন্ধ (Article) লেখা ঃ

এ পর্যায়ে আমরা শিখব কিভাবে HTML–এ একটি আর্টিকেল লিখতে হয়। আমরা স্কুল এবং কলেজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রচনা লিখেছি। বিভিন্ন ওয়েব সাইটেও এখন বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ বা Blog রয়েছে যা আমাদের নানা প্রকার তথ্য দিয়ে থাকে। রচনা লেখার জন্য আমাদের যেসব ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে তা হল-

- h1-h6

এটি রচনার শিরোনাম বা Heading লিখতে ব্যবহার করা হয়। h1 হচ্ছে সবচেয়ে বড় (large font) ও মোটা (Bold) লেখার জন্য। h2 হচ্ছে h1 এর চেয়ে একটু ছোট, h3 আরেকটু ছোট; এভাবে h6 পর্যন্ড় পর্যায়ক্রমে ছোট লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

এটি লেখার নিয়ম হচ্ছে <h1> ... </h1>

- p

এটি দিয়ে একটি প্যারা আলাদা করা হয়। এটি লেখার নিয়ম </P>.....<P>

- br

HTML এ আমরা যতবারই space দেই না কেন, ব্রাউজার শুধুমাত্র একটি space-ই count করবে (একাধিক Space এর প্রয়োজন হলে   লিখতে হবে)। ঠিক তেমনি আমরা যতবারই Enter চাপি না কেন, ব্রাউজার একটিও count করবে না। তাই এক লাইন এর লেখা শেষ করে অন্য লাইন এ যাওয়ার জন্য
 ব্যবহার করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে আমরা যখন একটি ট্যাগ শেষ করে নতুন আরেকটি ট্যাগ শুর" করি তখন ব্রাউজার নিজে থেকেই একটি line break (আপনা আপনি পরের লাইন এ চলে যাওয়া) দিয়ে নেয়। আর যদি কখনো একাধিক লাইন ব্রেক এর প্রয়োজন পড়ে, তবে আমরা একাধিকবার
 ব্যবহার করতে পারব।

* অন্য ট্যাগ জোড়ায় জোড়ায় লিখতে হলেও এটি একবারই লিখতে হয়।

ব্যাস! হয়ে গেল আপনার HTML শেখা! এতটুকু পারলেই আপনি সফলভাবে একটি অনুচ্ছেদ (Article) রচনা করতে পারবেন।

তাহলে চলুন আমরা জলদি একটি Article লিখে ফেলি।

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
        <body>
        <h1> My country </h1>
                <h4>Basic Things About My Country</h4>
        <p> The name of our country is Peoples Republic Of Bangladesh. It is populated
with 160 million people. It is a riverine country.
        </p>
        <h4>Freedom:</h4>
                <p> Bangladesh got independence in 1971 from Pakistan. About 3 million
people died in that war of freedom.
                </p>
</body>
</html>
```

www.boiRboi.info

CD S.MJ first_doc.html

এখন আগের নিয়ম অনুযায়ী সেভ করে ব্রাউজারে Open করি। এটি দেখতে এরকম হবে -

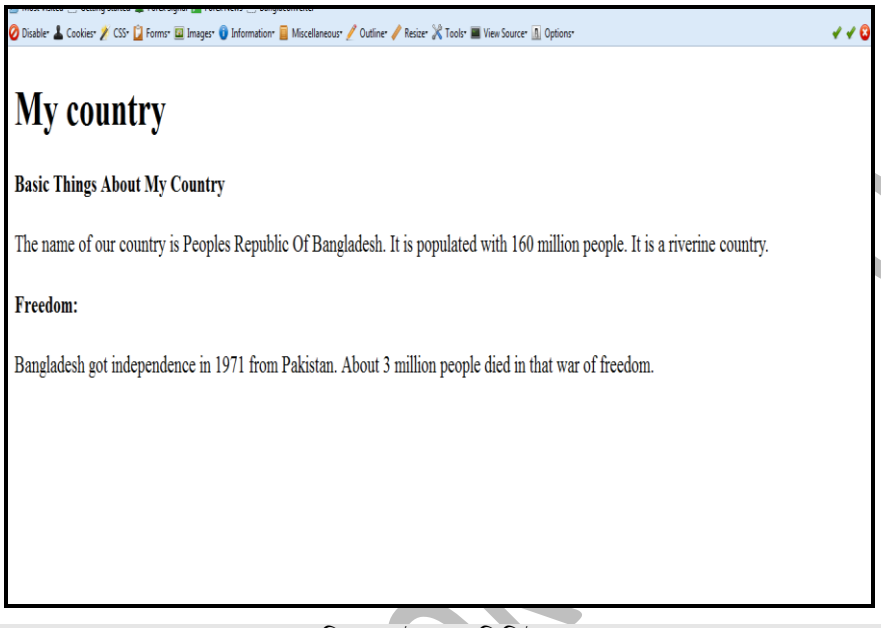

চিত্রঃ ব্রাউজারে প্রিভিউ।

তাহলে আমরা এখন যেকোনো প্রকার অনুচ্ছেদ দিয়ে HTML ফাইল তৈরি করতে পারব।

৫.২ ঃ ছবি ব্যবহার ঃ

একটু আগে তো আমরা নতুন ফাইল তৈরি করা এবং তাতে কোন কিছু বড়/ছোট করে লেখা শিখলাম। কিন্তু এভাবে লিখলে তো আর আমাদের ওয়েব সাইট তৈরি হয়ে যাবে না। আমাদেরকে লেখার সাথে বিভিন্ন প্রকার ছবি, ভিডিও, গান ইত্যাদি সাইট এ দিতে হবে। ব-গিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করার জন্য লেখকের লেখা ‘‘বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস’’ ও ‘‘অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস’’ বই দুটি পড়ে নিতে পারেন।

তাহলে প্রথমে দেখি, কিভাবে ছবি ব্যবহার করব।

HTML-এ ছবি ব্যবহার করতে হলে লিখতে হয় <img> অর্থাৎ image এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এখন আমরা i1.jpg নামে একটি ছবি আমাদের HTML ফাইল এ ব্যবহার করব। এটি CD’র Images ফোল্ডারে দেওয়া আছে। এখানে আপনি চাইলে আপনার কম্পিউটার এ থাকা অন্য যেকোনো ছবি ব্যবহার করতে পারেন। এটি একটি একক ট্যাগ বিধায় একেও জোড়া হিসেবে লিখতে হবেনা।

```
<html>
        <body>
                <h1> Tanvirs Party</h1>
   <img src="image/i1.jpg" width="960" height="640">
</body>
</html>
```

CD S.MJ display_img.html

লেখা হয়ে গেলে যথারীতি save করে ব্রাউজারে চালু করি। এটি দেখতে এরকম হবে।

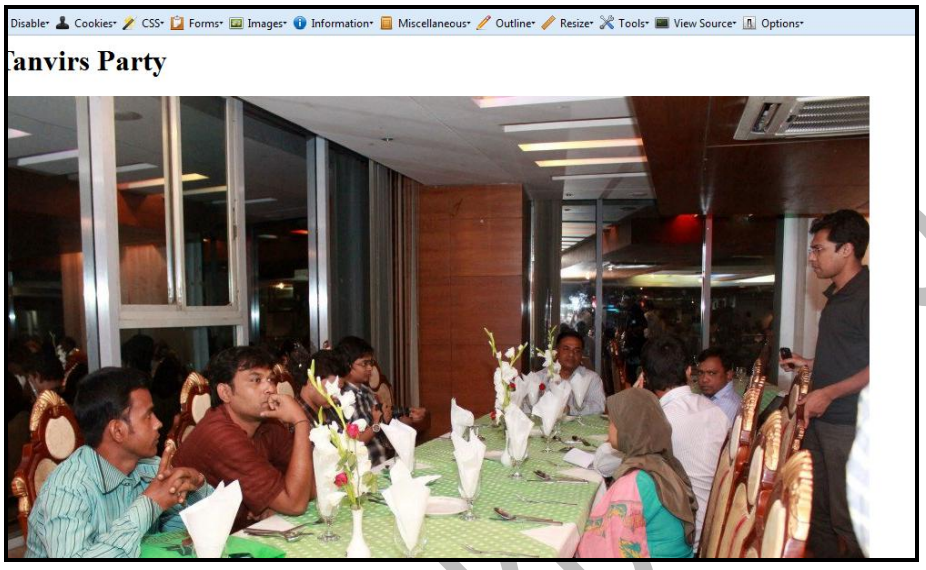

যেহেতু আমরা <img/> ট্যাগ এর মধ্যে এর উৎস (Source) ব্যাতিত অন্য কিছু লিখি নাই, তাই ছবি তার নিজস্ব (default) আকারে প্রদর্শিত হবে। যদি আমরা এর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পরিবর্তন করতে চাই, তাহলে ট্যাগ এর মধ্যে অতিরিক্ত যা লিখতে হবে তা নিম্নরূপঃ

<img src=" image/i1.jpg "width="960" height="640">

এখানে দৈর্ঘ্যের জন্য height এবং প্রস্থের জন্য width এর মান পরিবর্তন করে দিলেই আমরা কাঙ্খিত আকার পাব।

এখানে আমরা এই মানগুলো দুইভাবে লিখতে পারি। যেমন-

Height="200px" S.MJ height="40%"

*এখানে px অর্থ হচ্ছে pixels এবং যখন আমরা % ব্যবহার করব, তখন ছবিটি তার জায়গা অনুসারে (যেমন-div, table) স্থান দখল করবে।

৫.৩ ঃ ভিডিও, গান অথবা অন্য যেকোনো ফাইল ব্যবহার ঃ

ছবি বাদে অন্য যেকোনো প্রকার ফাইল; যেমন- audio, video, Java applets, ActiveX, PDF, and Flash ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য আমাদের <object> ... </object> ট্যাগটি ব্যবহার করতে হবে। এখানে ভিডিও, অ্যানিমেশন ও swf এর ক্ষেত্রে আমরা আগের মতো height এবং width ব্যবহার করতে পারব। আর এটি লেখার নিয়ম হচ্ছে ঃ

<object data="Aji jhoro jhoro.mp3">

</object>

<object data="running_horse.mpeg4" height="300" width-"500"> </object>

এবার আমরা সাধারন জিনিসগুলো শিখে নিলাম। এখন আমরা যা যা শিখলাম, তা দিয়ে একটি সম্পুর্ণ ফাইল তৈরি করব।

<!doctype html>

<html>

```
<body>
        <h1>Cox's Bazar</h1>
<h5> The Biggest Shore On the Earth</h5>
    <img src="Images/cox_bazar.jpg" height="250" width="1048"/>
<h3> Location </h3>
<p> Cox's Bazar is situated in the Chittagong district on Bangladesh. When a traveller comes to visit Bangladesh, it is a place they must see. Cox's Bazar (Bengali: কক্সবাজার) is a town, a fishing port and district headquarters in Bangladesh. It is known for its wide sandy beach which is the world's longest natural sandy sea beach.[2][3][4] It is an unbroken 125 km sandy sea beach with a gentle slope. It is located 150 km south of the industrial port Chittagong. Cox’s Bazar is also known by the name "Panowa," the literal translation of which means "yellow flower." Its other old name was "Palongkee.".</p>
        <audio controls>
         <source src="jodi mon kade.mp3" type="audio/mpeg"></audio>
        </body>
</html>
```

প্রশ্নপর্ব ঃ

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা তৈরি করেছি Book Support center। আর এই Book Support center-এর ই-মেইল অ্যাড্রেস হলো infobook7@gmail.com, যা আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান এবং এই বই সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি আছে সবসময়। তাই আপনাদের যদি এই বইয়ে কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে মেইল করুন এই ঠিকানায় infobook7@gmail.com.

www.bookbd.info

অধ্যায় ০৬

বেসিক সি এস এস

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

1 CSS কি

2 CSS এর প্রকার ভেদ

3 বিভিন্ন প্রকার CSS এর বৈশিষ্ঠ ও ব্যবহার কৌশল

www.boo

আগের অধ্যায় পর্যন্ড় আমরা যতটুকু শিখলাম, তাতে তো আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি হল না। আমরা শুধু পৃষ্ঠা (Page) তৈরি করা শিখলাম। এখন আমরা শিখব কি করে আমাদের কাজ গুলোকে কিভাবে আরও সুন্দর করে তোলা। CSS শেখার আগে কিন্তু অবশ্যই HTML জানতে হবে। কারন CSS সবসময় HTML এর উপর কাজ করে থাকে। তাই HTML বিহীন CSS বৃথা। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর প্রাথমিক বিষয় থেকে শুর" করে অ্যাডভান্সড লেভেলের বিভিন্ন বিষয়সমূহ নিয়ে ''প্রাকটিক্যাল কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং'' বইটি লেখা হয়েছে। চাইলে বইটি পড়ে নিতে পারেন।

যখন-ই আমরা কাউকে বলি তিনি দেখতে সুন্দর; এর অর্থ দাড়ায় কি? এর অর্থ হচ্ছে তিনি নিশ্চয়ই খুব স্টাইলিশ, তাই না? হ্যাঁ তাই। আমরাও আমাদের ওয়েব পেজগুলোকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য স্টাইল ব্যবহার করব।

৬.১ ঃ CSS *কি ?*

CSS এর সম্পুর্ণ র"প হচ্ছে Cascading Style Sheet.
CSS প্রধানত তিন ভাবে লেখা যায়। যথাঃ-
ক. Inline CSS
খ. Internal CSS
গ. External CSS

৬.১.১ ঃ Inline CSS:

এটি আমরা ট্যাগ এর মধ্যে লিখে থাকি। যেমন ঃ

```
<h1 color="red" ; font-size="16pt">
my favourite color
</h1>
```

এটি সবসময় ইন লাইন, অর্থাৎ লাইন এর মধ্যে কাজ করে থাকে। এটি আমরা যেখানে প্রয়োজন শুধু সেখানেই লিখব। কিন্তু এ ধরনের স্টাইল এর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটি শুধুমাত্র যেখানে লিখব, সেখানেই কাজ করবে। অন্য কোথাও প্রয়োজন হলে আমাকে পুনরায় লিখতে হবে। তাই এ ধরনের স্টাইল আমরা শুধুমাত্র যেখানে ব্যতিক্রম স্টাইলের প্রয়োজন হবে, সেখানেই ব্যবহার করব। লক্ষ্য কর"ন এটি কখনো একটি ভালো কাজের ধরন হতে পারে না। লাইনের মধ্যে সিএসএস লেখার ফলে আমাদের এইচটিএমএল হিজিবিজি দেখাতে পারে; যেটি একজন প্রফেশনাল ডেভেলপারের কাজের পরিপন্থি। আর লাইনের মধ্যে সিএসএস থাকলে ব্রাউজারের তা প্রসেস করতে সময় বেশি লাগে বিধায় পেজের গতি অনেক হ্রাস পায় *(যদিও তা কয়েক মিলি সেকেন্ড!)* কোন প্রকার প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই এখন বিভিন্ন সিএমএস এর মাধ্যমে যেকোন ধরণের ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। এসকল সিএমএস এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল জুমলা। আর জুমলা ব্যবহার করে সহজেই ওয়েবসাইট তৈরী করতে লেখকের ''বিগীনিং জুমলা'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

৬.১.২ ঃ Internal CSS:

এটি আমরা সবসময় Head ট্যাগ এর মধ্যে লিখব। এখানে আমাদের স্টাইল এবং HTML একই ফাইল এর মধ্যে থাকবে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে, হেড এর মধ্যে আমরা একবার এর স্টাইল বলে দেব, আর যতবার-ই আমাদের স্টাইল ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে, আমরা না লিখলেও Head এর মধ্যে অবস্থিত CSS এর স্টাইল এর সুবিধা পাব।

তবে Internal CSS সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদেরকে CSS এর Syntax ভালভাবে বুঝতে হবে। নিচের চিত্রটি ভালভাবে খেয়াল করলেই আমরা CSS Syntax সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা পাব।

www.bookbd.info

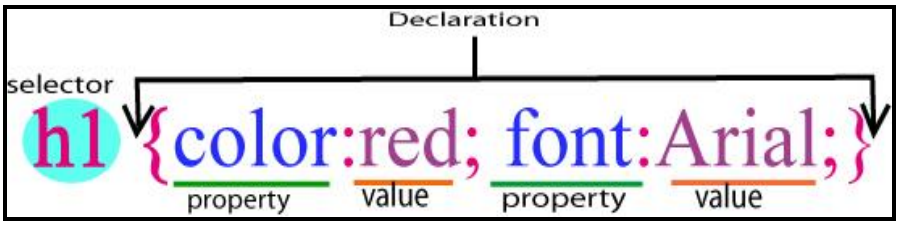

এখানে Selector বলতে আমরা যেই ট্যাগ এর মধ্যে স্টাইলিং এর সুবিধা প্রয়োগ করতে চাই, সেই ট্যাগটিকে প্রথমে বলতে হবে। (এখানে উদাহরণ এর জন্য h1 দেওয়া হয়েছে। আপনি এখানে আপনার সুবিধামত অন্য যেকোনো ট্যাগ; যেমন- p, li, span ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।) তারপর Curly Braces (একে আমরা সাধারনত Second Bracket বলে থাকি) এর মধ্যে আমাদের স্টাইলিং এর Property ও Value গুলোকে লিখতে হবে। এটি যদি এখন আপনার মনে নাও থাকে, বা কঠিন মনে হয়; একটুও না ঘাবড়ে সামনের যে অনুশীলনী আছে, সেগুলো মনোযোগ দিয়ে চর্চা করতে থাকুন। ঠিক-ই রপ্ত হয়ে যাবে। এটি যে ফরম্যাট এ লেখা হয়, তা নিম্নরূপঃ

```
<html>
        <head>
<style type=”text/css”>
        H1 {color:orange;}
</style>
        </head>
<body>
        <h1> Africa is Beautiful </h1/>
</body>
</html>
```

www.bookbd.info

CD তে internal-style.html

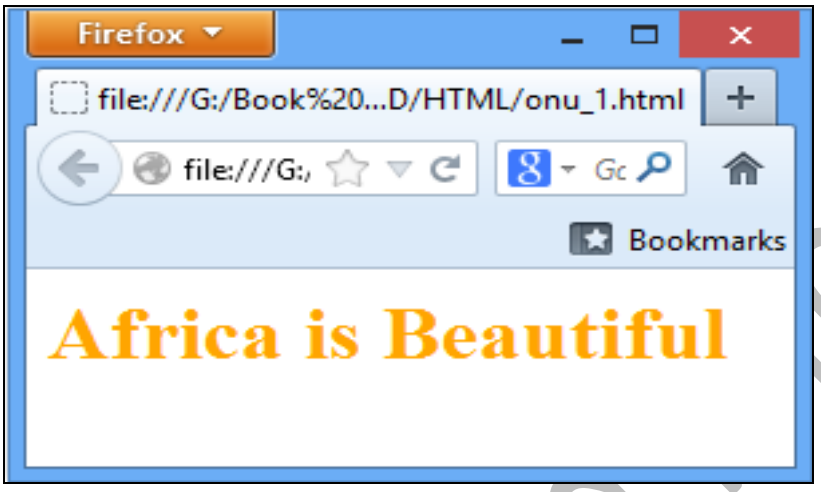

এই চিত্রটিতে খেয়াল করলে দেখতে পাব যে, প্রথমে আমরা Head শুরু করেছি। তারপর যেহেতু আমাদের স্টাইলিং এর কাজ করতে হবে, তাই শুরুতেই লিখব স্টাইল টাইপ। তারপর থেকে আমরা যে ট্যাগ এর জন্য যে স্টাইল চাই, তা লিখতে হবে। এই HTML ফাইল এ যতবারই আমরা h1 ট্যাগ ব্যবহার করব, প্রত্যেকটি লেখা-ই কমলা বর্ণের দেখাবে। এখানে কিছু বিষয় লক্ষ রাখতে হবে যে,

- Internal Style Sheet সবসময় head এর মধ্যে লেখা হয়।
- শুরুতেই Style type বলে দিতে হবে। আর যেহেতু <style> নামে একটি ট্যাগ শুরু হয়েছে, তাই HTML এর অন্য সব সাধারণ ট্যাগ গুলোর মতন এটাকেও কাজ শেষে </style> লেখার মাধ্যমে বন্ধ করে দিতে হবে।
- যেই ট্যাগ এর মধ্যে স্টাইল কাজ করবে, তার নাম আগে বলতে হবে (যেমন- h1, p, span, li ইত্যাদি) তারপর ২য় বন্ধনি (Second Bracket) এর মধ্যে রাখতে হয়।
- আর নোটপ্যাডে কাজ করার সময় খুব সাবধানতার সাথে টাইপ করতে হবে, যেন একটি অক্ষর, বন্ধনি, উদ্ধৃতি চিহ্ন, সমান চিহ্ন বাদ না পড়ে যায়। কারন, যদি কোথাও কোন একটি কিছু বাদ পড়ে যায়, তবে সেক্ষেত্রে ব্রাউজারে কিছু না দেখানোর সম্ভাবনা বেশি।
- তবে পরবর্তীতে যখন আমরা Dreamweaver দিয়ে কাজ করব, তখন এই ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

আর সবচেয়ে বড় মনে রাখার ব্যাপার হচ্ছে এটি শুধু মাত্র যেই পেজ এ থাকবে ঐ পেজ ছাড়া এটি অন্য কোথাও ব্যাবহারের সুযোগ আমরা পাব না। ওয়েবসাইটে অধিক পরিমাণে ভিজিটর নিয়ে আসার জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হয়। আর এক্ষেত্রে লেখকের লেখা ''সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' ও ''অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' বই দুটি আপনাকে সাহায্য করবে।

৬.১.৩ ঃ <u>External CSS:</u>

এটি সম্পূর্ণ আলাদা একটি ফাইল। অর্থাৎ এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি, তা আমাদের একটি HTML ফাইল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন আমরা External CSS নিয়ে কাজ করব, তখন প্রয়োজন হবে দুইটি ফাইল এর।

আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুকসমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info।

www.bookbd.info

প্রথমটি হচ্ছে আমাদের সবসময় ব্যবহার করা HTML। এটির extension হবে .html ।

এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে CSS অর্থাৎ Cascading Style Sheet এর এক্সটেনশন হবে CSS ।
এটি আমরা সবসময় head এর মধ্যে link করে দিব।

বাস্ড়বে দেখার জন্য আমরা একটি নতুন ফাইল তৈরি করি, যাতে আমরা সম্পূর্ণ আলাদা একটি CSS ফাইল কে link করে দিব। নতুন ফাইল তৈরি করার জন্য আগের মতো টেক্সট ডকুমেন্ট ওপেন করে নিচের মতো করে লিখুন।

```
<html>
<head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="CSS/home.css">
</head>
        <body>
<h1> 30% off ! </h1>
<p>
Get 30 % off on all selected shoes from 16 October to 30 October.
</p>
</body>
</html>
```

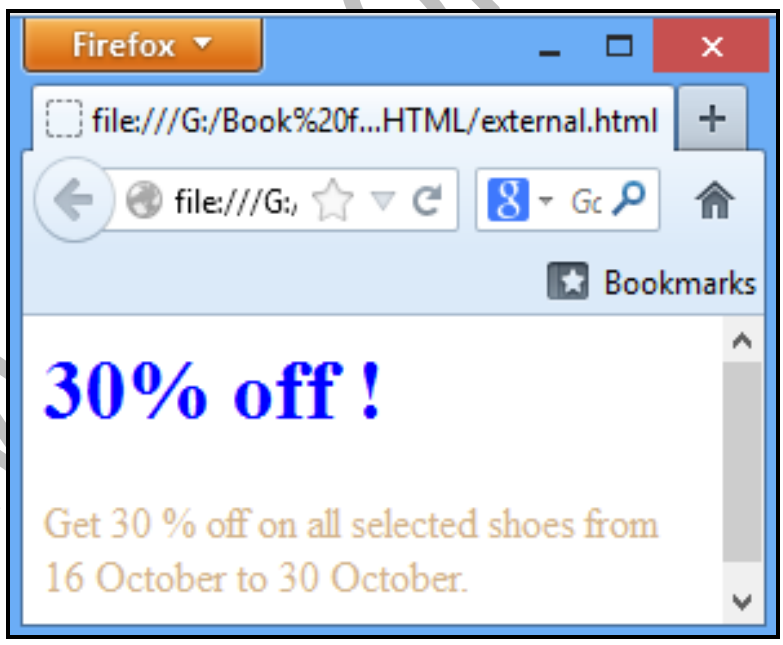

লেখা শেষ হলে যথারীতি File menu থেকে Save as এ গিয়ে কাজ সম্পন্ন করি এবং উক্ত ফাইলটির উপর Double click করে ব্রাউজারে প্রদর্শন করি। তাহলে উপরের মতো ফলাফল প্রদর্শন করবে।

এখানে খেয়াল করুন, যে home.css নামে একটি style sheet এর সাথে আমাদের HTML ফাইলটিকে link করা হয়েছে। এই ফাইলটি সিডিতে দেয়া আছে।

- বিগীনিং জুমলা
- অ্যাডভান্সড জুমলা
- প্রফেশনাল জুমলা
- জুমলা টেম্পলেট মেকিং
- বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস
- অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস
- প্রফেশনাল ওয়ার্ডপ্রেস
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-১
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২
- ই-কমার্স অ্যান্ড জুমলা! ভার্চুমার্ট
- ই-কমার্স
- ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- প্রফেশনাল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- ফরেক্স ট্রেডিং
- ই-মার্কেটিং
- এইচ টি এম এল-৫
- অ্যাডভান্সড এইচটিএমএল
- পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অ্যাডভান্সড পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অবজেক্ট অরিয়েন্টেড পি.এইচ.পি
- ডেটাবেস মাই এসকিউএল
- সি প্রোগ্রামিং
- জাভা প্রোগ্রামিং
- জাভাস্ক্রিপ্ট
- জুমলা! টেমপে-ট মেকিং
- অ্যাডভান্সড ফটোশপ
- অ্যাডভান্সড ইলাস্ট্রেটর
- প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন
- প্রফেশনার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং

www.bookbd.info

- ওডেস্ক এবং আউটসোর্সিং
- অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

মডিউল ২ CSS ১ এবং ২

অধ্যায় : ০৭ Font Size

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১ Font – size এর ব্যবহার প্রণালী

২ % দিয়ে ফন্ট সাইজ ব্যবহার করা

৩ Pt ব্যবহার করে ফন্ট সাইজ দেওয়া

4 Em ব্যবহার করে ফন্ট সাইজ দেওয়া

৫ Emও Pt এর মধ্যে হিসাব করার নিয়ম

www.

এখান থেকে শুর" হচ্ছে আমাদের আসল CSS শেখা। এই অধ্যায় থেকে আমরা পর্যায়ক্রমে সবকিছুই শিখব।

৭.১ ঃ Font Size:

ফন্ট সাইজ বলতে একটি লেখা বা টেক্সট এর আকারকে বোঝায়। বিভিন্ন রকম কাজের ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন আকারের ফন্ট ব্যাবহারের প্রয়োজন পড়তে পারে। তাই এটি আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে।

সাধারনত ব্রাউজার এর আদর্শ (Default) ফন্ট সাইজ হচ্ছে ১৬ পয়েন্ট (16pt) । তাই আমরা যদি আমাদের CSS এ কোন ফন্ট সাইজ এর কথা উলে- খ না করি, তবে ব্রাউজার h1-h6 ট্যাগ এর মধ্যস্থ লেখা (Text) ছাড়া সকল লেখাকেই ১৬ পয়েন্ট সাইজ এ প্রদর্শন করবে। তাই আমাদের চাহিদা মতো আউটপুট পাওয়ার জন্য আমরা সবসময় CSS এর মধ্যে font-size বলে দেব। তবে একটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখব যে, আমরা ফন্ট সাইজ আমাদের নিয়ন্ত্রনে রাখব ঠিক ই; কিন্তু তাই বলে Heading এর আকার কমিয়ে paragraph এর মতো করব না। এবং Paragraph এর আকার বাড়িয়ে Heading এর মতো করে তুলব না। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ পিএইচপিতে হাতেখড়ি নেয়া থেকে শুর" করে প্রফেশনালী কাজ করতে লেখকের ''পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

ফন্ট সাইজ আমরা অনেক ভাবে লিখতে পারি। তবে সচরাচর ব্যবহৃত তিনটি-ই এখানে আলোচনা করা হল।

১. % এর মাধ্যমে

২. Pt দিয়ে

৩. Em দিয়ে

৭.২ ঃ % দিয়ে ফন্ট সাইজ দেওয়া ঃ

বর্তমান ওয়েব ডিজাইনের বাজার ঘাঁটলে বা অন্যান্যদেরও মুখ থেকে হয়ত একটি নতুন শব্দ শুনে থাকবেন। তা হচ্ছে Responsive Web Design। এই Responsive Web Design এর ক্ষেত্রে ডিভাইস অনুযায়ী যাতে আপনার text গুলো আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে (resize), সেটি নিশ্চিত করার জন্য ফন্ট এর সাইজ % লেখা হয়। এখন আমরা দেখব কি করে % এর মাধ্যমে ফন্ট সাইজ দেওয়া যায়। এর জন্য আমাদের আগের মতো নোটপ্যাড খুলে নিচের প্রোগ্রামটি লিখতে হবে।

```
<html>
<head>
        <style type="text/css">
h1 {font-size:150%}
p {font-size:60%}
        </style>
</head>
        <body>
<h1> Coca-cola</h1>
        <p> This is a foreign company which is situated in north america </p>
</body>
</html>
```

www.boookbd.info

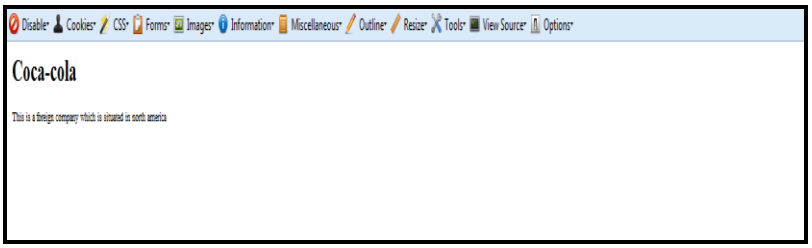


```
<html>
<head>
        <style type="text/css">
h1 {font-size:150px;}
p {font-size:60px;}
</style>
</head>
<body>
<h1> Coca-cola</h1>
<p> This is a foreign company which is situated in north america </p>
</body>
</html>
```

CD তে onu2.html

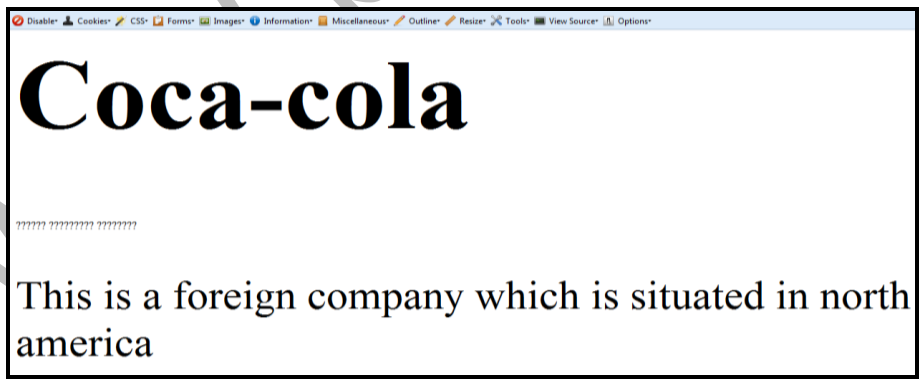

এখানে উদাহরনের জন্য h1 {font-size:150%} ও p {font-size:60%} ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলে এখানে আপনার পছন্দ মতো অন্য যেকোনো মান ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আদর্শ মান হচ্ছে 100%। আপনি যদি সাধারন মানের চেয়ে কম চান, তবে এর মান দিতে পারেন 100 এর চেয়ে কম। আর যদি সাধারন আকারের চেয়ে বড় দেখাতে চান, তবে ১০০ এর বেশি মান ব্যবহার করতে হবে। Responsive Design এর ক্ষেত্রে নিখুঁত মাপ পাওয়ার জন্য আপনি দশমিকেও মান লিখতে পারেন। যেমনঃ font-size:34.754308975%

www.bookbd.info

৭.৩ ঃ Pt দিয়ে ফন্ট সাইজ দেওয়া ঃ

Pt বলতে এখানে পয়েন্ট বোঝানো হয়েছে। আপনি যদি আগে কখনো Microsoft Word ব্যবহার করে থাকেন, তবে আপনি এই বিষয়টি স্ক্রীন এর উপরে ফন্ট সাইজ দেওয়ার সময় দেখেছেন। এখানে ফন্ট সাইজ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বাস্ড়ব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, 8pt এর চেয়ে কম এবং 72pt বেশি সাইজ এর ফন্ট এর প্রয়োজন আপনার পড়বে না। কোন প্রকার প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই এখন বিভিন্ন সিএমএস এর মাধ্যমে যেকোন ধরণের ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। এসকল সিএমএস এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল জুমলা। আর জুমলা ব্যবহার করে সহজেই ওয়েবসাইট তৈরি করতে লেখকের ''বিগীনিং জুমলা'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

এখন আমরা নিচের অনুশীলনীতে দেখব কিভাবে pt দিয়ে ফন্ট সাইজ দিতে হয়।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
                <style type="text/css">
                        h1 {font-size:36pt;}
                p {font-size:18pt;}
</style>
</head>
<body>
<h3> Audit report of</h3>
        <h1>Bongo Communications</h1>
<p> This is the annual business report of Bongo Communications for the year of 2012-13
</p>
</body>
</html>
```

CD তে pt.html

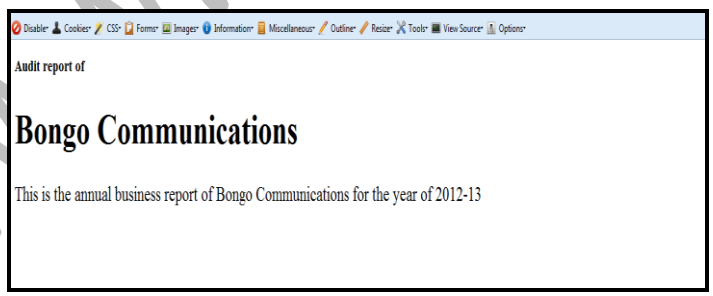

৭.৪ ঃ em দিয়ে ফন্ট সাইজ দেওয়া ঃ

Internet Explorer বা অন্য যেকোনো প্রকার ব্রাউজারে ফন্ট রিসাইজিং ত্রুটি এড়ানোর জন্য অনেক প্রোগ্রামের-ই pt বা % এর বদলে em ব্যবহার করে থাকেন। আমি আগেও বলেছিলাম যে ব্রাউজার এর আদর্শ ফন্ট সাইজ হচ্ছে 16 pt। সুতরাং এই ডিফল্ট ফন্ট সাইজ ই হচ্ছে 1 em। অর্থাৎ, এখানে আপনাকে একটু হিসাব কষে আপনাকে ফন্ট সাইজ নির্ধারণ করতে হবে।

www.bookbd.info

যে পয়েন্ট সাইজ এর লেখা আপনি em দিয়ে দেখাতে চান, তাকে আপনার ১৬ দিয়ে ভাগ করতে হবে। গাণিতিক ভাবে বলতে গেলে

$$\text{Font size in em} = \frac{\text{Size in pixels}}{16}$$

যদি এরপরও আপনার বুঝতে সমস্যা হয়, চিন্তা না করে নিচের অনুশীলনটি দেখুন সবকিছু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<style type="text/css">
			h1 {font-size:2.45em;}
		p {font-size:1.2em;}
	</style>
</head>
	<body>
<h3> Breaking News</h3>
	<h1>60% off in all products</h1>
<p> Get 60% off on our all selected products. Available from 16 September to 31 September.</p>
	</body>
</html>
```

Ex-2:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<style type="text/css">
			h1 {font-size:5em;}
		p {font-size:4em;}
	</style>
</head>
	<body>
<h3> Head Line </h3>
	<h1>60% off in all products</h1>
<p> Get 60% off on our all selected products. Available from 16 September to 31 September.</p>
	</body>
```

www.bookbd.info

```
</html>
```

CD তে em.html

আমরা চাইলে small, smaller, medium, large, larger ইত্যাদি ব্যবহার করেও ফন্ট সাইজ দিতে পারি। ব-গিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করার জন্য লেখকের লেখা ‘‘বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস’’ ও ‘‘অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস’’ বই দুটি পড়ে নিতে পারেন।

www.bookbd.info

অধ্যায়-০৮

বিভিন্ন প্রকার ফন্ট ব্যাবহার করা

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১ Font family এর কার্য প্রণালী ও ব্যবহার

২ Font family এর প্রকাভেদ

৩ Generic font family এর ব্যবহার

৪ Font style এর ব্যবহার

৫ Font variant এর ব্যবহার

৬ Font Weight এর ব্যবহার

৭ Short-hand বা সংক্ষেপে ফন্টের সকল প্রপার্টি এর ব্যবহার কৌশল।

www

৮.১ ঃ Font:

এতক্ষন আমরা দেখলাম আমাদের লেখাগুলোকে কিভাবে বড়/ছোট করব। কিন্তু আমাদের লেখা গুলো শুধু বড় ছোট করলেই তো হবে না! এগুলোর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্রআনলে আরও আকর্ষণীয় হবে। আর এই বৈচিত্র আমরা আনব ফন্ট পরিবার পরিবর্তন করে ।

এটি আমরা দুইভাবে করতে পারি। প্রথমটি হচ্ছে font-family দিয়ে। আর পরেরটি করতে পারি Generic font বা একটি নির্দিষ্ট ফন্ট দিয়েও করতে পারি।

৮.২ ঃ Font Family *এর প্রকারভেদ*

font-family বলতে লেখার বা ফন্ট এর গোত্র বোঝায়। যেমন ঃ Arial, Sans Serif ইত্যাদি দেখতে প্রায় কাছাকাছি ফন্ট বলে এদেরকে একই পরিবারে ধরা হয়। দুইটি বা তার অধিক একই রকম দেখতে ফন্টগুলোকে নিয়ে একটি ফন্ট পরিবার গঠিত। এটি ব্যবহার করার একটি সুবিধা হচ্ছে অনেক সময় সবার কম্পিউটারে সবরকমের ফন্ট থাকে না। তাই ফন্ট ফ্যামিলি ব্যবহার করলে ঐ পরিবারের যেকোনো একটি ফন্ট ঐ কম্পিউটারে থাকলে বা ঐ ফন্ট এর কাছাকাছি কোন ফন্ট থাকলে সেটিই প্রদর্শিত হয়। আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুকসমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info।

এখন নিচের অনুশীলনীতে আমরা দেখব কি করে ফন্ট ফ্যামিলি ব্যবহার করতে হয়।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
<style type="text/css">
        h1 {font-family:Arial,Helvetica;}
        p {font-family:"Times New Roman",Georgia,Serif;}
</style>
        </head>
<body>
        <h1>Canvas</h1>
<p> We have the best advertising service in Bangladesh. We provide all kinds of outdoor advertising. </p>
</body>
</html>
```

www.bookbd.info

আরও একটি অনুশীলনী ঃ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
<style type="text/css">
        h1 {font-family:Calibri,vardana;}
        p {font-family:"Arial black",Georgia,Sens-Serif;}
</style>
        </head>
<body>
        <h1>Canvas</h1>
<p> We have the best advertising service in Bangladesh. We provide all kinds of outdoor advertising. </p>
</body>
</html>
```

CD তে font family.html

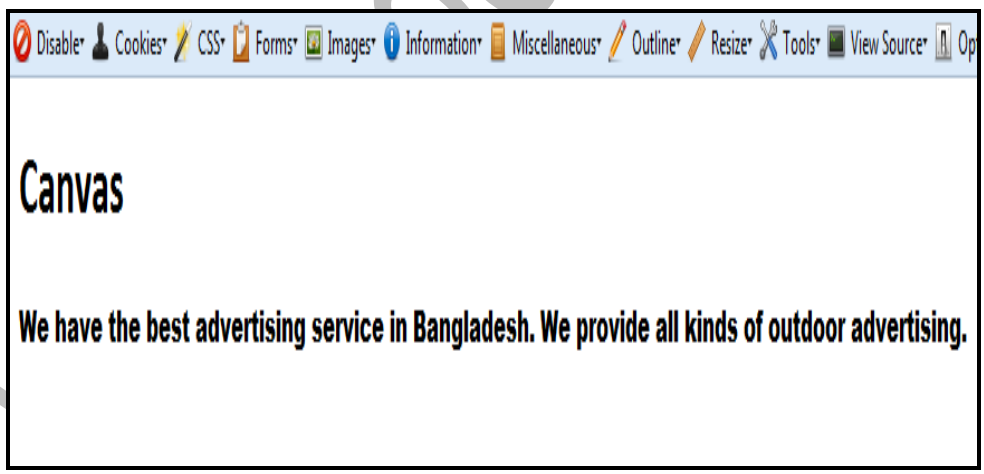

৮.৩ ঃ Generic font famiy

Generic family তে শুধু একটি মাত্র ফন্ট ব্যবহার করা হয়। এখানে আপনি যেই ফন্ট ব্যবহার করবেন ঠিক (exactly) ঐ ফন্টটি-ই আউটপুট এ পাবেন। তবে এক্ষেত্রে যদি আপনার কোন ব্যবহারকারীর (User) কম্পিউটারে ঐ নির্দিষ্ট ফন্টটি না থাকে, তবে সে ঐ লেখাটুকু ডিফল্ট ফন্ট অর্থাৎ Times New Roman এ দেখবে। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ পিএইচপিতে হাতেখড়ি নেয়া থেকে শুর" করে প্রফেশনালী কাজ করতে লেখকের ''পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

bookbd.info

```
<!DOCTYPE html>
        <html>
<head>
        <style type="text/css">
p {font:harrington;}
        h1 {font:forte;}
                div {font:"cooper Black";}
        </style>
<body>
        <h1> Introducing:</h1>
<p>
The brand new Honda City Motorbike. It has a superb milage of 45kmpl.
</p>
        <div>
We have a very big network of survicing Centers all over the country.
        </div>
</body>
        </html>
```

আরও একটি অনুশীলনী ঃ

```
<!DOCTYPE html>
        <html>
<head>
        <style type="text/css">
p {font:vani;}
        h1 {font:Georgia;}
                div {font:"Kalinga";}
        </style>
<body>
        <h1> Introducing:</h1>
<p>
The brand new Honda City Motorbike. It has a superb milage of 45kmpl.
</p>
```

www.bookbd.info

```
        <div>
We have a very big network of survicing Centers all over the country.
        </div>
</body>
        </html>
```


৮.৪ ঃ Font Style এর ব্যবহার

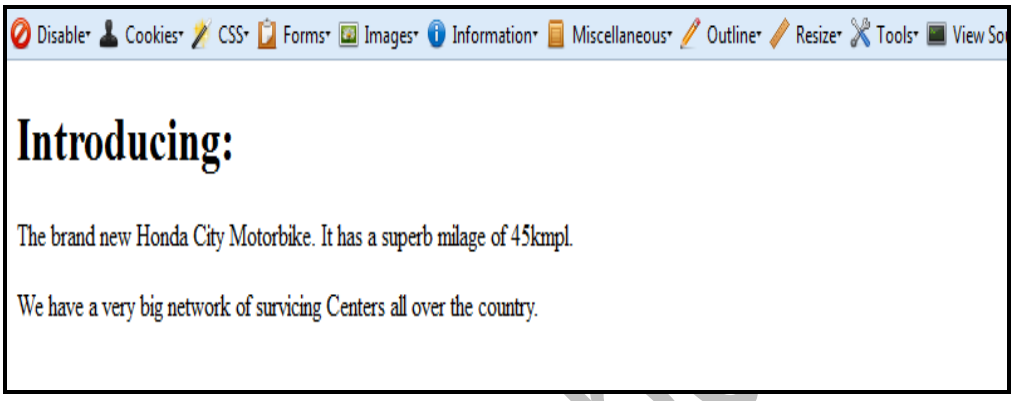

Font style এর মধ্যে আমরা বলে দিতে পারি যে ঐ ফন্টটি দেখতে ইতালিক হবে কিনা, বা Oblique হবে কিনা; নাকি নরমাল থাকবে। তবে নিচের অনুশীলনীতে একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন, দুই জায়গাতে দুই প্রকারের স্টাইল প্রয়োগ করা সত্ত্বেও; দুটি-ই একই ফলাফল প্রদর্শন করবে।

```
<!DOCTYPE HTML>
        <html>
<head>
        <style type="text/css">
span {font-style:italic;}
        p {font-style:oblique;}
        </style>
</head>
<body>
<p> The Population Problem of Bangladesh is getting higher and higher.
In the recent reports of the <span> World Health Organizasion </span>
there will 20 crore people in Bangladesh by 2015. </p>
</body>
        </html>
```

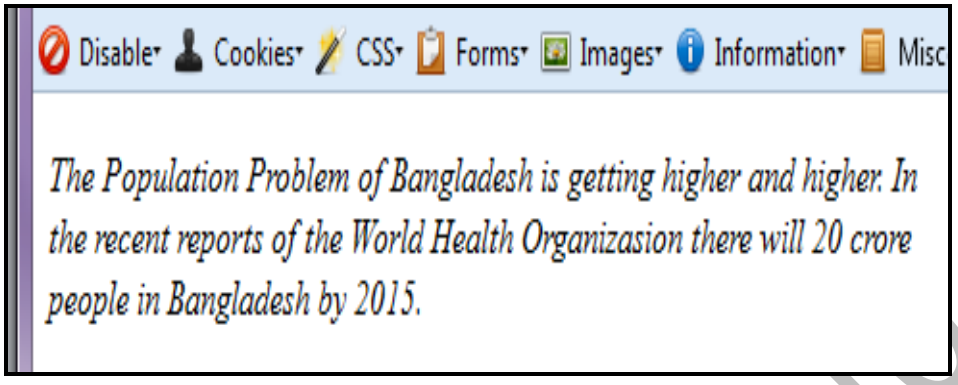

৮.৫ ঃ Font variant *এর ব্যবহার*

এই প্রপার্টি এর মধ্যে দুইটি অপশন রয়েছে। একটি হচ্ছে নরমাল। অর্থাৎ এর ফলে লেখা সাধারন ভাবেই দেখাবে। আর অন্যটি হচ্ছে small caps। অর্থাৎ সবগুলো অক্ষরই বড় হাতের হবে, তবে প্রথম অক্ষরটি বাকিগুলোর চেয়ে আকারে একটু বড় হবে আর। আরও ভালভাবে বোঝার জন্য নিচের অনুশীলনী দেখুন।

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style type="text/css">
span {font-variant:small-caps}
</style>
</head>
<body>
<p>Sheikh Mujibur Rahman was a great politician and a patriot as well.
He was also called <span> Bongobondhu </span>- The friend of Bengol.
</p>
</body>
</html>
```

variant.html

www.bookbd.info

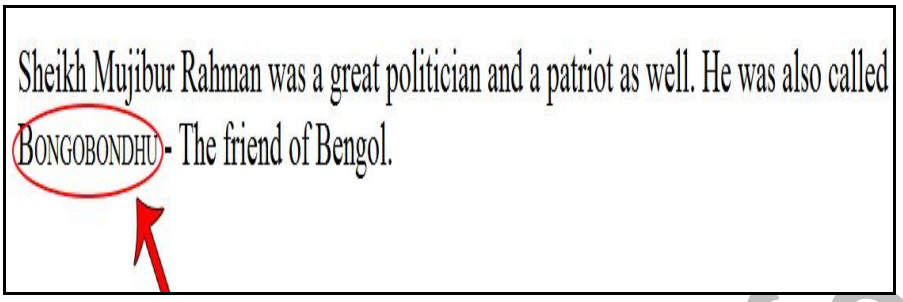

৮.৬ ঃ Font weight এর ব্যবহার

HTML এ আমরা যেভাবে <b> ট্যাগ ব্যবহার করে লেখাকে বোল্ড করতাম, CSS এ এই প্রপার্টি দিয়ে আমরা ঠিক ঐ এক-ই কাজ করবো। তবে এখানে আমরা bold, bolder, 100, 200, 300 এভাবে 900 পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারব।

```
<!DOCTYPE HTML>
        <html>
<head>
        <style type="text/css">
span {font-weight:bolder;}
        </style>
</head>
        <body>
<p> It was the last eve of 1971. The day was 16 December.
On that day, East Pakistan became <span> Bangladesh </span>.
</p>
        </body>
</html>
```

আরও একটি অনুশীলনী ঃ

```
<!DOCTYPE HTML>
        <html>
<head>
        <style type="text/css">
span {font-weight:bold;}
        </style>
</head>
        <body>
<p> It was the last eve of 1971. The day was 16 December.
```

www.bookbd.info

```
On that day, East Pakistan became <span> Bangladesh </span>.
</p>
        </body>
</html>
```

আরও একটি অনুশীলনী ঃ

```
<!DOCTYPE HTML>
        <html>
<head>
        <style type="text/css">
span {font-weight:small;}
        </style>
</head>
        <body>
<p> It was the last eve of 1971. The day was 16 December.
On that day, East Pakistan became <span> Bangladesh </span>.
</p>
        </body>
</html>
```

weight.html

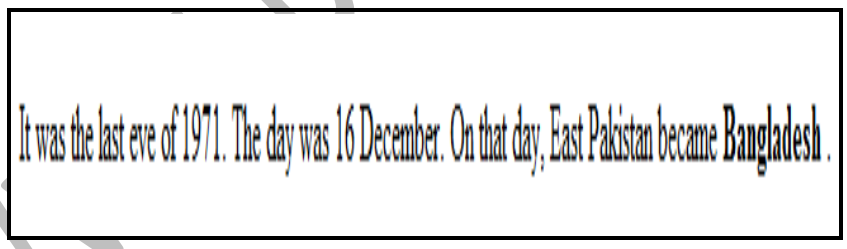

৮.৭ ঃ @font-face

এতদিন ডেভেলপারদের "ওয়েবের ক্ষেত্রে নিরাপদ" ফন্ট ব্যবহার করতে হত। কিন্তু এখনকার চিত্র ভিন্ন। এখন আপনি স্টাইল শিট এর সাথে ফন্টও লিঙ্ক করে দিতে পারেন। এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন Div বা পেজ এ ব্যবহার করতে পারেন। আর এই সুবিধাটি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে @font-face নিয়মটি ব্যবহার করতে হবে। আর এটি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথমে-

@font-face এর মধ্যে একটি font-family তৈরি করতে হবে। যেমন-

```
        @font-face{
        font-family: headerFont;
```

আপনার সার্ভারের যেকোনো ফোল্ডার/ডিরেক্টরিতে যেসব ফন্ট প্রয়োজন সেগুলো রাখতে হবে এবং url এ টা লিঙ্ক করে দিতে হবে। যেমন-

src: url ('LATINWD.TTF')

যদি আপনার ফন্ট ফাইলটি অন্য কোন ডোমেইন এ থাকে, তবে লিঙ্কটি হবে এরকম ঃ

src: url('http://www.bookbd.info/css3/latinwd.ttf')

ব্যাস এবার আপনার পছন্দ মতো আপনি ফন্ট ব্যবহার করতে পারবেন। তবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাকে আলাদা আলাদা font-family ডিক্লেয়ার করা লাগবে।

তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে ইন্টারনেট এক্সপে-ারার (সংক্ষেপে IE) এর ক্ষেত্রে ফন্ট এর টাইপ হতে হবে.eot এটি ছাড়া আপনার টেক্সট নরমাল Times New Roman-এই দেখাবে। আর Chrome বা অন্য কোন ব্রাউজার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কারন এরা সাধারন .TTF (True Type Font) সমর্থন করে। তারপর আবার আরেকটি কথা রয়ে যায়; তা হল .eot বা অন্যান্য এক্সটেন্সান এর ফন্ট পাব কোথায় ? কিন্তু এর জন্যও খুব সহজ সমাধান হচ্ছে ইন্টারনেট। অডিও-ভিডিও কনভার্ট করার জন্য যেমন বিভিন্ন Converter (রূপান্তরকারী সফটওয়্যার) পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি ফন্ট রূপান্তরের জন্যও সফটওয়্যার পাওয়া যায়। আর তাছাড়া Google এর বিভিন্ন ফন্ট সার্ভিসও আছে। সেখান থেকেও লিঙ্ক করে ফন্ট ব্যবহার করতে পারেন।

এখন আমরা দেখব আগে তৈরি করা আমাদের ফন্ট ফ্যামিলিটি কিভাবে ব্যবহার করবো।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style type="text/css">
@font-face
{
font-family: headers;
src: url('FRAHVIT.ttf'),
        url ('forte.eot'); /* IE9 */
}

div
{
font-family:headers;
}
</style>
</head>
        <body>
```

www.bookbd.info

<p>Note that, Internet Explorer 9 only supports .eot fonts. If you don't have .eot fonts, you can convert them from any type. You can find various kinds of font converters on the web.</p>

<div>

We are working now on CSS3. So we dont have to think about "web safe fonts".

</div>

</body>

</html>

face.html

Note that, Internet Explorer 9 only supports .eot fonts. If you don't have .eot fonts, you can convert them from any type. You can find various kinds of font converters on the web.

We are working now on CSS3. So we dont have to think about "web safe fonts".

Everything under one property:

আমরা চাইলে আলাদা আলাদা property ও value না লিখে একটি প্রপার্টি এর মধ্যেই সব কিছু বলে দিতে পারি। নিচে একটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো হল। আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুকসমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info।

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <head>
<style type="text/css">
    p {font:Arial bolder oblique small-caps larger ;}
              1      2      3        4         5
</style>
</head>

<body>
    <h1>Heavy rain in Mumbai</h1>
<p>
There is raining in Mumbai since last 10 hours. The
drainage system is collapsed and all the areas are
started flooding with rain water.
</p>
</body>
</html>
```

এখানে,

1. Font
2. Font-weight
3. Font-style
4. Font-varient

www.bookbd.info

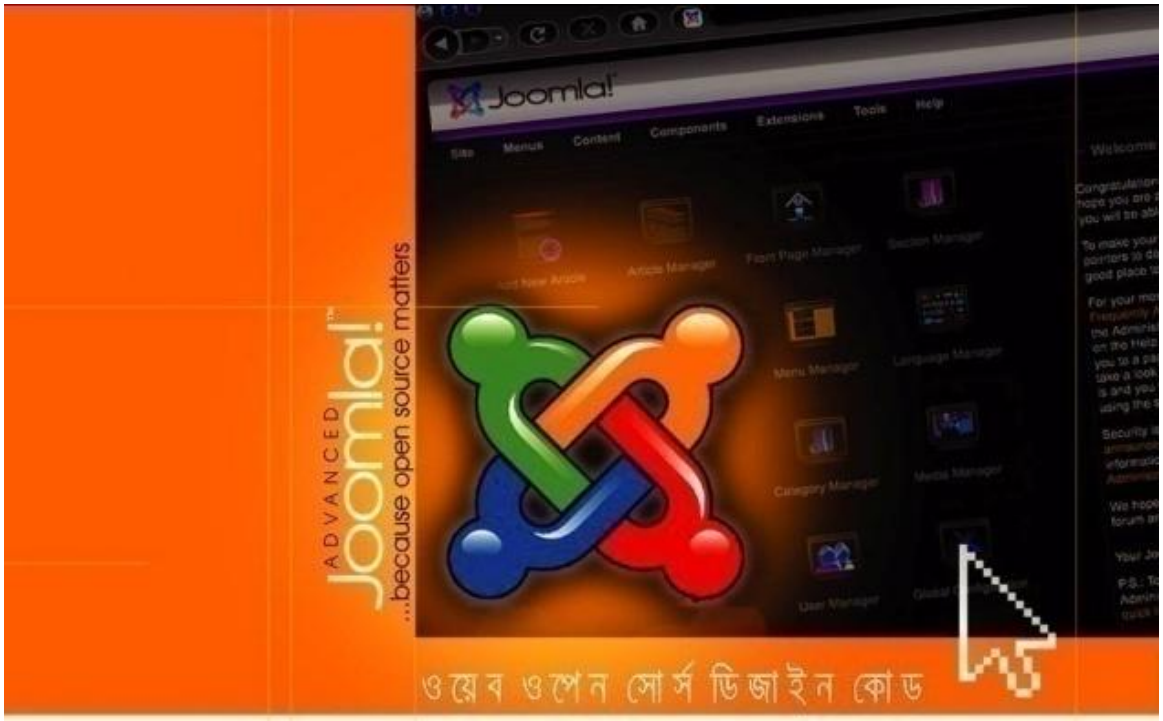

অ্যাডভান্সড জুমলা!

মোঃ মিজানুর রহমান

অধ্যায় : ০৯ Text Align

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১. সফলভাবে একটি রচনা লেখা

২. text alignment

সিএসএস (৩)

৯.১ ঃ Text-Alignment

এই নামটি দেখেই আপনি বুঝতে পারছেন যে এটি ব্যবহার করে আমরা লেখাকে বিভিন্ন অবস্থানে প্রদর্শন করার জন্য ব্যবহার করবো। এই Property এর ভিতরে চারটি value দেওয়া যায়।
এগুলো হল-

• **text-align:center** *এর মাধ্যমে আপনি লেখাকে মাঝবরাবর প্রদর্শন করাতে পারবেন।*

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
        <head>
<style type="text/css">
        div {text-align:center;}
</style>
        </head>
<body>
        <div>
<h1> Our village </h1>
        </div>
<p>
    The name of our village is Dimukha. It is in Manikganj district. We have a pr mary school, A kindergarten, a bus stand and a market.

    Daily commodities are available here. But if anyone is sick or needs medical attention, it's not available there.

        </p>
</body>
</html>
```

সিএসএস (৩)

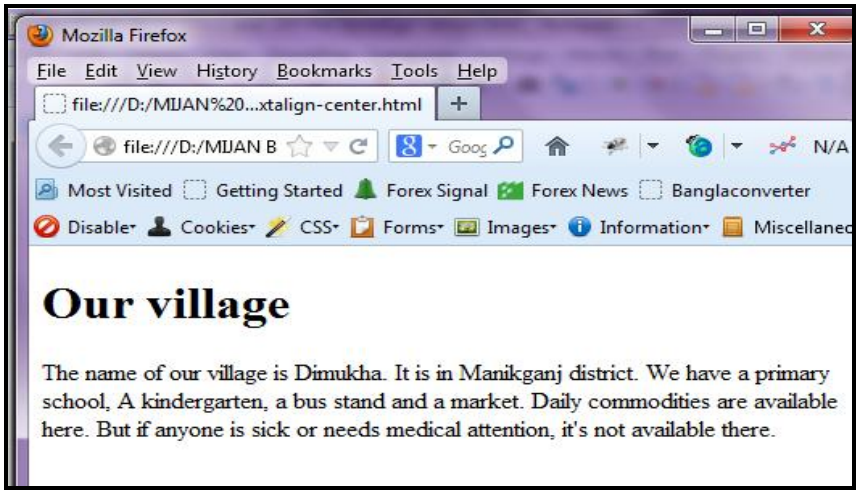

সিডিতে text align-center.html

• **text-align:left** এর মাধ্যমে লেখাকে বামপাশে প্রদর্শন করতে পারবেন। (আসলে Default হিসেবে আমাদের লেখা এমনিতেই বাম থেকে শুরু হয়। তাই এটি ব্যবহার করা আর না করা সমান কথা)। আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুকসমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://www.bookbd.info।

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
        <head>
<style type="text/css">
        div {text-align:left;}
</style>
        </head>
<body>
        <div>
<h1> Our village </h1>
        </div>
<p>
        The name of our village is Dimukha. It is in Manikganj district. We have a primary school, A kindergarten, a bus stand and a market.

        Daily commodities are available here. But if anyone is sick or needs medical attention, it's not available there.

        </p>
</body>
</html>
```

• **text-align:right** *এর মাধ্যমে লেখাকে ডানদিক বরাবর প্রদর্শন করা যায়।*

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
        <head>
<style type="text/css">
        div {text-align:right;}
</style>
        </head>
<body>
        <div>
<h1> Our village </h1>
        </div>
<p>
        The name of our village is Dimukha. It is in Manikganj district. We have a primary school, A kindergarten, a bus stand and a market.

        Daily commodities are available here. But if anyone is sick or needs medical attention, it's not available there.

        </p>
</body>
</html>
```

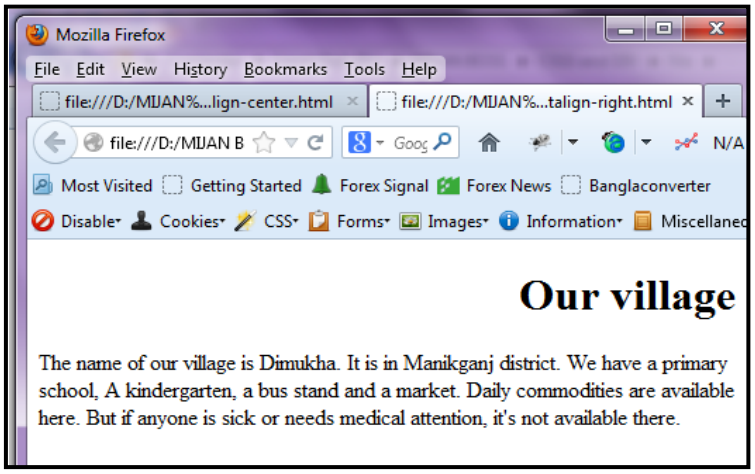

সিডিতে text align-right.html

• **text-align:justify** এটি ব্যবহার করলে আপনার লেখাগুলো দৈর্ঘ্য বরাবর কিছুটা ছড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ জায়গা দখল করবে; যেমনটি আমরা পত্রিকার বেলায় দেখে থাকি। পত্রিকায় কিন্তু কোন কলাম এর মধ্যে লেখা হওয়ার পর পাশে কোন খালি জায়গা থাকে না। ব-গিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করার জন্য লেখকের লেখা ''বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস'' ও ''অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস'' বই দুটি পড়ে নিতে পারেন।

এই property টি দেখতে হলে কমপক্ষে দুই বা ততোধিক ফরা এর প্রয়োজন হবে। এবং স্বভাবতই তখন id অথবা class ব্যবহার করতে হবে। id এবং class এর অধ্যায়ে বিস্ড়রিত আলোচনা করবো।
আইটি রিলেটেড বিভিন্ন ই-বুক সমূহ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে ভিজিট কর"ন http://www.bookbd.info।
এখন আমরা আপাতত অনুশীলনীটি চর্চা করি।

```
<DOCTYPE! Html>
<html>
        <head>
<style type="text/css">
.mango {
        height: 250px;
        width: 200px;
        text-align: justify;
        float: left;
        border: thin grey solid;
        margin:5px;
        padding:5px;
}
</style>
        </head>
<body>
        <div class="mango">
Jackfruit is national fruit of Bangladesh. It has all the essential nutritions we need. When it is ripen, it looks yellow in color.

It is found all over Bangladesh. Jackfruit is very tasty fruit.

        </div>
                <div class="mango">
Jackfruit is national fruit of Bangladesh. It has all the essential nutritions we need. When it is ripen, it looks yellow in color.

It is found all over Bangladesh. Jackfruit is very tasty fruit.

                </div>
<div class="mango">
Jackfruit is national fruit of Bangladesh. It has all the essential nutritions we need. When it is ripen, it looks yellow in color.
```

It is found all over Bangladesh. Jackfruit is very tasty fruit.

Jackfruit is national fruit of Bangladesh. It has all the essential nutrition we need. When it is ripen, it looks yellow in color.

It is found all over Bangladesh. Jackfruit is very tasty fruit.

</body>

</html>

Ex-2:

```
<DOCTYPE! Html>
<html>
    <head>
<style type="text/css">
.mango {
    height: 160px;
    width: 235px;
    text-align: center;
    float: left;
    border: thin grey solid;
    margin:6x;
    padding:6x;
}
</style>
    </head>
<body>
    <div class="mango">
Jackfruit is national fruit of Bangladesh. It has all the essential nutritions we need. When it is ripen, it looks yellow in color.
It is found all over Bangladesh. Jackfruit is very tasty fruit.
    </div>
        <div class="mango">
```

সিএসএস (৩)

Jackfruit is national fruit of Bangladesh. It has all the essential nutritions we need. When it is ripen, it looks yellow in color.

It is found all over Bangladesh. Jackfruit is very tasty fruit.

Jackfruit is national fruit of Bangladesh. It has all the essential nutritions we need. When it is ripen, it looks yellow in color.

It is found all over Bangladesh. Jackfruit is very tasty fruit.

Jackfruit is national fruit of Bangladesh. It has all the essential nutrition we need. When it is ripen, it looks yellow in color.

It is found all over Bangladesh. Jackfruit is very tasty fruit.

</body>

</html>

CD তে text align-justify.html

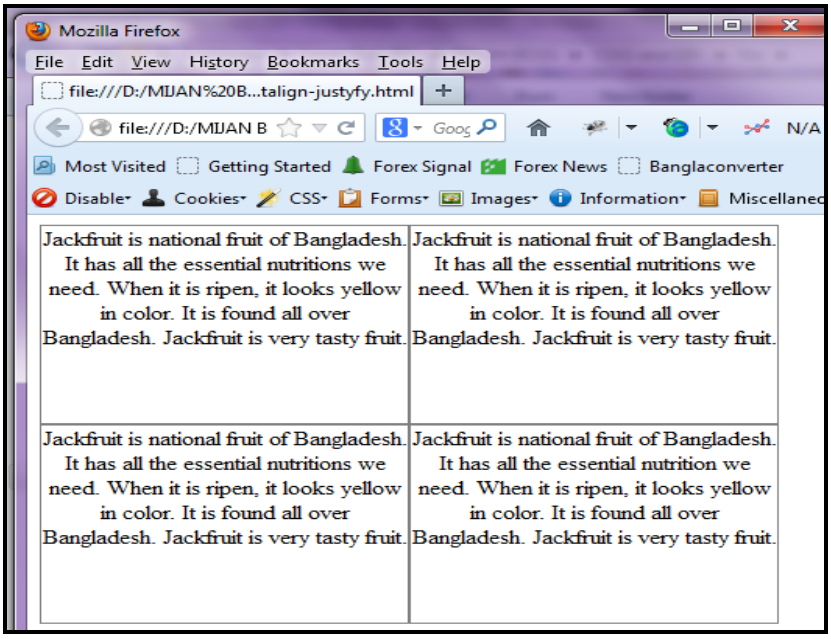

ব- গিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করার জন্য লেখকের লেখা ‘‘বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস’’ ও ‘‘অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস’’ বই দুটি পড়ে নিতে পারেন।

অধ্যায়-১০ : Text Decorations

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১. কিছু সাধারণ HTML ট্যাগ।

২. সফলভাবে একটি রচনা ***(Article)*** লেখা।

১০.১ ঃ Text Decoration

Text decoration বলতে T.N.R সজ্জাকে বুঝায়। অর্থাৎ আমরা যখন কোন লেখাকে লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করি, তখন তার নিচে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি দাগ (Underline) চলে আসে। কিন্তু আমরা যখন CSS দিয়ে Menu তৈরি করব, তখন আমরা মেন্যু এর নিচে নিশ্চয়ই দাগ দেখাতে চাইব না। তখন সেই দাগ দূর করার জন্য আমাদের টেক্সট ডেকোরেশন ব্যবহার করতে হবে। এরকম আরও অনেক কাজের জন্য আমাদের টেক্সট ডেকোরেশন ব্যবহার করতে হবে। নিচে পর্যায়ক্রমে এগুলো বর্ণনা করা হল। ওয়েবসাইটে অধিক পরিমাণে ভিজিটর নিয়ে আসার জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হয়। আর এক্ষেত্রে লেখকের লেখা ''সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' ও ''অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' বই দুটি আপনাকে সাহায্য করবে।

• Underline: এটি লেখার নিচে দাগ দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

```
<DOCTYPE html>
  <html>
    <head>
<style type="text/css">
    span {text-decoration:underline;}
</style>
     </head>
<body>
     <p>
<span> Introduction: </span> The cow is an useful animal. It eats grass.
     </p>
     <p>
<span> Description: </span> It has two eyes, two legs, two ears and two horns.
     </p>
     </body>
     </html>
```

• line through: আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্থান পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেখতে পাই। সেখানে তারা আগের ঠিকানা কেটে দিয়ে নতুন ঠিকানা প্রদর্শন করে। লেখা কাটার জন্য আমরা যেমন মাঝ বরাবর একটি দাগ দিয়ে কেটে দেই; ঠিক তেমনি লেখার মাঝবরাবর দাগ দেখানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। ওয়েবসাইটে অধিক পরিমাণে ভিজিটর নিয়ে আসার জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হয়। আর এক্ষেত্রে লেখকের লেখা ''সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' ও ''অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' বই দুটি আপনাকে সাহায্য করবে।

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <style type="text/css">
      span {text-decoration:line-through;}
     </style>
</head>
<body>
   <h1>Our phone no:</h1>
<span> 012-345-678-9 </span>
   <p> 345-987-767-1 </p>
</body>
  </html>
```

• None: সাধারন অবস্থায় এটি ব্যবহার করা আর না করা সমান। তবে HTML এ যখন আমরা লিঙ্ক ব্যবহার করি, তখন তার নিচে স্বয়ংক্রিয়ভাবে underline চলে আসে। আমরা যদি লিঙ্ক এর নিচে দাগ দেখাতে না চাই, বা মেনু তৈরি করার সময় underline অপসারণ করতে চাইলে CSS এ text-decoration:none বলে দিতে হবে।

সিএসএস (৩)

```
<!DOCTYPE HTML>
    <html>
<head>
      <style type="text/css">
span a {text-decoration:none;}
      </style>
</head>
       <body>
<h1>Menu</h1>
  <div>
      <a href="#"> Menu one </a>|
      <a href="#"> Menu two </a>|
      <a href="#"> Menu three </a>|
  </div>
       <br/>
<span>
     <a href="#"> Menu one </a>
     <a href="#"> Menu one </a>
     <a href="#"> Menu one </a>
</span>
    </body>
</html>
```

• **Overline:** এটি underline এর বিপরীত। অর্থাৎ underline এ লেখার নিচে দাগ দেখায়, আর overline এ লেখার উপরে দাগ দেখায়। এটি তেমন একটা প্রয়োজন হয়না। তবে আপনি চাইলে উপরের অনুশীলনীতে text-decoration:overline লিখে দেখতে পারেন। ব-গিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করার জন্য লেখকের লেখা ''বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস'' ও ''অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস'' বই দুটি পড়ে নিতে পারেন।

অনুশীলনীটি নিচে দেওয়া হল

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
      <style type="text/css">
            span {text-decoration:overline;}
      </style>
```

```
</head>

<body>
<p>
    <span> Introduction: </span> The cow is an useful animal. It eats grass.
</p>
<p>
    <span> Description: </span> It has two eyes, two legs, two ears and two horns.
</p>
</body>
</html>
```

• **Blink:** Blink এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে চোখ পিট পিট করা বা ঝিকমিক করা। আপনি যদি CSS দিয়ে animation তৈরি করতে চান, তবে এটি আপনার জন্য বেশ কাজে দেবে। কোন text এর decoration:blink ব্যবহার করলে লেখাটি জ্বলতে-নিভতে থাকবে। এটি অনেক সময় Header বা Banner তৈরি করার জন্য ব্যবহার করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহার করার জন্য আগের মতো text-decoration:blink লিখলেই হবে। কিন্তু এত সুন্দর প্রপার্টি টা একমাত্র প্রপার্টি Firefox-এই কাজ করবে। Chrome, Safari বা Internet Explorer এটাকে সমর্থন করে না।

প্রশ্নপর্ব ঃ

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা তৈরি করেছি Book Support center। আর এই Book Support center-এর ই-মেইল এ্যাড্রেস হলো infobook7@gmail.com, যা আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান এবং এই বই সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি আছে সবসময়। তাই আপনাদের যদি এই বইয়ে কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে মেইল করুন এই ঠিকানায় infobook7@gmail.com.

অধ্যায়-১১: Text Overflow

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১. Clip এর ব্যবহার

২. Ellipsis এর ব্যবহার

যদি div এর ভিতরে লেখা খাপ না খায়, তার জন্য এই property টি ব্যবহার করা হয়। এখানে আমরা দুইটি value ব্যবহার করতে পারব। এগুলো হচ্ছে-

১১.১ঃ Clip

এটি ব্যবহার করলে div এর অতিরিক্ত লেখা থাকলে তা hidden হয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্রাউজার তা প্রদর্শন করবে না।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
        border: black thin solid;
}
.fox {
white-space:nowrap;
width:120px;
overflow:hidden;
text-overflow:clip;
}
</style>
<head>
<body>
<h1> This div is with the actual texts</h1>
<div>
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
</div>
<h1> This div is with the clipped texts</h1>
        <div class="fox">
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
```

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

```
        </div>
</body>
</html>
```

১১.২ ঃ Ellipsis

এটি ব্যবহার করলে div এর মধ্যে যতটুকু প্রদর্শন করা সম্ভব করবে। এবং শেষে তিনটি ডট দিয়ে বুঝাবে যে আরও কিছু লেখা এখানে আছে, কিন্তু প্রদর্শন করা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে কোড সব একই থাকবে। শুধু আগে যেখানে আমরা text-overflow:clip লিখেছিলাম, সেখানে text-overflow:ellipsis লিখতে হবে।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
  border: black thin solid;
}

.fox {
white-space:nowrap;
overflow:hidden;
width:150px;
```

```
        text-overflow:ellipsis;
        }
    </style>
    </head>
    <body>
    <h1> This div is with the actual texts</h1>
    <div>
        Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
    </div>

    <h1> This div is with the ellipsified texts</h1>
        <div class="fox">
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit... amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
        </div>
</body>
</html>
```

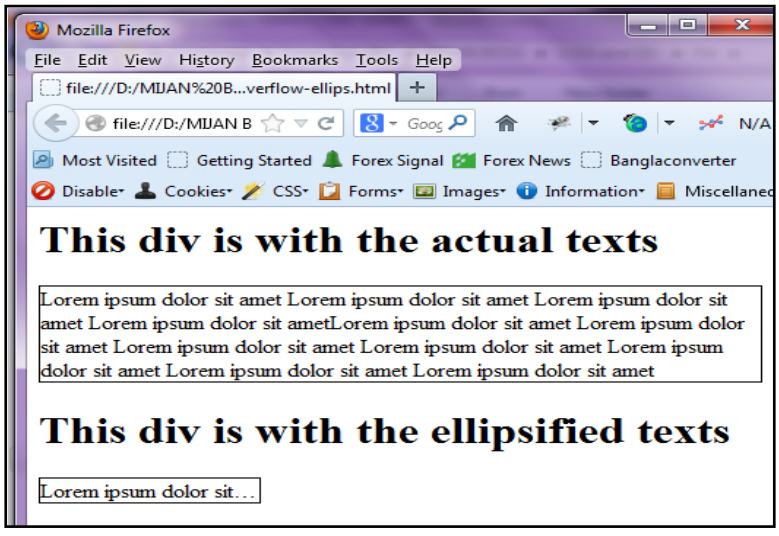

ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করার সহজ কৌশল
Joomla!
ই-কমার্স
এন্ড
জুমলা! ভার্চুমার্ট
FROM NOVICE TO PROFFESSIONAL
DEVELOP E-COMMERCE APPLICATION
WITHOUT PROGRAMMING
CD

অধ্যায় -১২: Color

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১) color প্রোপার্টি এর কাজ

২) color প্রোপাটি লেখার প্রকারভেদ

৩) বিভিন্ন প্রকার color প্রোপার্টি এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার কৌশল

৪) color এর Hexadecimal Code সহ তালিকা

৫) Hexadecimal কালার কোড ব্যবহার

৬) RGB কালার কোড ব্যবহার

৭) শুধুমাত্র নাম দিয়ে কালার প্রদর্শন

১২.১ ঃ color *প্রোপার্টি এর কাজ*

এই property টি আপনারা এর আগেই উদাহরনে ব্যবহার করতে দেখেছেন। এটি আমরা বিভিন্ন লেখার মধ্যে রঙ প্রদানের জন্য ব্যবহার করবো। এতে আমাদের পেজগুলো দেখতে আরও নান্দনিক হবে। এখানে আমরা রঙ এর নাম বিভিন্ন ভাবে দিতে পারি। নিচে এগুলো পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ পিএইচপিতে হাতেখড়ি নেয়া থেকে শুর“ করে প্রফেশনালী কাজ করতে লেখকের ‘‘পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল’’ বইটি দেখে নিতে পারেন।

• ***শুধু নাম দিয়েঃ*** CSS এর মধ্যে আমরা শুধু নাম দিয়েও রঙ ব্যবহার করতে পারি। যেমন ঃ red, green, blue, white, violet ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে একটা বিষয়ে খুবই সাবধান থাকতে হবে; সেটা হচ্ছে নামের বানান। রঙ এর নামের বানান যদি ভুল করেন, তাহলে ব্রাউজার কোন রঙ প্রদর্শন করবে না।

• **RGB value:** এটি মূলতঃ তিনটি মৌলিক রঙ এর সমন্বয়ে গঠিত রীতি যাতে লাল, সবুজ এবং নীল রঙের মিলিত মানের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট রঙ পাওয়া যায়। এটি লেখার নিয়ম হচ্ছে color:rgb (255,0,255) এখানে আপনি সবনিম্ন 0 (শূন্য) থেকে শুর“ করে সর্বোচ্চ 255 পর্যন্ড় মান ব্যবহার করতে পারবেন। ছবি সম্পাদনার সফটওয়্যারে এই রীতিটি বেশ জনপ্রিয়। কারন এতে খুবই উজ্জ্বল রঙ পাওয়া যায়; ফলে দেখতেও আকর্ষণীয় মনে হয়। অনলাইন থেকে কাজ পাওয়ার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে বিস্ড়রিত জানতে লেখকের লেখা ‘‘ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান’’ ও ‘‘ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-১’’ বই দুইটির সহায়তা নিতে পারেন।

• **Hexadecimal value:** এটি লেখার নিয়ম হচ্ছে, # RRGGBB যেখানে প্রথম দুটি মান হচ্ছে লাল রঙের, মাঝের মান দুটি হচ্ছে সবুজ রঙের এবং শেষের মান দুটি হচ্ছে নীল রঙের এর প্রথমে একটি # (hash) চিহ্ন থাকে। এই value টি দেখতে এমন হয়ঃ Color: # FFFF00 এটি ব্যবহার করে আপনি
255 x 255 x 255= 16 মিলিয়নেরও বেশি রঙের প্রয়োগ করতে পারবেন। আরও ভালভাবে বোঝার জন্য নিচে ওয়েব জন্য নিরাপদ রঙের একটি তালিকা দেওয়া হল।

000000	000033	000066	000099	0000CC	0000FF
003300	003333	003366	003399	0033CC	0033FF
006600	006633	006666	006699	0066CC	0066FF
009900	009933	009966	009999	0099CC	0099FF
00CC00	00CC33	00CC66	00CC99	00CCCC	00CCFF
00FF00	00FF33	00FF66	00FF99	00FFCC	00FFFF
330000	330033	330066	330099	3300CC	3300FF
333300	333333	333366	333399	3333CC	3333FF
336600	336633	336666	336699	3366CC	3366FF
339900	339933	339966	339999	3399CC	3399FF

সিএসএস (৩)

33CC00	33CC33	33CC66	33CC99	33CCCC	33CCFF
33FF00	33FF33	33FF66	33FF99	33FFCC	33FFFF
660000	660033	660066	660099	6600CC	6600FF
663300	663333	663366	663399	6633CC	6633FF
666600	666633	666666	666699	6666CC	6666FF
669900	669933	669966	669999	6699CC	6699FF
66CC00	66CC33	66CC66	66CC99	66CCCC	66CCFF
66FF00	66FF33	66FF66	66FF99	66FFCC	66FFFF
990000	990033	990066	990099	9900CC	9900FF
993300	993333	993366	993399	9933CC	9933FF
996600	996633	996666	996699	9966CC	9966FF
999900	999933	999966	999999	9999CC	9999FF
99CC00	99CC33	99CC66	99CC99	99CCCC	99CCFF
99FF00	99FF33	99FF66	99FF99	99FFCC	99FFFF
CC0000	CC0033	CC0066	CC0099	CC00CC	CC00FF
CC3300	CC3333	CC3366	CC3399	CC33CC	CC33FF
CC6600	CC6633	CC6666	CC6699	CC66CC	CC66FF
CC9900	CC9933	CC9966	CC9999	CC99CC	CC99FF
CCCC00	CCCC33	CCCC66	CCCC99	CCCCCC	CCCCFF
CCFF00	CCFF33	CCFF66	CCFF99	CCFFCC	CCFFFF
FF0000	FF0033	FF0066	FF0099	FF00CC	FF00FF
FF3300	FF3333	FF3366	FF3399	FF33CC	FF33FF

সিএসএস (৩)

FF6600	FF6633	FF6666	FF6699	FF66CC	FF66FF
FF9900	FF9933	FF9966	FF9999	FF99CC	FF99FF
FFCC00	FFCC33	FFCC66	FFCC99	FFCCCC	FFCCFF
FFFF00	FFFF33	FFFF66	FFFF99	FFFFCC	FFFFFF

আপনাকে এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে না। এগুলো শুধু আপনাকে রঙগুলো সম্পর্কে ধারনা দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়-১৩ :Text Shadow

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১) Text-Shadow কি?

২) Text-Shadow কিভাবে করতে হয়।

৩) Text-Shadow ছায়ার অবস্থান নির্ণয় করা।

সিএসএস (৩)

১৩.১ ঃ Text-Shadow

এটি লেখার নিচে ছায়া প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি লেখার নিয়ম হচ্ছে-

• প্রথমে এর আনুভূমিক অবস্থান *(*Horizontal space*)* বলতে হয়। এর মান পিক্সেলে দিতে হয়।

• তারপর এর উল-ম্ব অবস্থান *(*Vertical space*)* বলতে হয়। এর মান পিক্সেলে দিতে হয়।

• এরপর রঙ বলতে হয়। আর অন্যান্য CSS রঙের মতো নাম *(*red, blue, orange*)* বা এর হেক্সাডেসিমাল ভ্যলিউ *(*#fff,#099fd5*)* দেওয়া যায়। এর মান পিক্সেল এ দিতে হয়। ব-গিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করার জন্য লেখকের লেখা ''বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস'' ও ''অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস'' বই দুটি পড়ে নিতে পারেন।

• চাইলে আরও একটি স্টাইল ব্যবহার করা যায়। এটি অপশনাল। আপনি চাইলে ব্যবহার করবেন, প্রয়োজন না থাকলে ব্যবহার না করলেও চলবে। এটি হচ্ছে blur বা অস্পষ্ট করার মান। এটি পিক্সেল এ দিতে হয়। আর এটি লিখতে হবে আনুভূমিক ও উল-ম্ব অবস্থানের মান লেখার পর এবং রঙ এর নাম বলার আগে। যেমন ঃ

```
h1 {text-shadow: 2px 2px 3px orange;}
```

এখানে অস্পষ্টতার মান *(*blur*)* ব্যবহার করতে না চাইলে 3px বাদ দিতে হবে। তখন এটি এভাবে লিখতে হবেঃ

```
h1 {text-shadow: 2px 2px orange;}
```

আরও ভালভাবে বোঝার জন্য নিচের অনুশীলনীটি চর্চা করুন।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1
{
font-family:Arial;
text-shadow: 2px 2px 2px Grey;
font-size:4em;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Bongo Communications</h1>
</body>
</html>
```

সিএসএস (৩)

অনুশীলনী ঃ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1
{
font-family:Arial;
text-shadow: 5px 8px 10px red;
font-size:4em;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Bongo Communications</h1>
</body>
</html>
```

অধ্যায় -১৪ : Text transform

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১) Text-Transform কি?

২) Text-Transform এর প্রকারভেদ ও ব্যবহার কৌশল

৩) Text-Transform lower case

৪) Text-Transform capitalize

৫) Text-Transform uppercase

১৪.১ ঃ Text-Transform

এটি ব্যবহার করা হয় লেখাকে CSS এর মাধ্যমে ছোট হাতের (lowercase) বা বড় হাতের (uppercase) করার জন্য। এই property এর অধীনে তিনটি value আপনার কাজে লাগবে। এগুলো হল-

• **Uppercase:** এর মাধ্যমে আপনি HTML এ ছোট হাতের/বড় হাতের যেকোনো ধরনের অক্ষর-ই লিখুন না কেন, সকল লেখাই বড় হাতের অক্ষরে প্রদর্শিত হবে।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p{
        text-transform:uppercase;
}
</style>
</head>
<body>
<p>This is some text.</p>
</body>
</html>
```

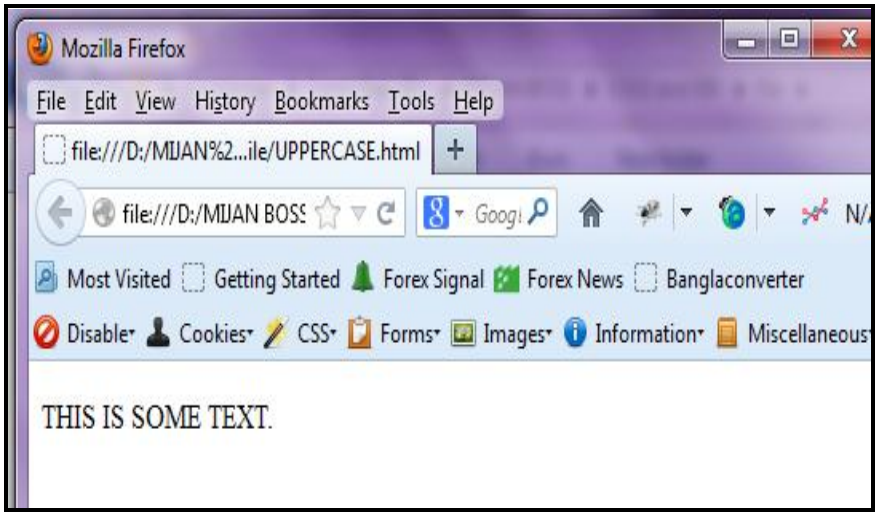

• <u>Lowercase:</u> এটি হচ্ছে Uppercase এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ এখানে সকল লেখাই ছোট হাতের অক্ষরে প্রদর্শিত হবে।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
    text-transform:lowercase;
}
</style>
</head>
<body>
<p>THERE ARE SOME TEXT</p>
</body>
</html>
```

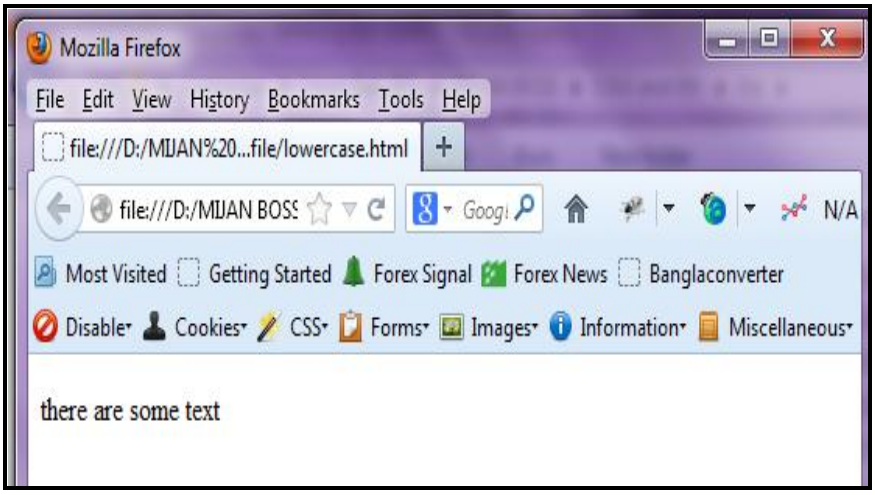

• **Capitalize:** এই property টি ব্যবহারের ফলে বাক্যের প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর বড় হাতের দেখাবে। ওয়েবসাইটে অধিক পরিমাণে ভিজিটর নিয়ে আসার জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হয়। আর এক্ষেত্রে লেখকের লেখা ''সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' ও ''অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন'' বই দুটি আপনাকে সাহায্য করবে।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p{
        text-transform:capitalize;
}
</style>
</head>
<body>
<p>This text is capitalized</p>
</body>
</html>
```

সিএসএস (৩)

- বিগীনিং জুমলা
- অ্যাডভান্সড জুমলা
- প্রফেশনাল জুমলা
- জুমলা টেম্পলেট মেকিং
- বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস
- অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস
- প্রফেশনাল ওয়ার্ডপ্রেস
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-১
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২
- ই-কমার্স অ্যান্ড জুমলা! ভার্চুমার্ট
- ই-কমার্স
- ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- প্রফেশনাল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- ফরেক্স ট্রেডিং
- ই-মার্কেটিং
- এইচ টি এম এল-৫
- অ্যাডভান্সড এইচটিএমএল
- পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অ্যাডভান্সড পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অবজেক্ট অরিয়েন্টেড পি.এইচ.পি
- ডেটাবেস মাই এসকিউএল
- সি প্রোগ্রামিং
- জাভা প্রোগ্রামিং
- জাভাস্ক্রিপ্ট
- জুমলা! টেমপে- ট মেকিং
- অ্যাডভান্সড ফটোশপ
- অ্যাডভান্সড ইলাস্ট্রেটর
- প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন
- প্রফেশনার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং
- ওডেস্ক এবং আউটসোর্সিং
- অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

অধ্যায়-১৫ : ব্যকগ্রাউন্ড

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১) ব্যকগ্রাউন্ড কি?

২) ব্যকগ্রাউন্ড এ কি কি ব্যবহার করা যাবে।

৩) ব্যকগ্রাউন্ডে রং ব্যবহার করার কৌশল।

৪) প্যারাগ্রাফের ব্যকগ্রাউন্ডে রং এর ব্যবহার।

৫) শিরোনামের ব্যকগ্রাউন্ডে রং এর ব্যবহার।

৬) সম্পূর্ন পৃষ্টার ব্যকগ্রাউন্ডে রং এর ব্যবহার।

৭) প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ডিভ এর জন্য ব্যকগ্রাউন্ডে রং এর ব্যবহার।

সিএসএস (৩)

১৫.১ ঃ Background

ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কোন পেজ এর খালি স্থান, যা আমরা এখন পর্যন্ড় খালি রেখেছি এবং এর রং ছিল না (Default হিসেবে সাদা ছিল)। এই ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক কিছুর হতে পারে। এটি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার, div, টেবিল এর ইত্যাদি বিভিন্ন এলিমেন্ট এর হতে পারে। কিন্তু আমরা এটিকে এখন থেকে আর খালি রাখব না। কারন উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে সেগুলোর সবই ছিল সাদাকালো। তাই এগুলোকে আরও দৃষ্টি নন্দন করতে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করবো।

ব্যাকগ্রাউন্ডকে স্টাইলিং এর জন্য আমরা বিভিন্ন রং, ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি। রং ব্যবহার করলে কোন সমস্যা নেই। তবে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে যদি আমরা ছবি ব্যবহার করতে চাই, সে বিষয়ে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কিত সবকিছু ভিতরে বিস্ড়ারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৫.২ ঃ Background color

এটি আমরা যেই ট্যাগ বা এলিমেন্ট এর জন্য নির্ধারণ করে দিব, ঠিক সেখানেই কাজ করবে। এটি h1, p, div, table, span সহ যেকোনো ট্যাগ এর ভিতরেই লেখা যায়। নিচে আমরা একটি উদাহরণ দেখি।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1
{
background-color:#00ff00;
}
p
{
background-color:rgb(255,0,255);
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Tanvir Ahmed</h1>
<p>Portfolio Website:www.metanvir.weebly.com</p>
</body>
</html>
```

সিএসএস (৩)

এখানে লক্ষ্য করুন, আমরা heading এর জন্য আলাদা রং এবং paragraph এর জন্য আলাদা রং ব্যবহার করেছি। কিন্তু এখানে CSS property কিন্তু একটাই ব্যবহার করেছি। যদি আমরা heading বা paragraph এর জন্য আলাদা আলাদা background color ব্যবহার করতে চাই, তাহলে আমাদের আলাদা আলাদা করে বলে দিতে হবে। কিন্তু আমরা যদি আলাদা আলাদা রঙ ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার জন্য একটাই রং ব্যবহার করতে চাই, তাহলে এই background color property টি ব্যবহার করতে হবে body ট্যাগ এর মধ্যে। এটি কিন্তু দুই ভাবে করা যায়। HTML ও CSS থেকে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে CSS থেকেই করা হয়। এবার আমরা দেখব কিভাবে CSS থেকে কিভাবে background color ব্যবহার করবো। ব-গিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করার জন্য লেখকের লেখা ''বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস'' ও ''অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস'' বই দুটি পড়ে নিতে পারেন।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body
{
background-color:yellow;
}
h1
{
background-color:#00ff00;
}
p
{
background-color:rgb(255,0,255);
```

```
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Tanvir Ahmed</h1>
<p>Portfolio Website:www.metanvir.weebly.com</p>
</body>
</html>
```

এখানে আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য কোন কিছু পরিবর্তন করা হয়নি। শুধুমাত্র body এর জন্য এক লাইন স্টাইল যুক্ত করা হয়েছে। আপনারা চাইলে এটি নতুন করে নিজেদের ইচ্ছামতো লিখতে পারেন। আবার চাইলে আগের অনুশীলনীতে এখানের অতিরিক্ত একটি লাইন যুক্ত করতে পারেন।

এবার আরও ভাল ভাবে বোঝার জন্য আমরা আরও একটি অনুশীলনী চর্চা করবো।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body
{background-color:tan;
Color:blue;}
</style>
</head>
<body>
```

সিএসএস (৩)

```
<center>
<h1>Tanvir Ahmed</h1>
<p>Portfolio Website:www.metanvir.weebly.com</p>
</center>
</body>
</html>
```

প্রশ্নপর্ব ঃ

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা তৈরি করেছি Book Support center। আর এই Book Support center-এর ই-মেইল অ্যাড্রেস হলো infobook7@gmail.com, যা আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান এবং এই বই সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি আছে সবসময়। তাই আপনাদের যদি এই বইয়ে কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে মেইল করুন এই ঠিকানায় infobook7@gmail.com.

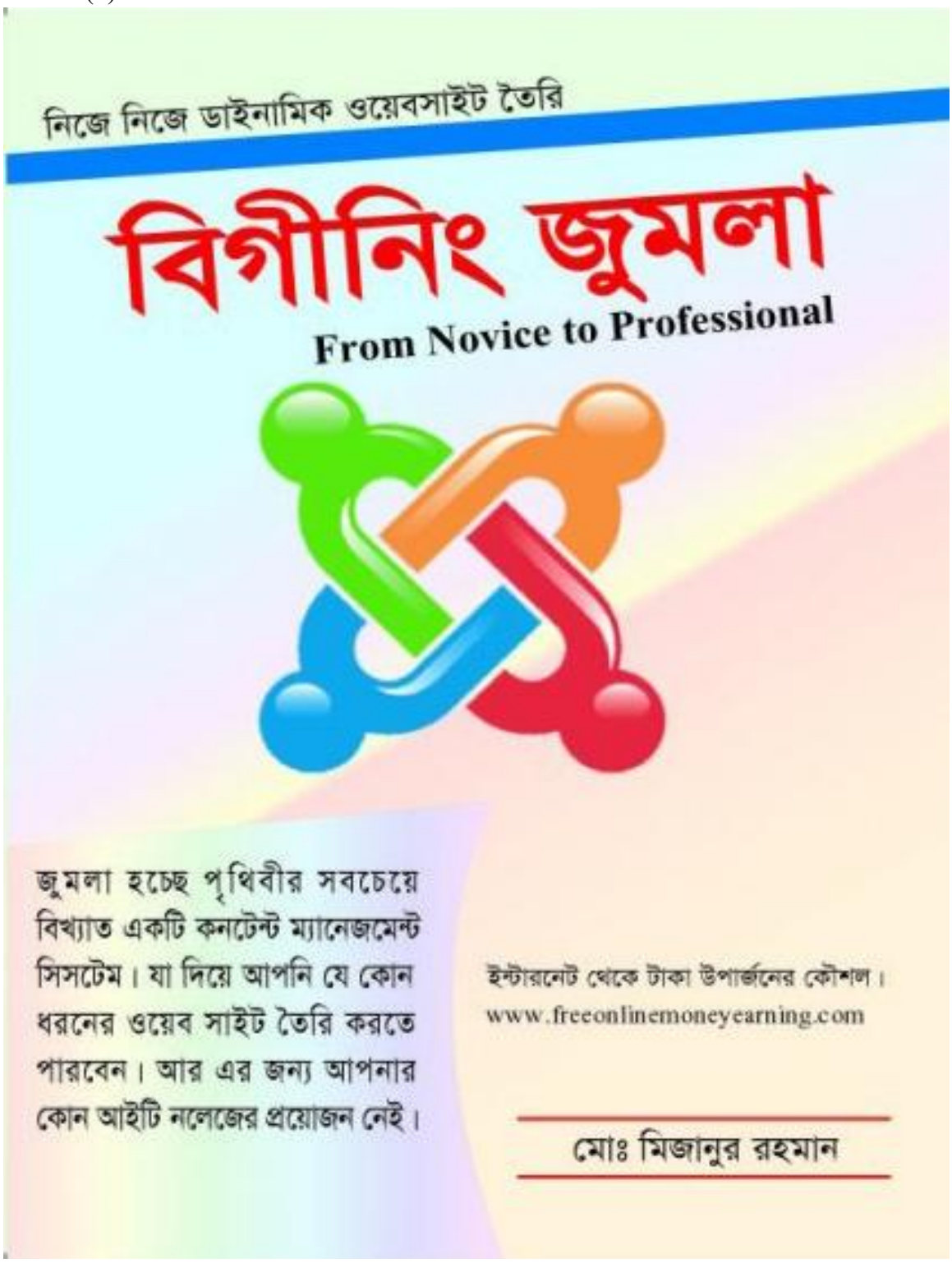
নিজে নিজে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি
বিগীনিং জুমলা
From Novice to Professional
জুমলা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত একটি কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিসটেম। যা দিয়ে আপনি যে কোন ধরনের ওয়েব সাইট তৈরি করতে পারবেন। আর এর জন্য আপনার কোন আইটি নলেজের প্রয়োজন নেই।
ইন্টারনেট থেকে টাকা উপার্জনের কৌশল।
www.freeonlinemoneyearning.com
মোঃ মিজানুর রহমান

অধ্যায়-১৬: Background Image

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১. ব্যকগ্রাউন্ডে ছবি ব্যবহার

২. ব্যকগ্রাউন্ডে ছবি ব্যবহার করার কৌশল

১৬.১ ঃ ব্যকগ্রাউন্ডে ছবি ব্যবহার

আমাদের সাধারণ পর্দার আকার (Normal Screen size) হচ্ছে ১৪ থেকে ২১ ইঞ্চি। আর সেই হিসেবে আমাদের ঐ আয়তনের একটি ছবির পরিমান হবে প্রায় ৫০০ কিলোবাইট হতে ১০ মেগাবাইট বা তার চেয়েও বেশি। কিন্তু যেহেতু আমরা বাংলাদেশে কাজ করবো (অনেক সময় বাইরের ক্লায়েন্টরাও সাইট দ্রুত লোড হওয়ার জন্য ছোট সাইজ পছন্দ করে/ অপটিমাইজড চায়) তাই আমাদের এরকম বড় ফাইল ব্যাবহারের আগে ২ বার চিন্তা করতে হবে। কারণ আমাদের দেশে ইন্টারনেট এর গতি খুবই ধীর। তাই এ ধরনের ফাইল সম্বলিত সাইট লোড হতে কমপক্ষে ৩০ সেকেন্ড লাগবে। আর কোন ব্যবহারকারী এ ধরনের সাইট কখনোই ভ্রমন (Browse) করবে না। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ পিএইচপিতে হাতেখড়ি নেয়া থেকে শুরু করে প্রফেশনালী কাজ করতে লেখকের ''পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

আর এজন্যই CSS এ রয়েছে যুগান্তকারী সমাধান। নিচের ছবিগুলো লক্ষ্য করি।

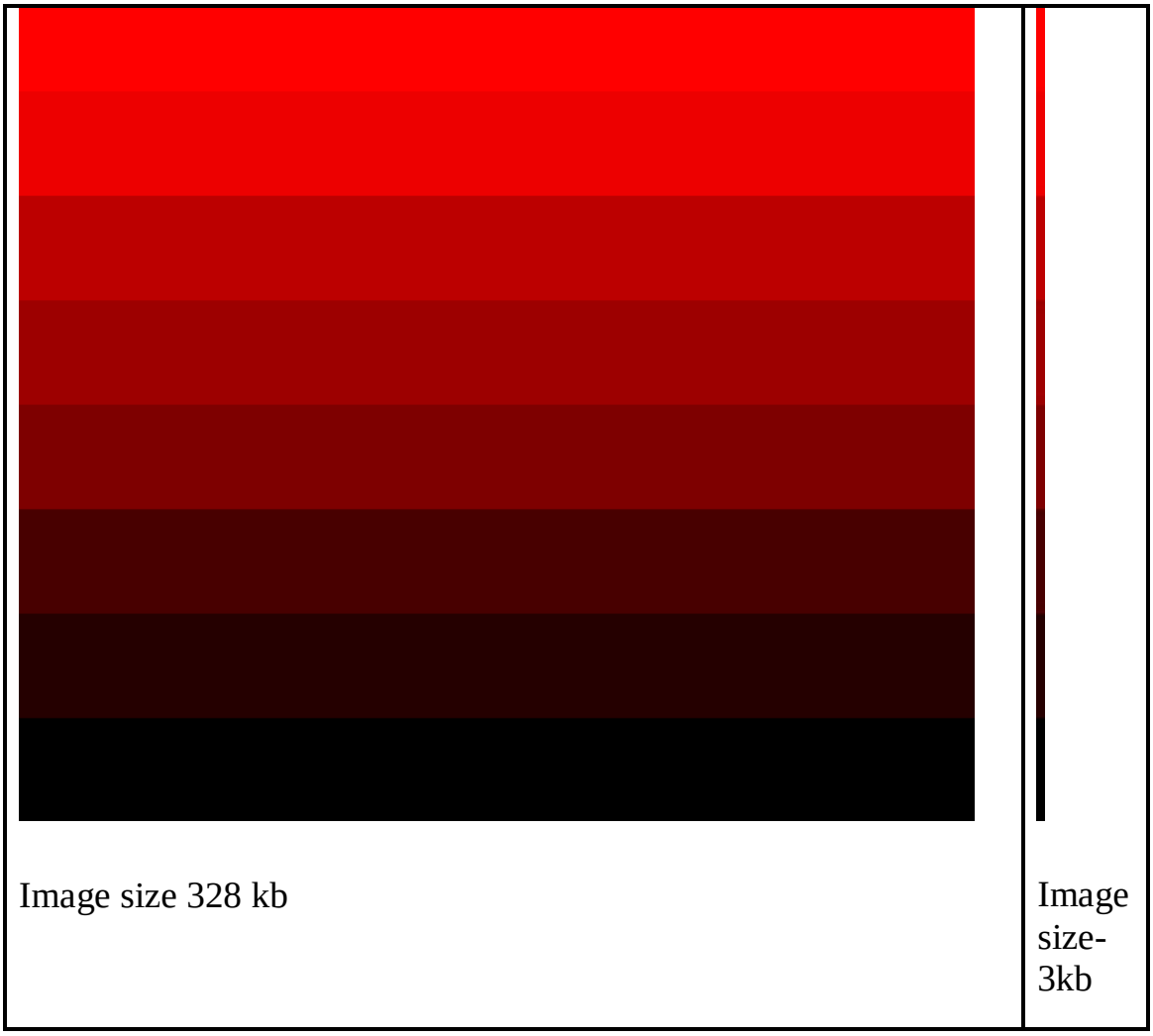

সিএসএস (৩)

প্রথম ছবিটি লক্ষ্য করে দেখুন, এই ছবিটি সাইজে যথেষ্ট বড়। কিন্তু তার তুলনায় পাশের ছবিটি একেবারে অল্প সাইজের। এখন আপনার মনে হতে পারে, এই সর ছবি দিয়ে কি হবে ?

আসলে আমরা চেষ্টা করবো সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ডে আস্ড় একটি ছবি ব্যবহার না করে, এর যেকোনো একধারের ছোট্ট একটি অংশ ব্যবহার করার। এতে করে যেমন আমাদের Hosting এ জায়গা কম লাগবে, তেমনি পেজ এর সাইজ ও কমে আসবে। ফলে দ্র ত লোড হবে।

উপরের বড় ছবিটিকে আমরা সহজেই মাইক্রোসফট পেইন্ট প্রোগ্রামের সাহায্যে লম্বালম্বি ভাবে কেটে নিতে পারি। আবার ক্ষেত্র বিশেষে আমরা আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি কেটে নিতে পারি। তারপর ঐ সর ছবিটিকে ভূমির সমান্ড়রালে (Horizontaly) বা উল- স্বভাবে (Verticaly) পুনরাবৃত্তি ঘটাতে (repeat) পারি। তবে এর জন্য আবার আরেকটি প্রপার্টি ব্যবহার করতে হবে; background-repeat:{repeat-x; অথবা repeat:y}

এটি লেখার নিয়ম হচ্ছে ঃ

background-image:url (‘green.jpg’);

এখানে url এর ভিতরে ছবিটি যে নামে আছে এবং তার সঠিক এক্সটেনশন (যেমন ঃ .jpg .png .gif) লিখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, HTML ফাইলটি যে ফোল্ডার এ থাকবে, সেই একই ফোল্ডারে যদি ছবিটি থাকে, তবে শুধু নাম লিখলেই হবে। নয়তো ছবিটির সম্পূর্ন পাথ লিখতে হবে। যেমন ঃ

background-image:url (‘images/backgrounds/green.jpg’)

অধ্যায়-১৭: Background Position

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১) ব্যকগ্রাউন্ডের অবস্থান নির্ধারন।

2) background position: center center

3) background position: center top

4) background position: center bottom

5) background position: right bottom

6) background position: right top

7) background position: right center

8) background position: left center

9) background position: left top

10) background position: left bottom

১১) % / inch / pixel / em / ব্যবহার করে ব্যকগ্রাউন্ডের অবস্থান নির্ণয়।

১৭.১ ঃ ব্যকগ্রাউন্ডের অবস্থান নির্ধারন

এটি ব্যবহার করা হয় ব্যাকগ্রাউন্ডে কোন ছবিকে যদি আমরা একবারই দেখাতে চাই এবং এটিকে পেজ এর নির্দিষ্ট কোন স্থানে দেখাতে চাই। তবে সেক্ষেত্রে আরও একটি property ব্যবহার করতে হবে এবং সেটি হচ্ছে

background-attachement:fixed

এটি ব্যবহার না করলে Opera এবং Firefox এ কাজ করবে না। আর ইন্টারনেট এক্সপে-ারার এ কাজ করাতে চাইলে তার জন্য ! DOCTYPE বলে দিতে হবে একেবারে ডকুমেন্ট এর উপরে।

এখানে আমরা স্থানটিকে (Position) বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করতে পারি। সেগুলো পর্যায়ক্রমে নিচে বর্ণনা করা হল। ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য আপনার সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে এইচটিএমএল শেখার। আর এইচটিএমএল ল্যাংগুয়েজ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার জন্য লেখকের ''এইচটিএমএল-৫'' বইটি পড়ে নিতে পারেন।

• শুধু নাম ব্যবহার করেঃ background-position: লেখার পর, আমরা এখানে বিভিন্ন স্থানের নাম বলে দিতে পারি। যেমনঃ

১৭.২ ঃ background position: center center

একেবারে ঠিক মাঝখানে দেখানোর জন্য {background-position:center center}

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/green.gif);
background-position:center center;
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using a centered image here
</body>
</html>
```

সিএসএস (৩)

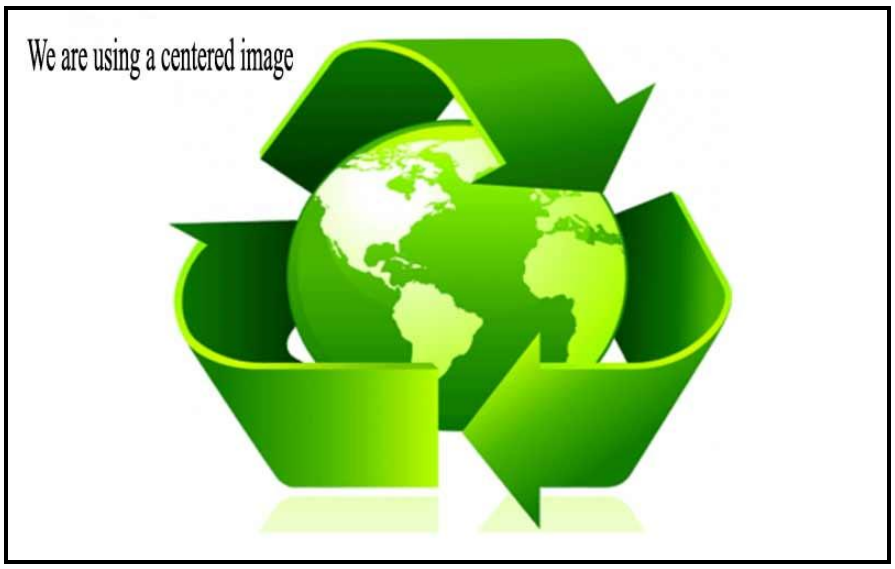

এখানে একটি অতিরিক্ত ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে যা background-repeat:no-repeat; এটি শুধুমাত্র আমাদের ব্যবহার করা ছবিটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরাবৃত্তি হওয়া থেকে রোধ করবে।

১৭.৩ ঃ background position: center top

মাঝখানে উপরে দেখানোর জন্য {background-position:center top}

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/green.gif);
background-position:center top;
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using a image here
</body>
</html>
```

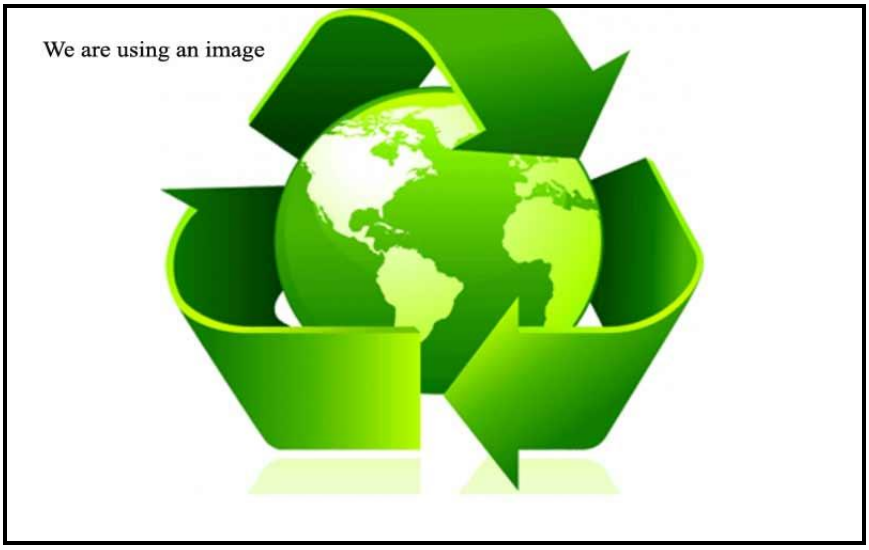

১৭.৪ ঃ background position: center bottom

মাঝখানে ডানে দেখানোর জন্য {background-position:right center}

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/green.gif);
background-position:right center;
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using a image here
</body>
</html>
```

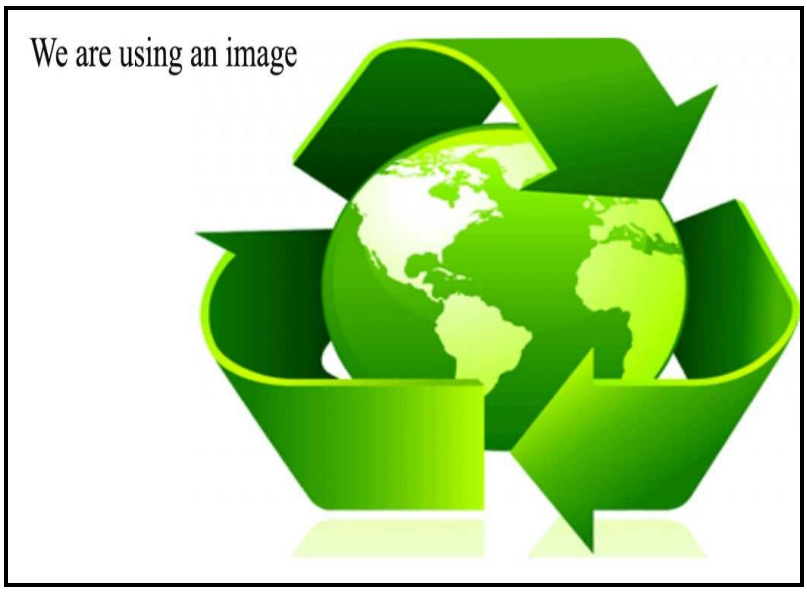

১৭.৫ ঃ background position: right bottom

মাঝখানে নিচে দেখানোর জন্য {background-position:center bottom}

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/green.gif);
background-position:center bottom;
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using a image here
</body>
</html>
```

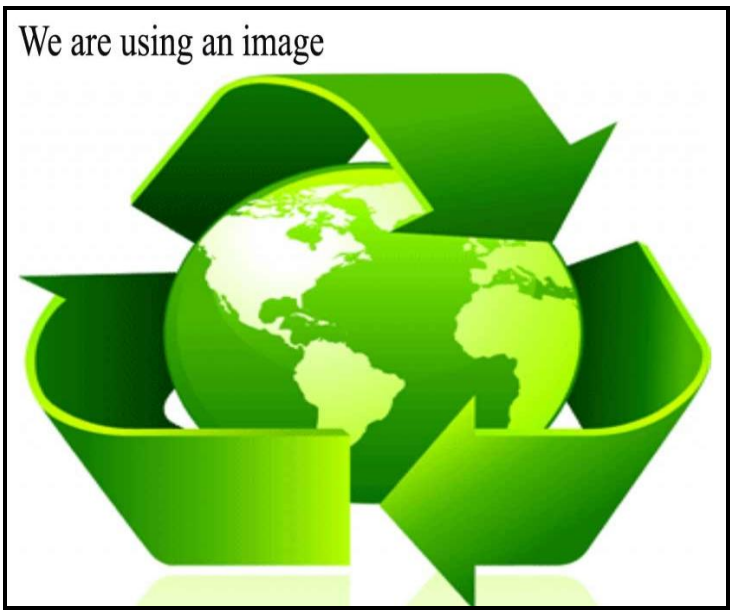

১৭.৬ ঃ background position: right top

উপরে ডানে দেখানোর জন্য {background-position:right top}

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/green.gif);
background-position:right top;
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using a image here
</body>
</html>
```

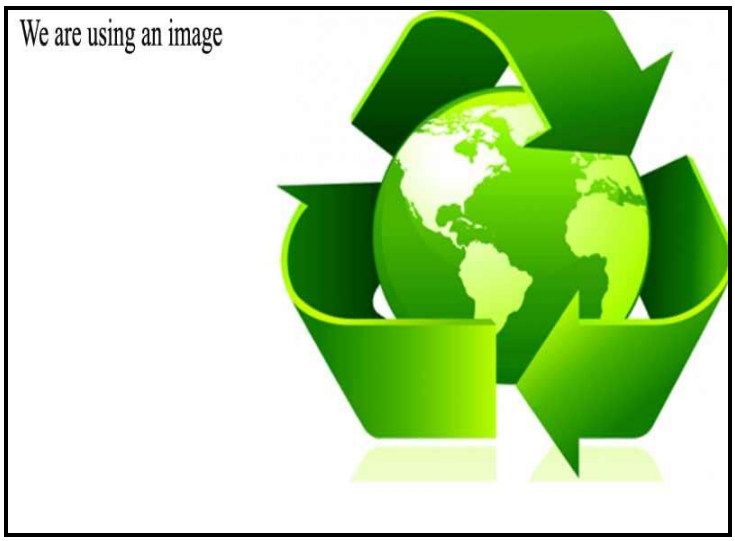

১৭.৭ ঃ background position: right center

ডানে নিচে দেখানোর জন্য {background-position:right bottom}

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/green.gif);
background-position:right bottom;
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using a image here
</body>
</html>
```

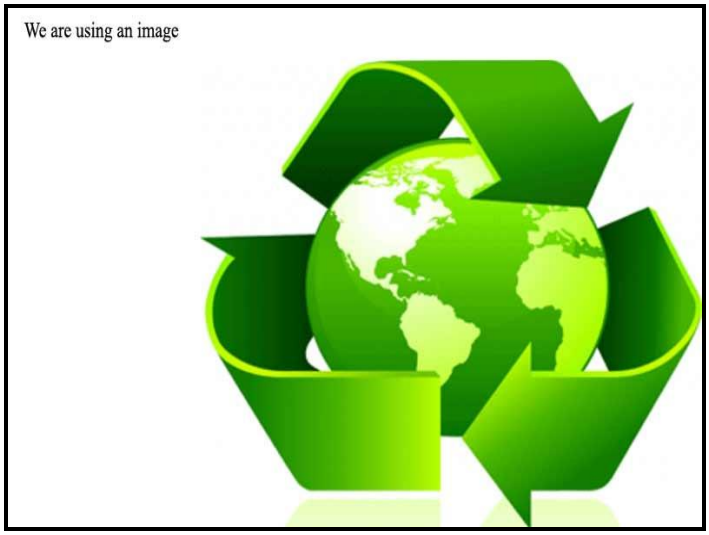

১৭.৮ ঃ background position: left center

বামপাশে মাঝখানে দেখানোর জন্য {background-position:left center}

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/green.gif);
background-position:left center;
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using a image here
</body>
</html>
```

১৭.৯ ঃ background position: left top

বামপাশে উপরে দেখানোর জন্য {background-position:left top} *(এটি আসলে default স্থান। তাই ব্যবহার করা না করা সমান কথা।)*

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/green.gif);
background-position:left top;
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using a image here
</body>
</html>
```

১৭.১০ ঃ background position: left bottom

বামপাশে নিচে দেখানোর জন্য {background-position:left bottom}

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/green.gif);
background-position:left bottom;
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using a image here
</body>
</html>
```

সিএসএস (৩)

১৭.১১ ঃ % / inch / pixel / em / *ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ডের অবস্থান নির্ণয়।*

% ব্যবহার করে ঃ এই % ব্যবহার করতে হলে আপনাকে x এবং y অক্ষ বুঝতে হবে। আর এই x এবং y অক্ষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা থাকলে আপনি সামনে positioning এবং margin সহজেই বুঝতে পারবেন।

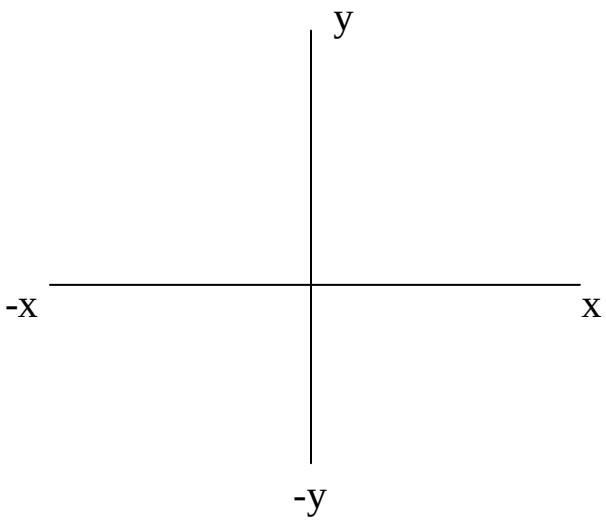

x দিয়ে বুঝান হয় horizontal axis বা আনুভূমিক অক্ষ। এটি ভুমি যেই সমান্ড়রালে আছে, সেই বরাবর কাজ করে। আর y দিয়ে বোঝানো হয়, vertical axis বা উল- ম্ব অক্ষ। এটি খাড়াভাবে মাপ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। অতএব আপনি এবার নিশ্চয়ই x এবং y অক্ষ সম্পর্কে ধারনা পেয়েছেন। এই x এবং y অক্ষ ব্যবহার করে আমরা যেকোনো ছবি এবং div কে আমাদের ইচ্ছে মতো জায়গায় নিতে পারব।
তো যেখানে ছিলাম, % ব্যবহার করে ছবিকে নির্দিষ্ট স্থানে বসান। এটি লেখার ফরম্যাট হচ্ছে
background-position:50% 50%;

সিএসএস (৩)
এখানে প্রথমে লিখতে হবে x অক্ষের মান। তারপর y অক্ষের মান।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
   background-position:50% 50%;
   background-image:url(Images/css3.jpg);
   background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using numerick values here
</body>
</html>
```

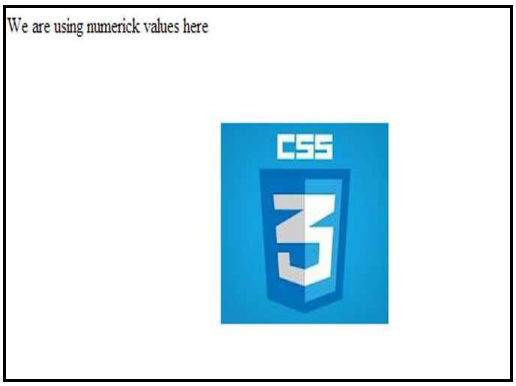

টিপসঃ % ব্যবহার করার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, আপনি আপনার ওয়েব পেজ ১৪ ইঞ্চি মনিটর এ চালু করুন, আর ৫৬ ইঞ্চি মনিটর এ চালু করুন না কেন, আপনার ছবি এর পজিশন একদম ঠিকঠাক দেখাবে। কিন্তু পিক্সেল ব্যবহার করলে এই সুবিধাটি পাবেন না।

ধরুন, আপনি পিক্সেল বা অন্য যেকোনো স্কেল এ একটি মাপ লিখলেন ১০, তবে ঐ পেজটির মাপ একটি ১৪ ইঞ্চি মনিটরে হয়তো ঠিকঠাকই দেখাবে। কিন্তু চিন্তা করুন, সেই একই পেজ যদি একটি ট্যাবলেট এ ওপেন করা হয়, তবে ব্যবহারকারী scroll করতে করতে বিরক্ত হয়ে যাবে। সহজ ও স্বল্প সময়ে প্রোগ্রাম লিখার জন্য লেখকের ''ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার'' বইটি দেখে নিতে পারেন।

এবার যদি ঐ একই পেজ যদি একটি ৫৬ ইঞ্চি মনিটর এ কেউ চালু করে, তবে তা এক কোনায় জমে থাকবে। কারন ২ ইঞ্চি তো সবজায়গাতেই ২ ইঞ্চি। তাকে তো আর অনুপাত অনুযায়ী পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই আপনাকে সকল ডিভাইস এর কথা মাথায় রেখেই কাজ করতে হবে।

• ***অন্যান্যঃ*** ছবি বা div কে সঠিক অবস্থানে আনার জন্য এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটিতেও আগের মতো প্রথমে X এবং পরে Y অক্ষের জন্য আমরা px (পিক্সেল), em, mm (মিলিমিটার), in (ইঞ্চি), cm (সেন্টিমিটার) ইত্যাদি unit ব্যবহার করতে পারব।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
        background-position:100px 20px;
        background-image:url(Images/css3.jpg);
        background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using numerick values here
</body>
</html>
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
        background-position:10% 20%;
        background-image:url(Images/css3.jpg);
        background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using numerick values here
</body>
</html>
```

অধ্যায়-১৮: Background Repeat

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১)ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট কি?

২) ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট কেন ব্যবহার করা হয়।

৩) ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিটের ব্যবহার কৌশল।

৪) background repeat: x

5) background repeat: y

6) background repeat: repeat

7) background repeat: no-repeat

১৮.১ ঃ ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট কি?

এটি সম্পর্কে আগে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম। এই property টি ব্যবহার না করলে ব্রাউজার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ পর্দা জুড়ে ছবিটির পুনরাবৃত্তি *(*repeat*)* করে থাকে। এভাবে আমরা আমাদের চাহিদা মতো কাজের সুবিধার্থে এই property টি ব্যবহার করবো। এটি লেখার নিয়ম হচ্ছে ঃ

{background-repeat:repeat}

১৮.২ ঃ background repeat: x

repeat-x : এটি ছবিটিকে আনুভূমিকভাবে পুনরাবৃত্তি করবে।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
border: 1px black solid;
height: 300px;
width: 600px;
background-image:url(Images/picture.jpg);
background-repeat:repeat-x;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>
This is the actual image
</h3>
<img src="Images/picture.jpg"/>
<br/>
<div>
<br/> <br/>
This is how it looks when we repeat
</div>
</body>
</html>
```

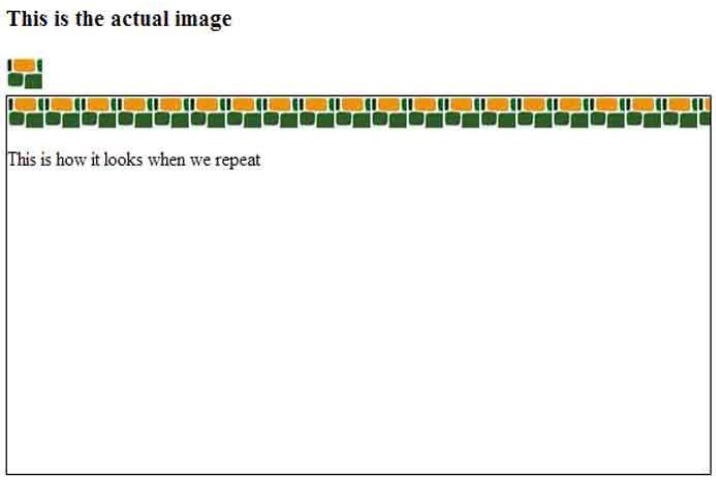


```
<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
border: 3px green dotted;
height: 250px;
width: 500px;
background-image:url(Images/picture.jpg);
background-repeat:repeat;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>
This is the actual image
</h3>
<img src="Images/picture.jpg"/>
<br/>
<div>
<br/> <br/>
This is how it looks when we repeat
```

```
</div>
</body>
</html>
<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
border: 2px blue dashed;
height: 300px;
width: 600px;
background-image:url(Images/picture.jpg);
background-repeat:repeat-y;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>
This is the actual image
</h3>
<img src="Images/picture.jpg"/>
<br/>
<div>
<br/> <br/>
This is how it looks when we repeat
</div>
</body>
</html>
```

এখানে একটি div ব্যবহার করা হয়েছে শুধু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য। আপনারা চাইলে div এর পরিবর্তে body লিখতে পারেন। এতে করে ছবিটি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা জুড়ে প্রদর্শিত হবে। সবচেয়ে জনপ্রিয় মার্কেটপে- স ওডেস্ক এ কাজ করার সব কৌশল আয়ত্ত্ব করতে লেখকের ‘‘ওডেস্ক অ্যান্ড আউটসোর্সিং’’ বইটি সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

১৮.৩ ঃ background repeat: y

repeat-y: এটি ছবিটিকে উল- স্বভাবে পুনরাবৃত্তি করবে।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
border: 1px black solid;
height: 300px;
width: 600px;
background-image:url(Images/picture.jpg);
background-repeat:repeat-y;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>
This is the actual image
</h3>
<img src="Images/picture.jpg"/>
<br/>
<div>
         
This is how it looks when we repeat
</div>
</body>
</html>
```

This is the actual image

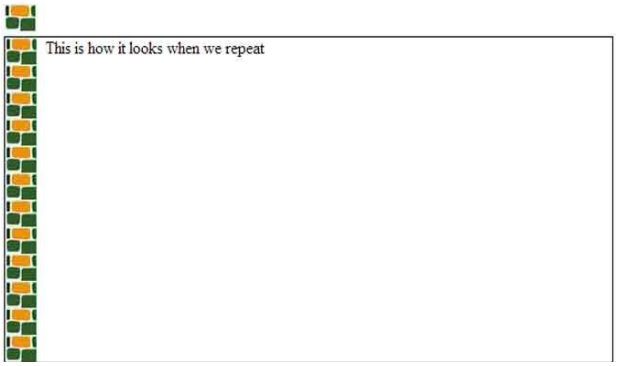

১৮.৪ ঃ background repeat: repeat

repeat: এটি ছবিটিকে সম্পূর্ণ পর্দা জুড়ে পুনরাবৃত্তি করবে।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
border: 1px black solid;
height: 300px;
width: 600px;
background-image:url(Images/wood.jpg);
background-repeat:repeat;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>
This is the actual image
</h3>
<img src="Images/wood.jpg"/>
<p>This is how it looks when we repeat</p>
<div></div>
</body>
</html>
```

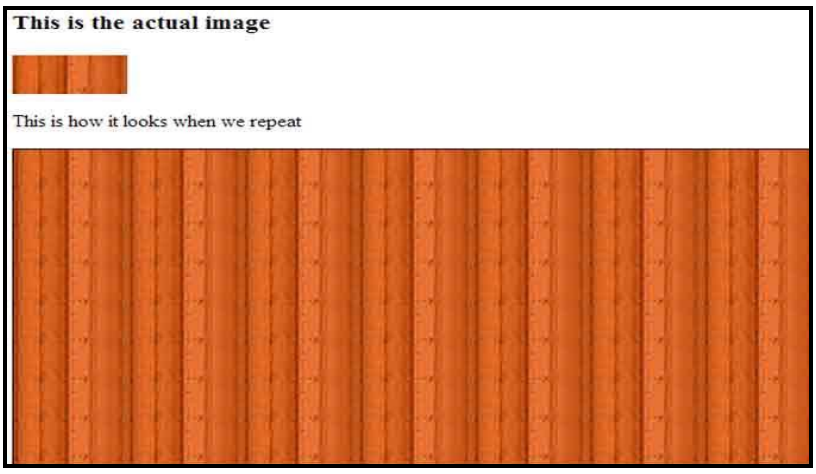

১৮.৫ ঃ background repeat:no-repeat

no-repeat : এটি ছবিটিকে পুনরাবৃত্তি হওয়া থেকে রোধ করবে।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body {
background-image:url(Images/wood.jpg);
background-repeat:no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
We are using an image here
</body>
</html>
```

সিএসএস (৩)

- বিগীনিং জুমলা
- অ্যাডভান্সড জুমলা
- প্রফেশনাল জুমলা
- জুমলা টেম্পলেট মেকিং
- বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস
- অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস
- প্রফেশনাল ওয়ার্ডপ্রেস
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-১
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২
- ই-কমার্স অ্যান্ড জুমলা! ভার্চুমার্ট
- ই-কমার্স
- ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- প্রফেশনাল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- ফরেক্স ট্রেডিং
- ই-মার্কেটিং
- এইচ টি এম এল-৫
- অ্যাডভান্সড এইচটিএমএল
- পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অ্যাডভান্সড পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অবজেক্ট অরিয়েন্টেড পি.এইচ.পি
- ডেটাবেস মাই এসকিউএল
- সি প্রোগ্রামিং
- জাভা প্রোগ্রামিং
- জাভাস্ক্রিপ্ট
- জুমলা! টেমপে-ট মেকিং
- অ্যাডভান্সড ফটোশপ
- অ্যাডভান্সড ইলাস্ট্রেটর
- প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন
- প্রফেশনার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং
- ওডেস্ক এবং আউটসোর্সিং
- অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

অধ্যায়-১৯: Background Size

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারবো

১. ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কি?

২. ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ব্যবহারের কৌশল।

৩. background size: cover / contain

৪. Background size: % / px দিয়ে।

সিএসএস (৩)

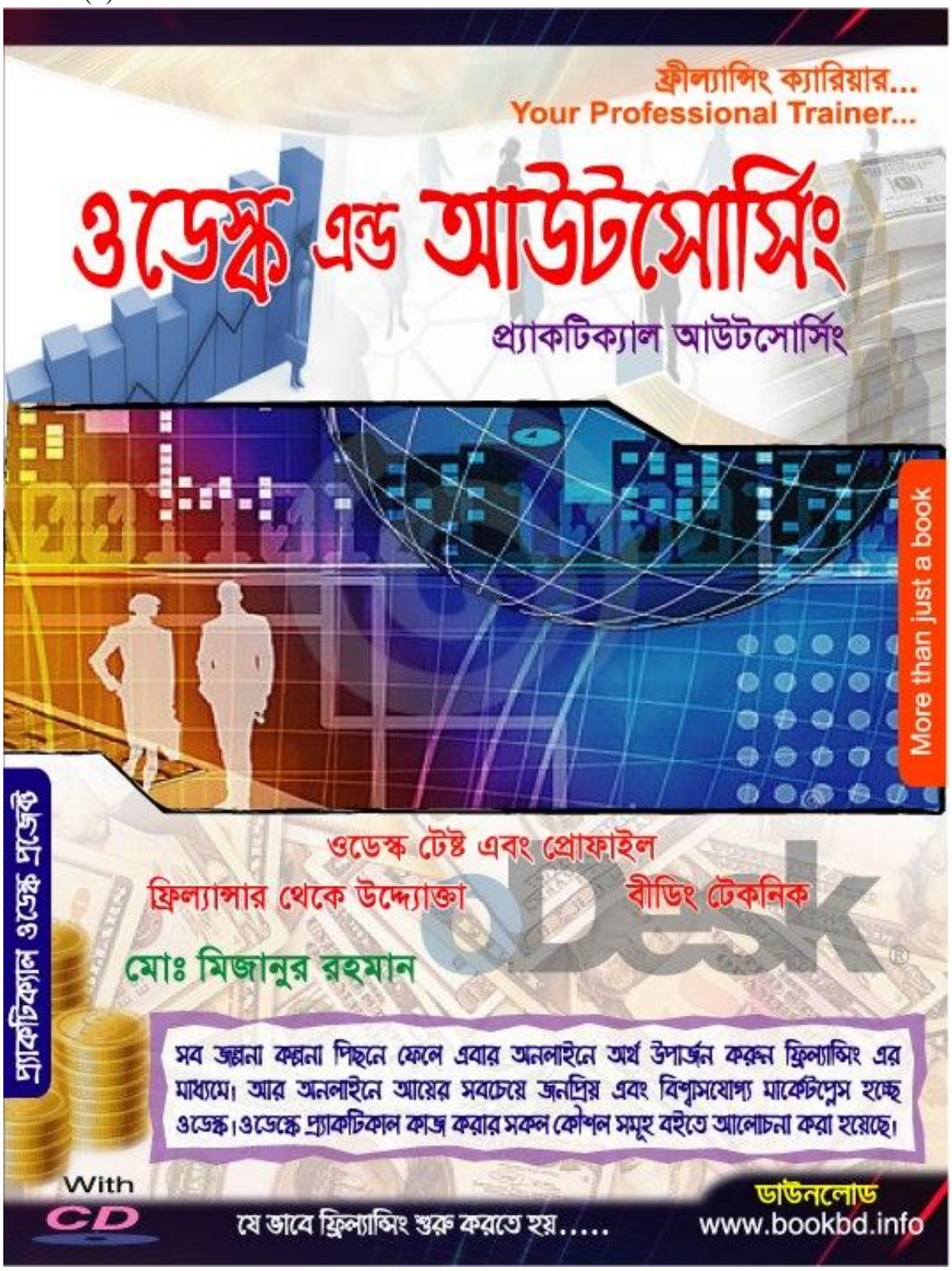
ফ্রীল্যান্সিং ক্যারিয়ার...
Your Professional Trainer...
ওডেস্ক এন্ড আউটসোর্সিং
প্র্যাকটিক্যাল আউটসোর্সিং
More than just a book
ওডেস্ক টেষ্ট এবং প্রোফাইল
ফ্রিল্যান্সার থেকে উদ্দ্যোক্তা
বীডিং টেকনিক
মোঃ মিজানুর রহমান
প্র্যাকটিক্যাল ওডেস্ক প্রজেক্ট
সব জল্পনা কল্পনা পিছনে ফেলে এবার অনলাইনে অর্থ উপার্জন করুন ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে। আর অনলাইনে আয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বিশ্বাসযোগ্য মার্কেটপ্লেস হচ্ছে ওডেস্ক।ওডেস্কে প্র্যাকটিকাল কাজ করার সকল কৌশল সমূহ বইতে আলোচনা করা হয়েছে।
With CD
যে ভাবে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে হয়.....
ডাউনলোড
www.bookbd.info

বুকবিডি সম্পাদিত অন্যান্য বই সমুহ

- বিগীনিং জুমলা
- অ্যাডভান্সড জুমলা
- প্রফেশনাল জুমলা
- জুমলা টেম্পলেট মেকিং
- বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস
- অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস
- প্রফেশনাল ওয়ার্ডপ্রেস
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-১
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২
- ই-কমার্স অ্যান্ড জুমলা! ভার্চুমার্ট
- ই-কমার্স
- ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- প্রফেশনাল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- ফরেক্স ট্রেডিং
- ই-মার্কেটিং
- এইচ টি এম এল-৫
- অ্যাডভান্সড এইচটিএমএল
- পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অ্যাডভান্সড পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অবজেক্ট অরিয়েন্টেড পি.এইচ.পি
- ডেটাবেস মাই এসকিউএল
- সি প্রোগ্রামিং
- জাভা প্রোগ্রামিং
- জাভাস্ক্রিপ্ট
- জুমলা! টেমপে-ট মেকিং
- অ্যাডভান্সড ফটোশপ
- অ্যাডভান্সড ইলাস্ট্রেটর
- প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন
- প্রফেশনার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং

সিএসএস (৩)

- ওডেস্ক এবং আউটসোর্সিং
- অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং